গঠনতন্ত্র

স্মারকলিপি, ধারা ও উপধারা সমূহ

বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন

বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন

বিএমএ ভবন
১৫/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০

বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী সমূহ
বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র প্রথম খন্ড মুখবন্ধ	বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র প্রথম খন্ড মুখবন্ধ
যেহেতু তৎকালীন পাকিস্তানের চিকিৎসকেরা ১৯৫৬ সালে “পাকিস্তান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন” নামে একটি সংগঠন করেন;	যেহেতু তৎকালীন পাকিস্তানের চিকিৎসকেরা ১৯৫৬ সালে “পাকিস্তান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন” নামে একটি সংগঠন করেন;
যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের চিকিৎসকেরা ঐ সংগঠনের আওতায় “পাকিস্তান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (পূর্বাঞ্চল)” নামে আঞ্চলিক ভিত্তিক নিজেদেরকে সংগঠিত করেন; যেহেতু “পাকিস্তান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (পূর্বাঞ্চল)” ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং এই সংগঠনকে “বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন” এ নামান্তরিত করেন।	যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের চিকিৎসকেরা ঐ সংগঠনের আওতায় “পাকিস্তান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (পূর্বাঞ্চল)” নামে আঞ্চলিক ভিত্তিক নিজেদেরকে সংগঠিত করেন; যেহেতু “পাকিস্তান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (পূর্বাঞ্চল)” ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং **১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের ১১ তারিখে মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত** বাংলাদেশের চিকিৎসকদের **এক** সাধারণ **সভার মাধ্যমে** “বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন” প্রতিষ্ঠিত হয় ।
যেহেতু ১৯৭৩ সালের ১৪ই জানুয়ারী এক সাধারণ সভায় “বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন” এক নতুন গঠনতন্ত্রের খসড়া পেশ ও গ্রহণ করে।	যেহেতু ১৯৭৩ সালের ১৪ই জানুয়ারী এক সাধারণ সভায় “বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন” এক নতুন গঠনতন্ত্রের খসড়া পেশ ও গ্রহণ করে।
যেহেতু ১৯৭৭ সালের ৯ই জানুয়ারী “বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন” তার বার্ষিক সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রের আরও কিছু সংশোধন প্রয়োজন মনে করে। সেই হেতু এসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় এই লক্ষ্যে একটি উপ-পরিষদ গঠন করে এবং ১৯৭৯ সালের ৩১ শে মার্চ গঠনতন্ত্র উপ-পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধিত গঠনতন্ত্র সাধারণ সভায় গ্রহণ করে।	যেহেতু ১৯৭৭ সালের ৯ই জানুয়ারী “বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন” তার বার্ষিক সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রের আরও কিছু সংশোধন প্রয়োজন মনে করে। সেহেতু এসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় এ লক্ষ্যে একটি উপ-পরিষদ গঠন করে এবং ১৯৭৯ সালের ৩১ শে মার্চ গঠনতন্ত্র উপ-পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধিত গঠনতন্ত্র সাধারণ সভায় গৃহীত হয়।
	যেহেতু ১৯৮৩ সালে আগষ্ট মাসে দশম জাতীয় সম্মেলনের সময় আনুষ্ঠানিক বার্ষিক সাধারণ সভা পুনরায় গঠনতন্ত্রের সংশোধন প্রয়োজনবোধ করে

যেহেতু ১৯৮৩ সালে আগষ্ট মাসে দশম জাতীয় সম্মেলনের সময় আনুষ্ঠানিক বার্ষিক সাধারণ সভা পুনরায় গঠনতন্ত্রের সংশোধন প্রয়োজন বোধ করে সর্বসম্মতক্রমে একটি গঠনতন্ত্র উপ-পরিষদ গঠন করে। এবং এই গঠনতন্ত্র উপ-পরিষদ দীর্ঘ বিবেচনার পর তাঁর সুপারিশাদি সর্বসম্মতভাবে স্থির করেন।

যেহেতু ১০ই মে ১৯৮৫ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের একাদশ জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক বার্ষিক সাধারণ পরিষদের সভায় গঠনতন্ত্র উপ-পরিষদের সংশোধনী, মূল গঠনতন্ত্রের বঙ্গানুবাদ, যথাসময়ে সদস্যদের কর্তৃক প্রদত্ত সংশোধনী সমূহ বিবেচনা করিয়া সর্বসম্মতভাবে এই গঠনতন্ত্র অনুমোদন ও ১০ই মে ১৯৮৫ সাল থেকে কার্য্যকর বলে ঘোষণা করিতেছে। বাংলা ভাষায় গৃহীত এই মূল গঠনতন্ত্রের একটি স্বীকৃত ইংরেজী অনুবাদও সাথে সাথে গৃহীত হইল।

যেহেতু কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদ গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজনে একটি উপ-পরিষদ গঠন করে সেই হেতু ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের চতুর্দশ জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক বার্ষিক সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত উপ-পরিষদের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রের সংশোধনী গৃহীত হইল।

যেহেতু বর্তমান কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদ গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজনে একটি উপ-পরিষদ গঠন করে সেইহেতু ২২শে অক্টোবর ২০০৪ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের ১৭তম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত উপ-পরিষদের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রের সংশোধনী গৃহীত হইল।

সর্বসম্মতিক্রমে একটি গঠনতন্ত্র উপ-পরিষদ গঠন করে। এবং এই গঠনতন্ত্র উপ-পরিষদ দীর্ঘ বিবেচনার পর তাঁর সুপারিশাদি সর্বসম্মতভাবে স্থির করেন।

যেহেতু ১০ই মে ১৯৮৫ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের একাদশ জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক বার্ষিক সাধারণ পরিষদের সভায় গঠনতন্ত্র উপ-পরিষদের সংশোধনী, মূল গঠনতন্ত্রের বঙ্গানুবাদ, যথাসময়ে সদস্যদের কর্তৃক প্রদত্ত সংশোধনী সমূহ বিবেচনা করে সর্বসম্মতভাবে এই গঠনতন্ত্র অনুমোদন ও ১০ই মে ১৯৮৫ সাল থেকে কার্যকর বলে ঘোষণা করেছে। বাংলা ভাষায় গৃহীত এই মূল গঠনতন্ত্রের একটি স্বীকৃত ইংরেজী অনুবাদও সাথে সাথে গৃহীত হলো।

যেহেতু কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজনে একটি উপ-পরিষদ গঠন করে সেহেতু ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের চতুর্দশ জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক বার্ষিক সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত উপ-পরিষদের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রের সংশোধনী গৃহীত হলো।

যেহেতু বর্তমান কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদ গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজনে একটি উপ-পরিষদ গঠন করে সেইহেতু ২২শে অক্টোবর ২০০৪ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের ১৭তম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত উপ-পরিষদের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রের সংশোধনী গৃহীত হলো।

যেহেতু বর্তমান কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ বিদ্যমান গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহন করে এবং এ লক্ষ্যে একটি গঠনতন্ত্র সংশোধন উপ-পরিষদ গঠন করে, সেহেতু ২২শে জুন ২০২৪ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের ১৭তম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত উপ-পরিষদের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রের সংশোধনী গৃহীত হলো।

বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী সমূহ
বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র প্রথম খন্ড স্মারক লিপি	বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র প্রথম খন্ড স্মারক লিপি

১.	নাম ঃ	নাম ঃ
	এই সংগঠনের নাম হইবে “বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন” সংক্ষেপে বি,এম,এ, ।	এই সংগঠনের নাম হবে “বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন” সংক্ষেপে বিএমএ ।
২.	রেজিষ্টার্ড কার্য্যালয় ঃ	রেজিষ্টার্ড কার্যালয় ঃ
	এসোসিয়েশনের রেজিষ্টার্ড কার্য্যালয় ঢাকায় অবস্থিত থাকিবে ।	এসোসিয়েশনের রেজিষ্টার্ড কার্যালয় **হবে “বিএমএ ভবন, ১৫/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ ।**
৩.	ভাষাঃ	ভাষাঃ
	নথিপত্রের ভাষা হইবে বাংলা। তবে প্রয়োজনে ইংরেজী ব্যাবহার করা যাইবে।	এসোসিয়েশনের **দাপ্তরিক** ভাষা হবে বাংলা। তবে প্রয়োজনে ইংরেজী ব্যবহার করা যাবে।
৪.	প্রতীক ঃ	প্রতীক ঃ

	১৯৭৫ সালের ২১ শে জুনের সাধারণ সভায় গৃহীত সাথে প্রদর্শিত “একটি লাঠিকে জড়াইয়া রহিয়াছে একটি সাপ” এই প্রতীকটি এসোসিয়েশনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হইবে।	১৯৭৫ সালের ২১ শে জুনের সাধারণ সভায় গৃহীত সাথে প্রদর্শিত “একটি লাঠিকে জড়াইয়া রহিয়াছে একটি সাপ” **এবং “তাহার দুই পাশে দুটি গমের শীষ”** এই প্রতীকটি এসোসিয়েশনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হবে।
৫.	উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ	উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ
	যে সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য এই এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা হইলঃ-	যে সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য এই এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলোঃ-
৫.১	চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ইহার সহযোগী বিজ্ঞান সমূহের উৎকর্ষ সাধন করা।	চিকিৎসা পেশার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা, এবং এসোসিয়েশনের সদস্যদের স্বার্থ, অধিকার ও সুযোগ সুবিধা রক্ষা করা এবং জাতীয় ও ব্যক্তিজীবনে পেশাগত, নৈতিক, সামাজিক ও পেশাগত কারণে **জাতীয়** দায়িত্ব পালনে সদস্যবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করা।
৫.২	চিকিৎসা পেশার সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করা, এবং এসোসিয়েশনের সদস্যদের স্বার্থ, অধিকার ও সুযোগ সুবিধা রক্ষা করা, এবং জাতীয় ও ব্যাক্তিজীবনে পেশাগত, নৈতিক, সামাজিক ও পেশাগত কারণে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে সদস্যবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করা।	চিকিৎসা বিজ্ঞান ও এর সহযোগী বিজ্ঞান সমূহের উৎকর্ষ সাধন করা।
৫.৩	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে এই পেশাকে সহায়তা প্রদান করা।	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে এই পেশাকে সহায়তা প্রদান করা।
৫.৪	বাংলাদেশে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত গবেষণার উন্নয়নকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	বাংলাদেশে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত গবেষণার উন্নয়নকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৫.৫	এসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা ও সংহতি রক্ষা করা এবং ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করা। অন্যান্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানাদির সদস্যবৃন্দের সংগেও সহযোগিতা এবং সংহতি বজায় রাখা এবং পেশা ও জনগনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি গড়িয়া তোলার জন্য এ সকল সংগঠনের সহিত প্রয়োজন বোধে মৈত্রী গড়িয়া তোলা।	এসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা ও সংহতি রক্ষা করা এবং ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করা। অন্যান্য বিজ্ঞান, **প্রযুক্তি ও পেশাজীবী সংগঠন ও** প্রতিষ্ঠানাদির সাথে সহযোগিতা ও সংহতি বজায় রাখা। পেশা ও জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য এ সকল সংগঠনের সাথে প্রয়োজনবোধে মৈত্রী **সম্পর্ক গড়ে** তোলা।
৫.৬	চিকিৎসক ও যে জনগণকে তারা সেবা করেন তাহাদের মধ্যে সমঝোতা আরও বৃদ্ধি করা এবং সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা।	চিকিৎসক ও সেবা গ্রহনকারী জনগণের মধ্যে **পারস্পারিক সম্পর্ক** আরও বৃদ্ধি করা।

৫.৭	সরকার ও অন্যান্য সংগঠিত সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা ইত্যাদি সংক্রান্ত ক্ষেত্রগুলি পরিচালনায় ও রক্ষণাবেক্ষণে চিকিৎসকদের পেশাগত ও বিশেষজ্ঞ সাহায্য, উপদেশ ও সহযোগিতা প্রদান করা।	সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, আধাস্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারী ও আইনানুগভাবে গঠিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা, গবেষণা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি সংক্রান্ত ক্ষেত্রগুলি পরিচালনায় ও রক্ষণাবেক্ষণে চিকিৎসকদের পেশাগত ও বিশেষজ্ঞ সাহায্য, উপদেশ ও সহযোগিতা প্রদান করা।
৫.৮	এই ধরনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান ও সংশ্লিষ্ট হওয়া।	এ ধরনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান ও সংশ্লিষ্ট হওয়া।
৫.৯	এই পেশার ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করিয়া নতুন যাহারা এই পেশায় প্রবেশ করিয়াছেন, তাহাদের পেশাগত উন্নয়নে পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করা।	এই পেশার ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে নতুন যারা এই পেশায় প্রবেশ করেছেন, তাদের পেশাগত উন্নয়নে পরামর্শ ও সহযোগীতা প্রদান করা।
৫.১০	পেশার পঙ্গু ব্যক্তিবর্গ ও মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের সাহায্য প্রদান করা।	এসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে যারা গুরুতর অসুস্থ ও মৃত সদস্যদের পরিবারের আর্থিক বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগীতা প্রদান করা।
৫.১১	চিকিৎসা সেবা যথাযথভাবে প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে জনসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সদস্যদের ইথিক্যাল প্র্যাকটিসের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা এবং চিকিৎসকদের প্রয়োজনে আইনী সহায়তা দেওয়া।	চিকিৎসা সেবা যথাযথভাবে প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে জনসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সদস্যদের ইথিক্যাল প্র্যাকটিসের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রয়োজনে সদস্যদের আইনী সহায়তা দেওয়া।
৫.১২	জনগনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে এসোসিয়েশন সর্বাত্মকভাবে কাজ করবে এবং প্রয়োজনে জনস্বার্থ বিরোধী যে কোন পরিস্থিতি প্রতিরোধ করতে নিয়মতান্ত্রিক কর্মপন্থা গ্রহণ করবে।	জনগণের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে এসোসিয়েশন সর্বাত্মকভাবে কাজ করবে এবং প্রয়োজনে জনস্বার্থ বিরোধী যে কোন পরিস্থিতি প্রতিরোধ করতে নিয়মতান্ত্রিক কর্মপন্থা গ্রহণ করবে।
৬.	আয় ও সম্পত্তি ঃ	আয় ও সম্পত্তি ঃ
৬.১	বিধিবদ্ধ কোন সূত্র হইতে প্রাপ্ত সংগঠনের আয় ও সম্পত্তি স্মারকলিপিতে বর্ণিত এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নেই শুধুমাত্র ব্যয় করা যাইবে এবং কোন অবস্থাতেই ইহার কোন অংশ সরাসরি লভ্যাংশ বা বোনাস বা অন্য কোন ভাবে লাভ হিসাবে ইহার সদস্যদের কিংবা পূর্বে কখনও সদস্য ছিলেন তাহাদের কিংবা তাহাদের মাধ্যমে কোন ব্যাক্তির মুনাফা হিসাবে প্রদান করা চলিবে না, তবে	বিধিবদ্ধ কোন সূত্র থেকে প্রাপ্ত সংগঠনের আয় ও সম্পত্তি স্মারকলিপিতে বর্ণিত এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নেই শুধুমাত্র ব্যয় করা যাবে এবং কোন অবস্থাতেই এর কোন অংশ সরাসরি লভ্যাংশ বা বোনাস বা অন্য কোন ভাবে লাভ হিসাবে এর সদস্যদের কিংবা পূর্বে কখনও সদস্য ছিলেন তাদের কিংবা তাদের মাধ্যমে কোন ব্যাক্তির মুনাফা হিসাবে প্রদান করা যাবে না, তবে এসোসিয়েশনের কোন

	এসোসিয়েশনের কোন কর্মচারী বা কোন সদস্যকে সংগঠনের কোন কাজের জন্য ইহার বিনিময়ে সৎ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্থ ইহার আওতায় পড়িবে না।	কর্মচারী বা কোন সদস্যকে সংগঠনের কোন কাজের জন্য এর বিনিময়ে সৎ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্থ এর আওতায় পড়বে না।
৬.২	এসোসিয়েশনের বিলুপ্তি হওয়ার সময়ে প্রতিটি সদস্যই যখন তিনি সংগঠনের সদস্য থাকিবেন, তখন এসোসিয়েশনের কার্য্যোপলক্ষ্যে বিলুপ্তির দরুণ দেয় সকল ব্যয়ভার বহন করিতে অংগীকারবদ্ধ।	এসোসিয়েশনের বিলুপ্তি হওয়ার সময়ে প্রতিটি সদস্যই যখন তিনি সংগঠনের সদস্য থাকবেন, তখন এসোসিয়েশনের কার্যোপলক্ষ্যে বিলুপ্তির জন্য দেয় সকল ব্যয়ভার বহন করতে অংগীকারবদ্ধ।
৭	পদ্ধতি ঃ	পদ্ধতি ঃ
	উপরে বর্ণিত লক্ষ্য সমূহ বাস্তবায়ন ও ইহাদের আরও বিকশিত করিবার লক্ষ্যে ঃ	উপরে বর্ণিত লক্ষ্য সমূহ বাস্তবায়ন ও এদের আরও বিকশিত করবার লক্ষ্যে ঃ
৭.১	প্রয়োজন বোধ করিলে খবরাদি প্রকাশের জন্য সাময়িকী, জার্নাল বা পত্রিকা যাহা সংগঠনের জার্নাল বা পত্রিকা হিসাবে পরিগণিত হইবে, তাহা নিয়মিত অথবা অনিয়মিত ভাবে প্রকাশ করা।	প্রয়োজন বোধ করলে খবরাদি প্রকাশের জন্য সাময়িকী, জার্নাল বা পত্রিকা যা সংগঠনের জার্নাল বা পত্রিকা হিসাবে পরিগণিত হবে, তা নিয়মিত অথবা অনিয়মিতভাবে প্রকাশ করা।
৭.২	চিকিৎসা বিজ্ঞান অথবা ইহার সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিজ্ঞানের উপর মাঝে মাঝে বক্তৃতামালা, চিকিৎসা, বা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।	চিকিৎসা বিজ্ঞান অথবা এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিজ্ঞানের উপর মাঝে মাঝে বক্তৃতামালা, চিকিৎসা, বা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।
৭.৩	সাধারণ ভাবে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের ও বিশেষ করিয়া এসোসিয়েশনের সদস্যদের সভা ও সম্মেলন অনুষ্ঠান করা।	সাধারণভাবে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের ও বিশেষ করে এসোসিয়েশনের সদস্যদের জন্য সভা ও সম্মেলন আয়োজন করা।
৭.৪	চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং ইহার সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিজ্ঞানের গবেষণাকে উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে এসোসিয়েশন কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত পদ্ধতিতে বৃত্তি, পুরষ্কার বা অনুদান প্রদান করা।	চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিজ্ঞানের গবেষণাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এসোসিয়েশন কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত পদ্ধতিতে বৃত্তি, পুরষ্কার বা অনুদান প্রদান করা।
৭.৫	এসোসিয়েশনের সদস্যদের জন্য এসোসিয়েশনের কার্য্যালয়, পাঠকক্ষ, গ্রন্থাগার ও ক্লাবের রক্ষণাবেক্ষণ করা।	এসোসিয়েশনের সদস্যদের জন্য এসোসিয়েশনের কার্যালয়, পাঠকক্ষ, গ্রন্থাগার ও ক্লাবের রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৭.৬	একই লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বাসী অন্যান্য সংগঠন সমূহের সহিত সহযোগিতায় অথবা সাময়িকী, ম্যাগাজিন ও পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের মাঝে জনস্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাষন সংক্রান্ত ব্যাপারে শিক্ষামূলক প্রচার অভিযান চালানো।	একই লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বাসী অন্যান্য সংগঠন সমূহের সাথে সহযোগিতায় অথবা সাময়িকী, ম্যাগাজিন ও পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের মাঝে জনস্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন সংক্রান্ত ব্যাপারে শিক্ষামূলক প্রচার অভিযান চালানো।
৭.৭	মহামারী কিংবা অন্য কোন জরুরী অবস্থায় সংগঠনের সদস্যদের দ্বারা গঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠিত করা।	মহামারী কিংবা অন্য কোন জরুরী অবস্থায় সংগঠনের সদস্যদের সমন্বয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা।
৭.৮	চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা ও চিকিৎসা পেশা সম্পর্কে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন কানুন সমূহ পর্য্যালোচনা করা ও এ সম্পর্কে মত প্রকাশ করা এবং জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা পেশা ও চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কিত আইন কানুনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং এ সম্পর্কে যে পদ্ধতি সবচেয়ে কার্য্যকর মনে হইবে সময় বিশেষে সেই পদ্ধতিতে পদক্ষেপ গ্রহন করা।	চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা ও চিকিৎসা পেশা সম্পর্কে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন কানুন সমূহ পর্যালোচনা করা ও এ সম্পর্কে মত প্রকাশ করা এবং জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা পেশা ও চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কিত আইন কানুনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং এ সম্পর্কে যে পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর মনে হবে সময় বিশেষে সেই পদ্ধতিতে পদক্ষেপ গ্রহন করা।
৭.৯	চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও এ সম্পর্কিত অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়নে সংগঠন কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত পদ্ধতিতে এসোসিয়েশনের তহবিল হইতে অর্থ প্রদান করা।	চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও এ সম্পর্কিত অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়নে সংগঠন কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত পদ্ধতিতে এসোসিয়েশনের তহবিল থেকে অর্থ প্রদান করা।
৭.১০	এসোসিয়েশনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক যে কোন রকম স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা, ইজারা নেওয়া, ভাড়া করা বা দেওয়া, ব্যবস্থাপনা করা, বন্ধক দেওয়া ও ক্রয় বিক্রয় করা।	এসোসিয়েশনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক যে কোন রকম স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা, ইজারা নেওয়া, ভাড়া করা বা দেওয়া, ব্যবস্থাপনা করা, বন্ধক দেওয়া ও ক্রয় বিক্রয় করা।
৭.১১	এসোসিয়েশনের জন্য দালান বা দালান সমূহ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, তাহাদের উন্নয়ন, পরিবর্তন ও সংস্কার করা।	এসোসিয়েশনের জন্য দালান বা দালান সমূহ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, এর উন্নয়ন, পরিবর্তন ও সংস্কার করা।
৭.১২	এসোসিয়েশন যে পদ্ধতিকে উপযুক্ত মনে করে, সেই পদ্ধতিতে, ঋন গ্রহণ করা বা সংগ্রহ করা এবং এসোসিয়েশনের তহবিলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা।	এসোসিয়েশন যে পদ্ধতিকে উপযুক্ত মনে করে, সেই পদ্ধতিতে, ঋন গ্রহণ করা বা সংগ্রহ করা এবং এসোসিয়েশনের তহবিলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা।
৭.১৩	এসোসিয়েশন দ্বারা মাঝে মাঝে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী তাৎক্ষণিক পূরনীয় নয় এমন কোন লক্ষ্যে এসোসিয়েশনের যে কোন পরিমান অর্থ বিনিয়োগ করা।	এসোসিয়েশন দ্বারা মাঝে মাঝে নির্ধারিত করে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী তাৎক্ষণিক পূরণীয় নয় এমন কোন লক্ষ্যে এসোসিয়েশনের যে কোন পরিমান অর্থ বিনিয়োগ করা।

৭.১৪	পরিপূর্ণ বা আংশিকভাবে সংগঠনের লক্ষ্য সমূহের সহিত সংগতি রহিয়াছে এমন রেজিষ্ট্রিকৃত যে কোন সংগঠনকে অথবা ট্রাষ্টকে সাহায্য প্রদান, অনুদান প্রদান, সহযোগিতা করা, সংশ্লিষ্ট হওয়া বা করা অথবা কোন তহবিল গঠন করা।	পরিপূর্ণ বা আংশিকভাবে সংগঠনের লক্ষ্য সমূহের সাথে সংগতি রয়েছে এমন রেজিষ্ট্রিকৃত যে কোন সংগঠনকে অথবা ট্রাষ্টকে সাহায্য প্রদান, অনুদান প্রদান, সহযোগিতা করা, সংশ্লিষ্ট হওয়া বা করা অথবা কোন তহবিল গঠন করা।
৭.১৫	উপরে বর্ণিত লক্ষ্য অনুযায়ী এসোসিয়েশনের শাখা সমূহ সংগঠিত করা।	উপরে বর্ণিত লক্ষ্য অনুযায়ী এসোসিয়েশনের শাখা সমূহ সংগঠিত করা।
৭.১৬	উপরে বর্ণিত লক্ষ্য সমূহ বা ইহার যে কোন একটি অর্জনের জন্য সকল প্রকার আইনানুগ কার্য্য পরিচালনা করা।	উপরে বর্ণিত লক্ষ্য সমূহ বা এর যে কোন একটি অর্জনের জন্য সকল প্রকার আইনানুগ কার্য পরিচালনা করা।

বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী সমূহ
দ্বিতীয় খন্ড এসোসিয়েশনের ধারাসমূহ	দ্বিতীয় খন্ড এসোসিয়েশনের ধারাসমূহ

১.	ব্যাখ্যা ঃ	ব্যাখ্যা ঃ
	এসোসিয়েশনের এই ধারা সমূহে (যে ক্ষেত্রে তাহার বিষয় ও প্রাসংগিকতার প্রতিকুল নয়) নিম্নলিখিত শব্দ ও বক্তব্য বলিতে পার্শ্বে লিখিত অর্থ বুঝাইবে ঃ	এসোসিয়েশনের এই ধারা সমূহে (যে ক্ষেত্রে তার বিষয় ও প্রাসংগিকতার প্রতিকুল নয়) নিম্নলিখিত শব্দ ও বক্তব্য বলিতে পার্শ্বে লিখিত অর্থ বুঝাইবে ঃ
১.১	“এসোসিয়েশন” অর্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন।	“এসোসিয়েশন” অর্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন।
১.২	“গঠনতন্ত্র” অর্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র।	“গঠনতন্ত্র” অর্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র।
১.৩	“স্মারকলিপি” অর্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের স্মারকলিপি।	“স্মারকলিপি” অর্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের স্মারকলিপি।

১.৪	“ধারা সমূহ” অর্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের ধারাসমূহ।	“ধারা সমূহ” অর্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের ধারাসমূহ।
১.৫	“উপধারা সমূহ” গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী গৃহীত উপধারা সমূহ এবং গঠনতন্ত্র ধারাসমূহ সাপেক্ষে কার্য্যকর ও বৈধ।	“উপধারা সমূহ” বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী গৃহীত উপধারা সমূহ এবং গঠনতন্ত্র ধারাসমূহ সাপেক্ষে কার্যকর ও বৈধ।
১.৬	“নীতিমালা” অর্থ এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি ও ধারা সমূহ অনুযায়ী এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা।	“নীতিমালা” অর্থ এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি ও ধারা সমূহ অনুযায়ী এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা।
১.৭	“বিধি” অর্থ উপধারা সমূহ অনুযায়ী এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত বিধি সমূহ।	“বিধি” অর্থ উপধারা সমূহ অনুযায়ী এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত বিধি সমূহ।
১.৮	“অনুচ্ছেদ” অর্থ গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ।	“অনুচ্ছেদ” অর্থ গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ।
১.৯	“কাউন্সিল” অর্থ এসোসিয়েশনের লক্ষ্য বা লক্ষ্য সমূহ পূরণে প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবার জন্য এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সৃষ্ট এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল।	“কাউন্সিল” অর্থ এসোসিয়েশনের লক্ষ্য বা লক্ষ্য সমূহ পূরণে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সৃষ্ট এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল।
১.১০	“শাখা” অর্থ এসোসিয়েশনের স্থানীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পালনে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত এসোসিয়েশনের স্থানীয় শাখা।	“শাখা” অর্থ এসোসিয়েশনের স্থানীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পালনে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত এসোসিয়েশনের স্থানীয় শাখা।
১.১১	“জার্নাল” অর্থ পরবর্তীতে লিপিবদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রকাশিত সংগঠনের পত্রিকা।	“জার্নাল” অর্থ পরবর্তীতে লিপিবদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রকাশিত এসোসিয়েশনের বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা।
১.১২	“পত্রিকা” অর্থ পরবর্তীতে লিপিবদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রকাশিত সংগঠনের পত্রিকা।	“পত্রিকা বা সাময়িকী বা বুলেটিন” অর্থ পরবর্তীতে লিপিবদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রকাশিত এসোসিয়েশনের প্রকাশনা।
১.১৩	“সদস্য” বলিতে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্য বুঝাইবে।	“সদস্য” বলতে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্য বুঝাবে।

১.১৪	“বর্ষ” বলিতে এসোসিয়েশনের ধারাসমূহে বর্ণিত ধারার অধীনে এসোসিয়েশনের বর্ষ বুঝাইবে।	“বর্ষ” বলতে এসোসিয়েশনের ধারাসমূহে বর্ণিত ধারার অধীনে এসোসিয়েশনের বর্ষ **বা ইংরেজি বর্ষ** বুঝাবে।
১.১৫	“কেন্দ্রিয় কার্যকরী পরিষদ” অর্থ এসোসিয়েশনের কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার ভিত্তিতে দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সৃষ্ট এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ।	“কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ” অর্থ এসোসিয়েশনের কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার ভিত্তিতে দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সৃষ্ট এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ।
১.১৬	“সাধারণ পরিষদ” অর্থ এসোসিয়েশনের সকল সদস্যদের সমবায়ে গঠিত এসোসিয়েশনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান সংস্থা।	“সাধারণ পরিষদ” অর্থ এসোসিয়েশনের সকল সদস্যদের **সমন্বয়ে** গঠিত এসোসিয়েশনের সর্বোচ্চ **পরিষদ**।
২.	সদস্যদের নিবন্ধ পুস্তক ঃ	সদস্যদের নিবন্ধ পুস্তক ঃ
	এসোসিয়েশনের সকল সদস্যদের নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ঠিকানা সম্বলিত একটি তালিকা নিবন্ধ পুস্তকে অথবা কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকিবে। নিবন্ধ পুস্তকের/কম্পিউটারের ক্রমিক নং সদস্য নম্বর হিসাবে গণ্য হইবে।	এসোসিয়েশনের সকল সদস্যদের নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ঠিকানা সম্বলিত একটি তালিকা নিবন্ধ পুস্তকে অথবা কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকবে। নিবন্ধ পুস্তকের/কম্পিউটারের ক্রমিক নং সদস্য নম্বর হিসাবে গণ্য হবে।
৩.	শাখা সমূহ ঃ	শাখা সমূহ ঃ
	এসোসিয়েশনের লক্ষ্য সমূহ আরও কার্য্যকর ভাবে অর্জন করিবার জন্য এসোসিশেনের সকল সদস্য “শাখা” নামে পরিচিত স্থানীয় সংস্থায় নিজেদেরকে সংগঠিত করিবেন।	এসোসিয়েশনের লক্ষ্য সমূহ আরও কার্যকরভাবে অর্জন করার জন্য এসোসিয়েশনের সকল সদস্য “শাখা” নামে পরিচিত স্থানীয় সংস্থায় নিজেদেরকে সংগঠিত করবেন।
৩.১	এসোসিয়েশনের নীতিমালা, বিধি ও উপধারার অধীনে শাখা সমূহ তাহাদের শাখা ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে স্বায়ত্বশাসিত থাকিবে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী তাহারা প্রয়োজনবোধে নিজেদের উপধারাসমূহ ও পরবর্তী নীতি ও বিধি প্রনয়ন করিতে পারিবে। তবে কেন্দ্রিয় কাউন্সিল অনুমোদন না করা পর্যন্ত ইহারা কার্যকরী হইবে না।	এসোসিয়েশনের নীতিমালা, বিধি ও উপধারার অধীনে শাখা সমূহ **গঠিত ও পরিচালিত হবে এবং শাখা সমূহ তাদের সকল কাজের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কউন্সিলের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। তবে শাখা পরিচালনায় আয়-ব্যয়ের বিষয়ে প্রত্যেক শাখা নিজ নিজ শাখার সদস্যদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।**

৩.২	বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন তাহার কোন শাখার ঋণ বা দায়ের জন্য কেন্দ্র বা অন্য কোন শাখা দায়ী থাকিবে না।	বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন তার কোন শাখার ঋণ বা দায়ের জন্য কেন্দ্র বা অন্য কোন শাখা দায়ী থাকবে না। কেন্দ্র কর্তৃক কোন শাখাকে কোনরূপ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হলে তা যে উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যয় করে কেন্দ্রকে হিসাব প্রদান করতে হবে।
৩.৩	ঢাকা মহানগরী শাখার কোন কার্যকরী পরিষদ থাকিবে না। ইহা সরাসরি কেন্দ্রের অধীনে থাকিবে।	বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল প্রশাসনিক জেলায় এসোসিয়েশনের একটি করে শাখা থাকবে যা সংশ্লিষ্ট জেলার নামে নামকরণ হবে এবং এই গঠনতন্ত্রের বিদ্যমান ধারা-উপধারা অনুযায়ী তা গঠিত ও পরিচালিত হবে। ঢাকা জেলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ-দোহার শাখা, নীলফামারী জেলার অন্তর্গত সৈয়দপুর শাখা ও মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত শ্রীমঙ্গল শাখা ব্যতীত নতুন করে কোন অবস্থায় একই প্রশাসনিক জেলায় একাধিক শাখা গঠন করা যাবে না। ঢাকা মহানগরী শাখার কোন কার্যকরী পরিষদ থাকবে না। ইহা সরাসরি কেন্দ্রের অধীনে থাকবে।
৪.	সদস্য পদের যোগ্যতা ঃ	সদস্য পদের যোগ্যতা ঃ
	কোন স্বীকৃত মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন ব্যক্তি, যিনি এল,এম,এফ সার্টিফিকেট বা এম,বি,বি,এস বা এম,বি বা এম,ডি বা এম,বি,সি,এইচ,বি ডিগ্রী যাহা বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক রেজিষ্ট্রি হইবার উপযুক্ত সেই শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেন, তিনি সদস্য পদের জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন। কোন বাংলাদেশের নাগরিক, বর্তমানে বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের অধীনে রেজিস্ট্রিযোগ্য নয়, এমন কোন বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডিগ্রী অর্জন করিলে, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের দ্বারা উক্ত ডিগ্রী অনুমোদন লাভ করিলে, তিনি সদস্য পদের জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন। সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্তি এসোসিয়েশনের নীতি ও বিধি সাপেক্ষ এবং সময় সময় গৃহীত উপধারা সমূহ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হইবে। কোন মেডিক্যাল ব্যক্তির সদস্য পদের যোগ্যতার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।	৪.১ কোন ব্যক্তি যদি কোন স্বীকৃত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পর্যায়ে এমবিবিএস বা অনুরূপ মেডিকেল ডিগ্রী অর্জন করেন এবং তা বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক স্থায়ীভাবে নিবন্ধিত হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় তাহলে, তিনি সদস্য পদের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। ৪.২ ইতোপূর্বে এল,এম,এফ সার্টিফিকেট বা এম,বি বা এম,বি,সি,এইচ,বি ডিগ্রীধারী যে সকল ব্যক্তি এসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন তারা এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন বলে বিবেচিত হবে।

৫.	সদস্য হইবার নিয়মাবলী ও শ্রেণী বিভাগ ঃ	সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী ও শ্রেণী বিভাগ ঃ
৫.১	সাধারণ সদস্য ঃ উপরোক্ত ৪ নং ধারা অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ তিনি যে স্থানে সাধারণ ভাবে বসবাস করেন, সে স্থানের বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের স্থানীয় শাখার সাধারণ সম্পাদকের এবং ঢাকা মহানগরীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মহাসচিবের নিকট এসোসিয়েশনের সদস্য পদের জন্য নির্ধারিত ফর্মে প্রয়োজনীয় পরিষদ কর্তৃক যাচাই ও সম্মতি প্রাপ্ত হইলেই তিনি এসোসিয়েশনের সাধারন সদস্য হিসাবে তালিকভুক্ত হইবেন। শাখা প্রয়োজনীয় রেকর্ড ও রেজিষ্ট্রেশন বাবদ কেন্দ্রীয় তহবিলের জন্য তাহার চাঁদার অংশসহ নতুন সদস্যের আবেদন পত্রের একটি কপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পেশ করিবে। যে কোন সদস্য কেবল একটি শাখার সদস্য হইতে পারিবেন। সদস্য হওয়ার যোগ্য চিকিৎসক সেখানে বাস করেন বা কর্মরত আছেন সেই জেলার সদস্য হবেন। বদলীয় কারণে সদস্য অন্যত্র গমন করিলে তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে সেই শাখার সদস্য পদ শূন্য হইবে এবং আবেদনের মাধ্যমে নতুন শাখায় সদস্য পদ লাভ করিবেন।	সাধারণ সদস্য ঃ উপরোক্ত ৪ নং ধারা অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এসোসিয়েশনের সদস্য পদের জন্য নির্ধারিত ফর্ম **পূরণ করে সাধারণ সদস্য পদের নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করে তিনি বাংলাদেশের যেই প্রশাসনিক জেলায়** সাধারণ ভাবে বসবাস করেন বা **কর্মরত আছেন**, সেই **প্রশাসনিক জেলায়** বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের স্থানীয় শাখার সাধারণ সম্পাদকের এবং ঢাকা মহানগরীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মহাসচিবের নিকট **সদস্য পদের জন্য আবেদন দাখিল করবেন। সংশ্লিষ্ট শাখার বা কেন্দ্র** কর্তৃক **আবেদন** যাচাই-**বাছাই হয়ে** ও **গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অনুমোদিত** হলেই তিনি এসোসিয়েশনের **সংশ্লিষ্ট শাখার** সাধারণ সদস্য হিসাবে তালিকভুক্ত হবেন। শাখা প্রয়োজনীয় রেকর্ড ও রেজিষ্ট্রেশন বাবদ কেন্দ্রীয় তহবিলের জন্য তার চাঁদার নির্দিষ্ট অংশসহ নতুন সদস্যের আবেদন পত্রের একটি কপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পেশ করবে। বদলী **বা অন্য যে কোন** কারণে সদস্য অন্যত্র গমন করলে **তার আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি যে শাখায় সদস্য** ছিলেন সেই শাখার সদস্য পদ শূন্য হবে **এবং পুনরায়** আবেদনের মাধ্যমে নতুন শাখার সদস্য পদ **গ্রহন** করবেন।
৫.২	সম্মানিত সদস্য ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞান ও পেশাগত ক্ষেত্রে উচ্চতর উৎকর্ষ অর্জনকারী ব্যক্তিবর্গ অথবা যাহারা মানবতা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়াছেন অথবা এসোসিয়েশনের কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন, তাহাদের নিম্নলিখিতভাবে এসোসিয়েশনের সম্মানিত সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করা যাইতে পারে।	সম্মানিত সদস্য ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞান ও পেশাগত ক্ষেত্রে উচ্চতর উৎকর্ষ অর্জনকারী ব্যক্তিবর্গ অথবা যারা মানবতা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন অথবা এসোসিয়েশনের কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, তাদের নিম্নলিখিতভাবে এসোসিয়েশনের সম্মানিত সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করা যেতে পারে।
	সম্মানিত সদস্যদের নাম ও যোগ্যতা, তাহার সম্মতিসহ এসোসিয়েশনের অনূন্য ২৫ জন সদস্য অথবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের ১০ জন সদস্যের দ্বারা প্রস্তাবিত হইতে হইবে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান করিলে তিনি নির্বাচিত হইবেন।	সম্মানিত সদস্যদের নাম ও যোগ্যতা, তার সম্মতিসহ এসোসিয়েশনের অনূ্যন ২৫ জন সদস্য অথবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের ১০ জন সদস্যের দ্বারা প্রস্তাবিত হতে হবে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান করলে তিনি নির্বাচিত হবেন।

৫.৩	আজীবন সদস্য ঃ কোন সদস্য যিনি গঠনতন্ত্রের ৪ নং ধারা অনুযায়ী সদস্য পদের দরখাস্তের সাথে এককালীন তিন হাজার টাকা প্রদান করে আজীবন সদস্য পদে অন্তর্ভূক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। এই বিধি ও পদ্ধতি সাধারণ সদস্যের অন্তর্ভূক্তির পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।	আজীবন সদস্য ঃ উপরোক্ত ৪ নং ধারা অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ **বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের স্থায়ী নিবন্ধনপত্র সহ** এসোসিয়েশনের সদস্য পদের জন্য নির্ধারিত ফর্ম **পূরণ ও আজীবন সদস্য পদের নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করে তিনি বাংলাদেশের যেই প্রশাসনিক জেলায়** সাধারণ ভাবে বসবাস করেন বা **কর্মরত আছেন**, সেই **প্রশাসনিক জেলায়** বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের স্থানীয় শাখার সাধারণ সম্পাদকের এবং ঢাকা মহানগরীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মহাসচিবের নিকট **সদস্য পদের জন্য আবেদন দাখিল করবেন**। **সংশ্লিষ্ট শাখার বা কেন্দ্রের** প্রয়োজনীয় পরিষদ কর্তৃক **আবেদন** যাচাই-**বাছাই হয়ে** ও **গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অনুমোদিত** হলেই তিনি এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য হিসাবে তালিকভুক্ত হবেন। শাখা প্রয়োজনীয় রেকর্ড ও রেজিষ্ট্রেশন বাবদ কেন্দ্রীয় তহবিলের জন্য তার চাঁদার অংশসহ নতুন সদস্যের আবেদন পত্রের একটি কপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পেশ করবে। চাকুরীর বদলীজনিত কারণে বা বাসস্থান পরিবর্তনের জন্যে কোন সদস্য অন্যত্র গমন করলে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে **বিদ্যমান** শাখার সদস্য পদ শূন্য হবে **এবং নতুন স্থানের সংশ্লিষ্ট** শাখায় সদস্য পদ **স্থানান্তরিত হবে**।
৫.৪	সহযোগী সদস্য ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত বিজ্ঞান সমূহ যথা কোন স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডেন্টাল, নার্সিং, পশু চিকিৎসা, প্রাণরসায়ন, ভেষজ বিজ্ঞানের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ব্যক্তিবর্গ ও মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানের ক্লিনিক্যাল ছাত্ররা আবেদনকৃত শাখার নির্বাহী কমিটির অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সহযোগী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হইতে পারিবেন। তাহারা পরবর্তীতে উল্লেখিত পরিমাণ বার্ষিক চাঁদা সহ এসোসিয়েশনের কোন শাখায় আবেদন করিলে, শাখার কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইতে পারিবেন।	
	তাহারা ভোট প্রদান ও এসোসিয়েশনের কোন পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ব্যতিরেকে সদস্য পদের অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করিবেন।	তারা ভোট প্রদান ও এসোসিয়েশনের কোন পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ব্যতিরেকে সদস্য পদের অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন।
৫.৫	সংশ্লিষ্ট সদস্য ঃ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সহিত সংশ্লিষ্ট (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) সংগঠন সমূহের সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট সদস্য হিসাবে স্বীকৃত হইবেন এবং পরস্পর স্বীকৃত সুবিধাদি ভোগ করিবেন।	সংশ্লিষ্ট সদস্য ঃ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সহিত সংশ্লিষ্ট (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) সংগঠন সমূহের সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট সদস্য হিসাবে স্বীকৃত হবেন এবং পরস্পর স্বীকৃত সুবিধাদি ভোগ করবেন।

৫.৬	কোন সদস্য একাধিক শাখার সদস্য হইতে পারিবেন না।	কোন সদস্য একাধিক শাখার সদস্য হতে পারবেন না। কেউ একাধিক শাখায় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হলে উভয় শাখার সদস্যপদই বাতিল বলে গন্য হবে। তিনি যেই এলাকায় বসবাস করেন বা কর্মরত আছেন আবেদনের মাধ্যমে কেবলমাত্র সেই এলাকার সংশ্লিষ্ট শাখার সদস্য হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। কোন চিকিৎসক সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলে এবং যথাযথ নিয়মে সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট শাখার সাধারণ সম্পাদক তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে।
৬.	সদস্যদের দায়িত্ব ও অধিকার সমূহ ঃ	সদস্যদের দায়িত্ব ও অধিকার সমূহ ঃ
৬.১	বাৎসরিক নিয়মিত চাঁদা প্রদান করিলে একজন সদস্য এসোসিয়েশনের সেই বৎসরের প্রকাশিত জার্নাল ও পত্রিকা এবং এসোসিয়েশনের সদস্যপদের সকল সুযোগ সুবিধাদি ভোগ করিবেন।	নিয়মিত বার্ষিক চাঁদা প্রদান করলে একজন সদস্য এসোসিয়েশনের সেই বছরের প্রকাশিত জার্নাল ও পত্রিকা এবং এসোসিয়েশনের সদস্যপদের সকল সুযোগ সুবিধাদি ভোগ করবেন।
৬.২	প্রতিটি সদস্যকে বিনামূল্যে অথবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল দ্বারা নির্ধারিত মূল্যে এসোসিয়েশনের প্রকাশনা সমূহ সরবরাহ করিতে হইবে।	প্রতিটি সদস্যকে বিনামূল্যে অথবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল দ্বারা নির্ধারিত মূল্যে এসোসিয়েশনের প্রকাশনা সমূহ সরবরাহ করতে হবে।
৬.৩	প্রতিটি সদস্যের এসোসিয়েশনের পাঠকক্ষ ও লাইব্রেরী ব্যবহার করিবার অধিকার থাকিবে।	প্রতিটি সদস্যের এসোসিয়েশনের পাঠকক্ষ ও লাইব্রেরী ব্যবহার করার অধিকার থাকবে।
৬.৪	প্রতিটি সদস্যের, তিনি যে শাখার সদস্য, সেই শাখা কর্তৃক নির্ধারিত উপধারা অনুযায়ী স্বীকৃত ও আয়োজিত সকল সাধারণ ও ক্লিনিক্যাল সভা, বক্তৃতামালা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহন করিবার অধিকার থাকিবে।	প্রতিটি সদস্যের, তিনি যে শাখার সদস্য, সেই শাখা কর্তৃক নির্ধারিত উপধারা অনুযায়ী স্বীকৃত ও আয়োজিত সকল সাধারণ ও ক্লিনিক্যাল সভা, বক্তৃতামালা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহন করার অধিকার থাকবে।
৬.৫	সহযোগী সদস্য ও সম্মানিত সদস্য ব্যতিরেকে প্রতিটি সদস্যের উপধারা সমূহে বর্ণিত উপায়ে, উপস্থিত থাকিলে, এসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদের যে কোন সভায় পেশকৃত সকল প্রস্তাবের উপর ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।	সহযোগী সদস্য ও সম্মানিত সদস্য ব্যতিরেকে প্রত্যেক সদস্যের উপধারা সমূহে বর্ণিত উপায়ে, উপস্থিত থাকলে, এসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদের যে কোন সভায় পেশকৃত সকল প্রস্তাবের উপর ভোট প্রদানের অধিকার থাকবে।
৬.৬	প্রতিটি সদস্যের উপধারা সমূহে বর্ণিত বিধি কিংবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি পদ্ধতি অনুযায়ী এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত চিকিৎসা	প্রত্যেক সদস্যের উপধারা সমূহে বর্ণিত বিধি কিংবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি পদ্ধতি অনুযায়ী এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত চিকিৎসা সম্মেলন, কনভেনশন, ও সেমিনার সমূহে যোগদান করার অধিকার থাকবে।

	সম্মেলন, কনভেনশন, ও সেমিনার সমূহে যোগদান করিবার অধিকার থাকিবে।	
৬.৭	যদি তিনি অন্য সকল ভাবে কোন পদ/কাজের জন্য উপযুক্ত হন এবং তাহার চলতি নির্ধারিত বছরের সদস্য পদে চাঁদা দেওয়া থাকে, তাহা হইলে সকল সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্য এসোসিয়েশনের পদের জন্য সকল নির্বাচনে ভোট প্রদান ও প্রার্থী হইবার অধিকারী হইবেন।	যদি তিনি অন্য সকল ভাবে কোন পদ/কাজের জন্য উপযুক্ত হন এবং তার চলতি নির্ধারিত বছরের সদস্য পদে চাঁদা দেওয়া থাকে, তাহলে সকল সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্য এসোসিয়েশনের পদের জন্য সকল নির্বাচনে ভোট প্রদান ও প্রার্থী হওয়ার অধিকারী হবেন।
৬.৮	এসোসিয়েশনের সদস্য যে কোন ট্রাস্টের অথবা অনুরুপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ার অধিকার রাখিবেন (ট্রাস্ট অথবা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী)।	এসোসিয়েশনের সদস্য যে কোন ট্রাস্টের অথবা অনুরুপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ার অধিকার রাখবেন (ট্রাস্ট অথবা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী)।
৬.৯	প্রত্যেক আজীবন সদস্য ও সাধারণ সদস্য পরিচয় পত্র সংগ্রহের অধিকার রাখিবেন। (যাহা ভোটাধিকারের সময় প্রযোজ্য হইবে)।	প্রত্যেক আজীবন সদস্য ও সাধারণ সদস্য পরিচয় পত্র সংগ্রহের অধিকার রাখবেন। (যা ভোটাধিকারের সময় প্রযোজ্য হবে)।
৭.	সদস্য পদের মেয়াদ ঃ	সদস্যপদের মেয়াদ ঃ
	পরবর্তীতে বর্ণিত বিধি অনুযায়ী, সদস্য পদ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত একজন সদস্যের সদস্য পদ বহাল থাকবে।	পরবর্তীতে বর্ণিত বিধি অনুযায়ী, সদস্য পদ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত একজন সদস্যের সদস্য পদ বহাল থাকবে। সাধারণ সদস্য পদের মেয়াদ হবে সদস্যপদ প্রাপ্তির তারিখ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর। তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ামাত্র সদস্যপদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং পুনরায় আবেদনের মাধ্যমে সদস্য পদ গ্রহন করতে হবে।
৮.	সদস্যপদ বাতিলকরণ ঃ	সদস্যপদ বাতিলকরণ ঃ
	নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সদস্য পদ বাতিল করা যাইতে পারে ঃ	নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সদস্য পদ বাতিল করা যেতে পারে ঃ
৮.১	পদত্যাগ কিংবা উপধারা কর্তৃক বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদান (পরবর্তী ধারার বিধান সাপেক্ষে)।	পদত্যাগ কিংবা উপধারা কর্তৃক বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদান (পরবর্তী ধারার বিধান সাপেক্ষে)।
৮.২	স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপধারায় বর্ণিত পূর্বে উল্লেখিত এসোসিয়েশনের চাঁদা প্রদানের ব্যর্থতার দ্বারা।	স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপধারায় বর্ণিত পূর্বে উল্লেখিত এসোসিয়েশনের চাঁদা প্রদানের ব্যর্থতার দ্বারা।

৮.৩	সদস্যপদ বাতিল করণ (পরবর্তী ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী তদন্তের পর) কোন সদস্যের আচরণ চিকিৎসা পেশা বা এসোসিয়েশনের মর্যাদা ও স্বার্থের প্রতি হানিকর অথবা পেশার প্রতি অবমাননাকর বিবেচিত হইলে কিংবা কোন সদস্য ইচ্ছাকৃত ও ক্রমাগতভাবে এসোসিয়েশনের বিধানসমূহ মান্য করিতে অস্বীকার করিলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিকট আপিল করিবার অধিকার সংরক্ষণ করিয়া তাহার সদস্য পদ বাতিল করা যাইতে পারে।	সদস্যপদ বাতিল করণ (পরবর্তী ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী তদন্তের পর) কোন সদস্যের আচরণ চিকিৎসা পেশা বা এসোসিয়েশনের মর্যাদা ও স্বার্থের প্রতি হানিকর অথবা পেশার প্রতি অবমাননাকর বিবেচিত হলে কিংবা কোন সদস্য ইচ্ছাকৃত ও ক্রমাগতভাবে এসোসিয়েশনের বিধানসমূহ মান্য করতে অস্বীকার করলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিকট আপিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে তার সদস্য পদ বাতিল করা যেতে পারে।
৮.৪	একাধিক শাখার সদস্য হইলে তাহার সকল শাখার সদস্য পদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।	একাধিক শাখার সদস্য হলে তার সকল শাখার সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে।
৯.	**অবাঞ্ছিত আচরনের জন্য অপসারণ (তদন্তের পদ্ধতি) ঃ**	**অবাঞ্ছিত আচরনের জন্য অপসারণ (তদন্তের পদ্ধতি) ঃ**
৯.১	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কিংবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি কর্তৃক যথাযথ তদন্তে কোন সদস্যের আচরণ উপরোক্ত ৮.৩ ধারায় তাহার সদস্য পদ বাতিলের উপযুক্ত বিবেচনা করিলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক যে কোন সদস্যের এসোসিয়েশনের সদস্যপদ বাতিলের অধিকার রহিয়াছে। তদন্তের সময় পরবর্তীতে সনিবিষ্ট পদ্ধতিতে অন্ততঃপক্ষে ১৪ দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া অভিযুক্ত সদস্যকে পত্র মারফত বা উপস্থিত হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নির্দিষ্ট সময় ও তারিখ জানাইতে হইবে। যে সদস্যকে বহিস্কার করা হইবে, সংশ্লিষ্ট শাখা তাহার সম্বন্ধে সকল তথ্য পরিবেশন করিবে।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কিংবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি কর্তৃক যথাযথ তদন্তে কোন সদস্যের আচরণ উপরোক্ত ৮.৩ ধারায় তার সদস্য পদ বাতিলের উপযুক্ত বিবেচনা করলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক যে কোন সদস্যের এসোসিয়েশনের সদস্যপদ বাতিলের অধিকার রয়েছে। তদন্তের সময় পরবর্তীতে সনিবিষ্ট পদ্ধতিতে অন্ততঃপক্ষে ১৪ দিনের নোটিশ প্রদান করে অভিযুক্ত সদস্যকে পত্র মারফত বা উপস্থিত হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নির্দিষ্ট সময় ও তারিখ জানাতে হবে। যে সদস্যকে বহিস্কার করা হবে, সংশ্লিষ্ট শাখা তাহার সম্বন্ধে সকল তথ্য পরিবেশন করবে।
৯.২	এই ধারার ৯.১ উপধারা প্রয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে প্রস্তাবের পক্ষে উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হইবে।	এই ধারার ৯.১ উপধারা প্রয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে প্রস্তাবের পক্ষে উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হবে।
৯.৩	বহিস্কৃত সদস্য, তার বহিস্কারের সময় তিনি যে শাখার সদস্য ছিলেন সেই শাখার প্রাপ্য সকল পাওনা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।	বহিস্কৃত সদস্য, তার বহিস্কারের সময় তিনি যে শাখার সদস্য ছিলেন সেই শাখার প্রাপ্য সকল পাওনা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।
৯.৪	কোন সদস্য যাহার আচরণ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, শাখা কার্যকরী পরিষদ অথবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অথবা শাখা কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কোন কমিটির নিকট তদন্তাধীন রহিয়াছে তিনি যতক্ষন পর্যন্ত না এই তদন্ত হইতেছে এবং সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত পদত্যাগ করিতে পারিবেন না।	কোন সদস্য যার আচরণ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, শাখা কার্যকরী পরিষদ অথবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অথবা শাখা কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কোন কমিটির নিকট তদন্তাধীন রয়েছে তিনি যতক্ষন পর্যন্ত না এই তদন্ত হচ্ছে এবং সিদ্ধান্ত ঘোষিত হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত পদত্যাগ করতে পারবেন না।

১০.	পুনরায় সদস্য পদ লাভের যোগ্যতা ঃ	পুনরায় সদস্য পদ লাভের যোগ্যতা ঃ
	পদত্যাগের কারণে বা চাঁদা না প্রদান করার জন্য কোন সদস্যের সদস্যপদ রহিত হইলে তাহার সদস্যপদ রহিতের তারিখ হইতে প্রাপ্য পাওনা পরিশোধ সহ নতুন আবেদনপত্রের ভিত্তিতে তাহাকে পুনরায় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা যাইবে। তবে, সংশ্লিষ্ট শাখার সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সেই সদস্যদের নিকট হইতে প্রাপ্য পাওনা সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ মওকুফ করিতে পারে। ৮.৩ ধারা অনুযায়ী কোন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল ঘোষিত হইলে, সদস্যপদ বাতিলের দুই বৎসর বা অধিককাল অতিক্রান্ত হইবার পর সত্যায়ন করিয়া ১০ জন এসোসিয়েশনের সদস্যের সমর্থন সহ পুনরায় সদস্যপদের জন্য দরখাস্ত প্রদান করিলে তাহাকে পুনরায় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা যাইবে। অথবা এই ধারার অধীনে যে সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন তিনি লিখিত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা ও শাখার সুপারিশসহ আবেদন করিলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিকট গ্রহনযোগ্য হইলে দুই বৎসরের পূর্বে তাহাকে পুনরায় সদস্যপদ প্রদান করা যাইতে পারে।	পদত্যাগের কারণে বা চাঁদা না প্রদান করার জন্য কোন সদস্যের সদস্যপদ রহিত হলে তাহার সদস্যপদ রহিতের তারিখ থেকে প্রাপ্য পাওনা পরিশোধ সহ নতুন আবেদনপত্রের ভিত্তিতে তাকে পুনরায় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে। তবে, সংশ্লিষ্ট শাখার সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সেই সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্য পাওনা সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ মওকুফ করতে পারে। ৮.৩ ধারা অনুযায়ী কোন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল ঘোষিত হলে, সদস্যপদ বাতিলের দুই বছর বা অধিককাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর সত্যায়ন করে ১০ জন এসোসিয়েশনের সদস্যের সমর্থন সহ পুনরায় সদস্যপদের জন্য দরখাস্ত প্রদান করিলে তাকে পুনরায় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে। অথবা এই ধারার অধীনে যে সদস্য পদত্যাগ করেছেন তিনি লিখিত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা ও শাখার সুপারিশসহ আবেদন করলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিকট গ্রহনযোগ্য হলে দুই বছরের পূর্বে তাকে পুনরায় সদস্যপদ প্রদান করা যেতে পারে।
১১.	চাঁদা ঃ	চাঁদা ঃ
১১.১	উপধারা অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য উপধারায় সেই সময়ের জন্য নির্ধারিত অর্থের চাঁদা এসোসিয়েশনের নিকট প্রদান করিবে। এই চাঁদা প্রতি বৎসর সদস্যপদ নবায়নের জন্য প্রদান করিতে হইবে তবে একসাথে একাধিক বৎসরেরও চাঁদা পরিশোধ করা যাইবে। এই চাঁদা প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারীর পূর্বে অগ্রিম হিসাবে অথবা নতুন সদস্যের জন্য তাহার সদস্যভূক্তির সময় প্রদান করিতে হইবে।	উপধারা অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য উপধারায় সেই সময়ের জন্য নির্ধারিত অর্থের চাঁদা এসোসিয়েশনের নিকট প্রদান করবে। এই চাঁদা **ত্রি-বার্ষিক** সদস্যপদ নবায়নের জন্য প্রদান করতে হবে । (ক) সাধারণ সদস্য অর্ন্তভূক্তি বা নবায়ন বাবদ ত্রি-বার্ষিক চাঁদা হার ৬০০.০০ (ছয়শত) টাকা। এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা ৫০ শতাংশ ও কেন্দ্র ৫০শতাংশ হারে প্রাপ্য হবে। (খ) আজীবন সদস্য অর্ন্তভূক্তি বাবদ এককালীন চাঁদা হার **৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার)** টাকা। এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা **৬০ শতাংশ ও কেন্দ্র ৪০শতাংশ** হারে প্রাপ্য হবে।

১১.২	প্রতিটি শাখা, উপধারা মোতাবেক প্রতিটি সদস্যের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলের অংশ প্রদান করিবে।	
১২.	এসোসিয়েশন বর্ষ ঃ	এসোসিয়েশন বর্ষ ঃ
	আর্থিক ব্যাপারে এসোসিয়েশন ও তার বিভাগ সমূহের বর্ষকাল ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গণনা করা হইবে।	আর্থিক বিষয়ে এসোসিয়েশন ও তার বিভাগ সমূহের বর্ষকাল ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গণনা করা হবে।
১৩.	এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনা ঃ	এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনা ঃ
১৩.১	সাধারন পরিষদ ঃ এসোসিয়েশনের সর্ব্বোচ্চ সংস্থা সাধারণ পরিষদের উপর এসোসিয়েশনের নীতি সমূহ নির্ধারনের দায়িত্ব থাকিবে। ইহা এসোসিয়েশনের সদস্যদের সমবায়ে গঠিত হইবে। ইহা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে সাধারণভাবে বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত হইবে। সময় সময় প্রয়োজন বোধে, সভাপতি বা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে উপধারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গণভোটের মাধ্যমে সাধারণ পরিষদের মতামত গ্রহণ করা যাইতে পারে।	সাধারণ পরিষদ ঃ সাধারণ পরিষদ হবে এসোসিয়েশনের সর্ব্বোচ্চ স্তর। সাধারণ পরিষদের উপর এসোসিয়েশনের নীতি সমূহ নির্ধারনের দায়িত্ব থাকবে। সাধারণ পরিষদ এসোসিয়েশনের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে সাধারণভাবে বছরে একবার সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।
১৩.২	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ঃ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি ও ধারা, উপধারা সমূহ অনুযায়ী এসোসিয়েশনের সাধারণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করিবেন। সাধারন পরিষদের গৃহীত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন করা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের দায়িত্ব। ইহা সাধারণভাবে প্রতি তিন মাস অন্তর বৈঠকে বসিবে। নিম্ন বর্ণিতভাবে গঠিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের উপর এসোসিয়েশনের নিয়ন্ত্রন ও ব্যবস্থাপনা বর্তাইবে।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ঃ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি ও ধারা, উপধারা সমূহ অনুযায়ী এসোসিয়েশনের সাধারণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবেন। সাধারণ পরিষদের গৃহীত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন করা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল তার কাজের জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সাধারণভাবে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বৈঠকে মিলিত হবে। প্রতি ০৩ (তিন) বছর অন্তর অন্তর নিম্ন বর্ণিতভাবে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল গঠিত হবে।
১৩.২.১	এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাবৃন্দ ঃ	১৩.২.১ এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সকল কর্মকর্তা ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্যবৃন্দ ।
	সভাপতি ঃ একজন	

	সহ-সভপতি ঃ ঢাকা মহানগরীর জন্য একজন এবং বাংলাদেশের প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগের জন্য একজন করিয়া।	
	মহাসচিব ঃ একজন, ঢাকা মহানগরীতে বসবাসকারী।	
	কোষাধ্যক্ষ ঃ একজন, ঢাকা মহানগরীতে বসবাসকারী।	
	যুগ্ম মহাসচিব ঃ একজন।	
	সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ একজন।	
	বিভাগীয় সম্পাদক ঃ ৭ (সাত) জন।	
	১. বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক ১জন	
	২. দপ্তর সম্পাদক ১জন	
	৩. প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক ১জন	
	৪. সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ১জন	
	৫. সংস্কৃতি ও আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক ১জন	
	৬. গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক ১জন	
	৭. আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ১জন	
১৩.২.২	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ।	
১৩.২.৩	প্রতিটি শাখা হইতে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য (শাখায় ১০০ জন বা অংশ বিশেষের জন্য একজন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য। শাখা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য হইবেন।)	১৩.২.২ প্রতিটি শাখার মোট সদস্য সংখ্যার আনুপাতিক হারে {প্রতি ৫০০ (পাঁচশত) জন বা অংশ বিশেষের জন্য ০১ (এক) জন করে।} সংশ্লিষ্ট শাখার সদস্যদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ। প্রত্যেক শাখার কার্যকরী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ ।
	শাখা হইতে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা নির্ধারনের সময় কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে যে সকল সদস্যের চাঁদার কেন্দ্রীয় তহবিলের নির্ধারিত অংশ প্রদান করা হইয়াছে, সদস্য সংখ্যা রেজিষ্ট্রার রক্ষিত তাহাদের সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ণয় করা হইবে।	শাখা হতে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা নির্ধারনের সময় কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে যে সকল সদস্যের চাঁদার কেন্দ্রীয় তহবিলের নির্ধারিত অংশ প্রদান করা হয়েছে, সদস্য সংখ্যা রেজিষ্ট্রার রক্ষিত তাদের সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ণয় করা হবে।
১৪.	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ঃ	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ঃ

	সংগঠনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর অন্তর কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ নির্বাচন হইবে।	এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি ও ধারা, উপধারা সমূহ অনুযায়ী এসোসিয়েশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ। সাধারণ পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন করা কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ তার কাজের জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও সাধারণ পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। ইহা সাধারণভাবে প্রতি মাসে একবার করিয়া বৈঠকে মিলিত হবে। প্রতি ০৩ (তিন) বছর অন্তর অন্তর নিম্ন বর্ণিতভাবে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ গঠিত হবে।
	১৩.২.১ ও ১৩.২.২ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা গঠিত হইবে।	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ গঠনঃ এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি, ধারা ও উপধারা সমূহ অনুযায়ী এসোসিয়েশনের সদস্যদের সরাসরি ভোটে প্রতি ০৩ (তিন) বছর অন্তর অন্তর কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ গঠিত হবে। এসেসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হইবেন।
১৪.১	এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ঃ	এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ঃ
	সভাপতি ঃ একজন	সভাপতি ঃ ০১ (এক) জন
	সহ-সভপতি ঃ ঢাকা মহানগরীর জন্য একজন এবং বাংলাদেশের প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগের জন্য একজন করিয়া।	সহ-সভপতি ঃ ঢাকা মহানগরীর জন্য ০১ (এক) জন এবং বাংলাদেশের প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগের জন্য ০১ (এক) জন করে।
	মহাসচিব ঃ একজন, ঢাকা মহানগরীতে বসবাসকারী।	মহাসচিব ঃ ০১ (এক) জন
	কোষাধ্যক্ষ ঃ একজন, ঢাকা মহানগরীতে বসবাসকারী।	কোষাধ্যক্ষ ঃ ০১ (এক) জন
	যুগ্ম মহাসচিব ঃ একজন।	যুগ্ম মহাসচিব ঃ ০১ (এক) জন
	সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ একজন।	সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ ০১ (এক) জন
	বিভাগীয় সম্পাদক ঃ ৭ (সাত) জন।	
	১. বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক ১জন	বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক ০১ (এক) জন
	২. দপ্তর সম্পাদক ১জন	দপ্তর সম্পাদক ০১ (এক) জন
	৩. প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক ১জন	প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক ০১ (এক) জন
	৪. সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ১জন	সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ০১ (এক) জন
	৫. সংস্কৃতি ও আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক ১জন	সংস্কৃতি ও আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক ০১ (এক) জন

	৬. গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক ১জন	গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক ০১ (এক) জন
	৭. আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ১জন	আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ০১ (এক) জন
		বেসরকারী স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সম্পাদক ০১ (এক) জন
		সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগের জন্য ০১ (এক) জন করে।
১৪.২	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য (নির্বাচিত) ঃ ২১ জন।	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য (**সরাসরি ভোটে** নির্বাচিত) ঃ ২১ জন।
১৪.৩	পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ঃ	পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ঃ
১৪.৩.১	অব্যবহিত সাবেক সভাপতি	অব্যবহিত সাবেক সভাপতি
১৪.৩.২	অব্যবহিত সাবেক মহাসচিব	অব্যবহিত সাবেক মহাসচিব
১৪.৩.৩	জার্নালের সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি।	বাংলাদেশ মেডিক্যাল জার্নালের সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি।
১৪.৪	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভায় কেন্দ্রীয় পরিষদের কো-অপ্টেড সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের কো-অপ্টেড সদস্য সংখ্যা হইবে ছয়জন এবং অব্যবহিত সাবেক সভাপতি এবং মহাসচিব পুনরায় নির্বাচিত হইলে তাহাদের স্থলে আরও দুইজন।	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভায় কেন্দ্রীয় **কার্যকরী** পরিষদের কো-অপ্টেড সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের কো-অপ্টেড সদস্য সংখ্যা হবে ০৬ (ছয়) জন এবং অব্যবহিত সাবেক সভাপতি এবং মহাসচিব পুনরায় নির্বাচিত হলে তাহাদের স্থলে আরও ০২ (দুই) জন।
১৫.	নোটিশ ঃ	নোটিশ ঃ
১৫.১	এসোসিয়েশন কর্তৃক কোন সদস্যের নিকট কোন বিজ্ঞপ্তি ব্যক্তিগত ভাবে অথবা সদস্যপদ রেজিষ্ট্রারে উল্লেখিত তাহার সর্বশেষ ঠিকানায় পূর্ব মূল্য পদত্ত চিঠি ডাকযোগে প্রদান করিয়া কিংবা সেই বিজ্ঞপ্তি জার্নাল অথবা খবরের কাগজে প্রকাশ এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত জার্নাল বা খবরের কাগজের কপি উল্লেখিত ঠিকানায় পূর্ব মূল্য প্রদান করিয়া চিঠি হিসাবে ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া নোটিশ প্রদান করা যাইবে।	এসোসিয়েশন কর্তৃক কোন সদস্যের নিকট কোন বিজ্ঞপ্তি **এসোসিয়েশনের দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে** বা ব্যক্তিগতভাবে অথবা সদস্যপদ রেজিষ্ট্রারে উল্লেখিত তার সর্বশেষ ঠিকানায় পূর্ব মূল্য পদত্ত চিঠি ডাকযোগে **বা ব্যক্তিগত ইমেইলে** প্রদান করে কিংবা সেই বিজ্ঞপ্তি এসোসিয়েশনের জার্নাল অথবা সাময়িকীতে প্রকাশ এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত জার্নাল বা সাময়িকীর কপি উল্লেখিত ঠিকানায় পূর্ব মূল্য প্রদান করে চিঠি হিসাবে ডাকযোগে বা ব্যক্তিগত ইমেইলে প্রেরণ করে বা **এসোসিয়েশনের দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করে** নোটিশ প্রদান করা যাবে।
১৫.২	এসোসিয়েশন কর্তৃক কোন শাখার সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের নিকট উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইবে।	এসোসিয়েশন কর্তৃক কোন শাখার সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের নিকট উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাবে।

১৫.৩	কোন নোটিশ বা নোটিশ মুদ্রিত জার্নাল/খবরের কাগজের কপি ডাকযোগে প্রেরণ করিলে তাহা যথাযথভাবে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই কাজ করিলে চিঠি কিংবা নোটিশ মুদ্রিত জার্নাল/খবরের কাগজের কপি যথাযথভাবে ঠিকানায় প্রেরিত ও পোষ্ট অফিসে প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।	কোন নোটিশ বা নোটিশ মুদ্রিত জার্নাল/খবরের কাগজের কপি ডাকযোগে প্রেরণ করলে তা যথাযথভাবে প্রদত্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং এই কাজ করলে চিঠি কিংবা নোটিশ মুদ্রিত জার্নাল/খবরের কাগজের কপি যথাযথভাবে ঠিকানায় প্রেরিত ও পোষ্ট অফিসে প্রদান করা হয়েছে বলিয়া গণ্য হবে।
১৬.	কার্য বিবরনীর বৈধতা ঃ	কার্য বিবরনীর বৈধতা ঃ
১৬.১	সাধারণ অধিবেশন, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল বা বিধি ও উপধারার অধীনে গঠিত উপ-পরিষদ বা সংস্থার কিংবা শাখার কার্যবিবরণীতে অসাবধানতাবশতঃ ভ্রান্তির ফলে ইহা অবৈধ হইয়া শূন্যতা বা সদস্যদের শূন্য পদ কিংবা সদস্যদের যোগ্যতা বা নির্বাচনে ত্রুটি ঘটিবে না।	সাধারণ অধিবেশন, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল বা বিধি ও উপধারার অধীনে গঠিত উপ-পরিষদ বা সংস্থার কিংবা শাখার কার্যবিবরণীতে অসাবধানতাবশতঃ ভ্রান্তির ফলে তা অবৈধ হয়ে শূন্যতা বা সদস্যদের শূন্য পদ কিংবা সদস্যদের যোগ্যতা বা নির্বাচনে ত্রুটি ঘটবে না।
১৬.২	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল বা কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদ কর্তৃক সেই কাজে নিযুক্ত হইলে এসোসিয়েশনের প্রয়োজনে ধারা, বিধি বা উপধারার অধীনে কোন কর্মকর্তা এবং সদস্য বা সদস্যগণ সেই কাজ করিতে পারিবেন।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল বা কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক কোন কাজের জন্য নিযুক্ত হলে এসোসিয়েশনের প্রয়োজনে ধারা, বিধি বা উপধারার অধীনে কোন কর্মকর্তা এবং সদস্য বা সদস্যগণ সে কাজ করতে পারবেন।
১৭.	বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলন ঃ	বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলন ঃ
	এসোসিয়েশনের আয়োজনে প্রতি বছর অথবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলন সংগঠিত হইবে। এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনের স্থান ও সময় স্থির করিবে।	এসোসিয়েশনের আয়োজনে প্রতি বছর অথবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলন সংগঠিত হবে। এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনের স্থান ও সময় স্থির করবে।
১৮.	আনুষ্ঠানিকভাবে সংশ্লিষ্ট ঃ	আনুষ্ঠানিকভাবে সংশ্লিষ্ট ঃ
১৮.১	সংগঠনের লক্ষ্য সমূহ অগ্রসর করিবার স্বার্থে বাংলাদেশের ভিতরে কিংবা বাহিরে প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন, সোসাইটি অথবা বৈজ্ঞানিক সংগঠন সমূহের সহিত পারস্পরিক ভাবে সম্মত শর্তে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সংশ্লিষ্ট হইবার বা করিবার অধিকার থাকিবে।	সংগঠনের লক্ষ্য সমূহ অগ্রসর করার স্বার্থে বাংলাদেশের ভিতরে কিংবা বাহিরে প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন, সোসাইটি অথবা বৈজ্ঞানিক সংগঠন সমূহের সাথে পারস্পরিকভাবে সম্মত শর্তে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার বা করার অধিকার থাকবে।
১৮.২	সংশ্লিষ্ট সংগঠন সমূহের সদস্যবৃন্দ পরস্পরে সম্মত সুযোগ সুবিধাদি ভোগ করিবেন।	সংশ্লিষ্ট সংগঠন সমূহের সদস্যবৃন্দ পরস্পরে সম্মত সুযোগ সুবিধাদি ভোগ করবেন।

১৮.৩	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে উভয় পক্ষকে যথাযথ নোটিশ প্রদানের পর এই ধরনের সংশ্লিষ্ট হইবার সিদ্ধান্ত বাতিল করা যাইবে।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে উভয় পক্ষকে যথাযথ নোটিশ প্রদানের পর এ ধরনের সংশ্লিষ্ট হওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করা যাবে।
১৯.	স্মারকলিপি, ধারা উপ-ধারা সংশোধন, পরিবর্তন ও বাতিল করা ঃ	স্মারকলিপি, ধারা উপ-ধারা সংশোধন, পরিবর্তন ও বাতিল করা ঃ
১৯.১	সংগঠনের স্মারকলিপি, ধারা উপধারা সমূহ পরিবর্তনের প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক সাধারণ সভার অন্ততঃপক্ষে ২মাস পূর্বে পৌছাইতে হইবে। প্রস্তাবিত বার্ষিক সাধারণ সভার অন্ততঃপক্ষে ৬ সপ্তাহ পূর্বে এই সকল প্রস্তাব সকল শাখা ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যদের নিকট মতামতের জন্য সরবারাহ করিতে হইবে। এই সকল মতামত মহাসচিবের নিকট সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার ৪ (চার) সপ্তাহ পূর্বে পৌছাতেই হইবে।	গঠনতন্ত্র সংশোধনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ একটি কমিটি গঠন করবেন। এসোসিয়েশনের মহাসচিব সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার অন্ততঃপক্ষে ৭৫ (পঁচাত্তর) দিন পূর্বে গঠনতন্ত্র সংশোধনী বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন যা এসোসিয়েশনের শাখার মাধ্যমে সদস্যদের নিকট পৌঁছাবে। গঠনতন্ত্র সংশোধন সম্পর্কে কোন সদস্যের কোন সংশোধনী থাকলে বা নতুন কোন প্রস্তাব থাকলে তা উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫দিনের মধ্যে এসোসিয়েশনের মহাসচিব বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। গঠনতন্ত্রের যে কোন সংশোধনীর জন্য সদস্যদের প্রেরিত প্রস্তাব সমূহ গঠিত কমিটি একত্রিকরণ করে একটি সুপারিশ প্রণয়ন করবেন। উক্ত সুপারিশ সমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভায় উক্ত সুপারিশ অনুমোদিত হলে তা বার্ষিক সাধারণ সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য এসোসিয়েশনের প্রস্তাবিত বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করা হবে। বার্ষিক সাধারণ সভা
	এ প্রস্তাব ও সদস্যদের মতামত সাধারন পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সভায় বিবেচিত হইবে।	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সভায় গৃহীত সংশোধনী সমূহ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সভায় প্রাথমিক অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক তা অনুমোদিত হতে হবে।
	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য "মূল প্রস্তাব" ও সদস্যদের মতামত এবং প্রস্তাবের উপর কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের মতামত সিদ্ধান্তের জন্য সাধারণ পরিষদে পেশ করিবে। সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্য যদি এই সকল সংশোধনীর পক্ষে ভোট প্রদান করেন তবে ইহারা গৃহীত বলিয়া গন্য হইবে।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভায় গৃহীত সংশোধনী সমূহ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের মতামতের জন্য প্রস্তাব আকারে পেশ করতে হবে। সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্য যদি এই সকল সংশোধনী বা প্রস্তাবনার পক্ষে ভোট প্রদান করেন তবে তা গৃহীত বলে গণ্য হবে।

১৯.২	উপধারা সমূহের সংশোধনের প্রস্তাব সাধারণ ভাবে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সভায় বিবেচিত হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনী সঠিক শব্দাবলীসহ এই সভার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পৌছাইতে হইবে। সভার দুই মাস পূর্বে এই সকল প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যদের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা গৃহীত হইলে এই প্রস্তাব অবিলম্বে কার্য্যকর হইবে।	
২০.	কেন্দ্র/শাখা সমূহে নির্বাচনী বিরোধ ঃ	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ও শাখা কার্যকরী পরিষদ সমূহে নির্বাচনী বিরোধ ঃ
২০.১	এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সাধারণভাবে দুই বৎসর অন্তর সাধারণ ও আজীবন সদস্যদের প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটে নির্বাচিত হইবে। ইহা নির্বাচন কমিশন দ্বারা পরিচালিত হইবে।	
২০.২	কেন্দ্রে নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ উপস্থিত হইলে রায় দেওয়ার জন্য একটি নির্বাচন ট্রাইবুনাল গঠিত হইবে। ট্রাইবুনালে অন্তর্ভূক্ত থাকিবেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি, অব্যবহিত প্রাক্তন সভাপতি ও অব্যবহিত প্রাক্তন মহাসচিব। শাখা বা শাখা সমূহের নির্বাচন বিরোধে শাখার সভাপতি, শাখার অব্যবহিত প্রাক্তন সভাপতি এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মহসচিব সমন্বয়ে নির্বাচনী ট্রাইবুনাল গঠিত হইবে। যে কোন নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রদানের এক মাসের মধ্যে আনয়ন করতে হইবে।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ উপস্থিত হলে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি “ কেন্দ্রীয় নির্বাচনী ট্রাইবুনাল” গঠিত হবে। ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচনী বিরোধ ট্রাইবুনালের আহবায়ক নিযুক্ত হবেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সদস্য নিযুক্ত হবেন এসোসিয়েশনের অব্যবহিত প্রাক্তন সভাপতি ও অব্যবহিত প্রাক্তন মহাসচিব। শাখা কার্যকরী পরিষদ বা শাখা সমূহের নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি “ শাখা নির্বাচনী ট্রাইবুনাল” গঠিত হবে। ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচনী ট্রাইবুনালের আহবায়ক নিযুক্ত হবেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মহাসচিব ও সদস্য নিযুক্ত হবেন শাখা কার্যকরী পরিষদের সভাপতি ও শাখার অব্যবহিত প্রাক্তন সভাপতি। যে কোন নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রদানের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে এসোসিয়েশনের সভাপতি বরাবরে উপস্থাপন করতে হবে। সকল নির্বাচনী বিরোধের ক্ষেত্রে ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২০.৩	যদি ট্রাইবুনালের কোন সদস্য কোন ভাবে বিরোধের সাথে জড়িত থাকেন তবে, তিনি ট্রাইবুনালের সদস্য হইতে পারিবেন না। তাঁর স্থান কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের একজন সদস্য দ্বারা পূরণ করা হইবে। যদি ট্রাইবুনালের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় তবে, কেন্দ্রে নির্বাচন বিরোধের জন্য বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং শাখা নির্বাচন বিরোধের জন্য শাখা সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গন্য করা হইবে।	যদি উল্লিখিত ট্রাইবুনালের কোন সদস্য কোন ভাবে নির্বাচনী বিরোধের সাথে জড়িত থাকেন অথবা বাদী বা বিবাদির সাথে কোন সম্পর্ক থাকে তবে, তিনি ট্রাইবুনালের সদস্য হতে পারবেন না। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ বা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ কোন সদস্য তদস্থলে নিযুক্ত হবে। যদি ট্রাইবুনালের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় তবে, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ বা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল নির্বাচনী বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং শাখা নির্বাচন বিরোধের জন্য শাখা কার্যকরী পরিষদের সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হবে।

বিদ্যমান গঠনতন্ত্র	প্রস্তাবিত সংশোধনী সমূহ
তৃতীয় খন্ড এসোসিয়েশনের উপধারাসমূহ	তৃতীয় খন্ড এসোসিয়েশনের উপধারাসমূহ

১.	চাঁদা ঃ	চাঁদা ঃ
১.১.১	সকল সাধারণ সদস্য প্রতি বৎসর ১০০ টাকা (একশত টাকা) মাত্র চাঁদা প্রদান করিবেন। এই চাঁদা প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারী অগ্রীম হিসাবে অথবা যে সকল ডাক্তার বৎসরের অন্য কোন সময় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হইবেন তাহারা সদস্য পদ অর্জনের সময় ইহা প্রদান করিবেন।	সকল সাধারণ সদস্য প্রতি ত্রিবার্ষিক ৬০০.০০ টাকা (ছয়শত টাকা) মাত্র চাঁদা প্রদান করবেন। এই চাঁদা প্রতি বছর ১লা জানুয়ারী অগ্রীম হিসাবে অথবা যে সকল চিকিৎসক বছরের অন্য কোন সময় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হবেন তারা সদস্য পদ অর্জনের সময় তা প্রদান করবেন।
১.১.২	সহযোগী সদস্যগণ সাধারণ সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য একই হারে চাঁদা প্রদান করিবেন।	
১.১.৩	আজীবন সদস্যগণ বার্ষিক চাঁদার বিকল্পে এককালীন ৩০০০ টাকা (তিন হাজার টাকা) মাত্র চাঁদা প্রদান করিবেন।	আজীবন সদস্যগণ বার্ষিক চাঁদার বিকল্পে এককালীন ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র চাঁদা প্রদান করবেন।
১.১.৪	সম্মানিত সদস্যদের কোন চাঁদা প্রদান করিতে হইবে না।	সম্মানিত সদস্যদের কোন চাঁদা প্রদান করিতে হবে না।

১.২	চাঁদার অর্থের বন্টন ঃ	চাঁদার অর্থের বন্টন ঃ
	প্রতিটি শাখা তাহাদের সাধারন ও সহযোগী সদস্যদের বার্ষিক চাঁদার শতকরা ৫০ ভাগ কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দিবেন। প্রতিজন আজীবন সদস্যের জন্য শাখা নির্ধারিত চাঁদার এক চতুর্থাংশ কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দিবেন। কেন্দ্রীয় তহবিলে প্রদত্ত অংশের শতকরা ৫০ ভাগ বাংলাদেশ মেডিক্যাল জার্নাল তহবিলে প্রদান করা হইবে।	প্রতিটি শাখা তাদের সাধারণ ও সহযোগী সদস্যদের বার্ষিক চাঁদার শতকরা ৫০ ভাগ কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দিবেন। প্রতিজন আজীবন সদস্যের জন্য শাখা নির্ধারিত চাঁদার **শতকরা ৪০ ভাগ** কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দিবেন। কেন্দ্রীয় তহবিলে প্রদত্ত অংশের শতকরা ৫০ ভাগ বাংলাদেশ মেডিক্যাল জার্নাল তহবিলে প্রদান করা হবে।
১.৩	চাঁদা ও ইহার বন্টন সম্পর্কে সাধারণ বিধি সমূহ ঃ	চাঁদা ও এর বন্টন সম্পর্কে সাধারণ বিধি সমূহ ঃ
১.৩.১	প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারী সকল চাঁদা ও তাহা হইতে প্রাপ্য অংশ অগ্রিম প্রদান করিতে হইবে।	প্রতি বছর ১লা জানুয়ারী সকল চাঁদা ও তা থেকে প্রাপ্য অংশ অগ্রীম প্রদান করতে হবে।
১.৩.২	যদি কোন সদস্যের পক্ষে চাঁদা বা ইহার প্রাপ্য অংশ বাকি পড়ে তবে নিম্নপ্রদত্ত ২.২ বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।	যদি কোন সদস্যের পক্ষে চাঁদা বা এর প্রাপ্য অংশ বাকি পড়ে তবে নিম্নপ্রদত্ত ২.২ বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
১.৩.৩	যদি কোন সদস্য স্থায়ী ভাবে কোন শাখা পরিত্যাগ করেন এবং অন্য কোন শাখায় স্থানান্তরিত করেন, তবে তিনি অবশ্যই পূর্ববর্তী শাখায় সকল পাওনা পরিশোধ করিবেন এবং চলতি বৎসরের সমাপ্তি পর্যন্ত পাওনা পারশোধ করা হইয়াছে এমন সার্টিফিকেট প্রদান পূর্বক বাড়তি চাঁদা প্রদান না করিয়া নতুন শাখার সদস্য হইতে পারিবেন। তাহাকে অবশ্য ১লা জানুয়ারী হইতে নতুন শাখায় পরবর্তী বৎসরের জন্য চাঁদা প্রদান করিতে হইবে। তাহার শাখা বদলের ঘটনা স্বাভাবিক ভাবে সেই শাখা কর্তৃক কেন্দ্রে অবগত করিতে হইবে। যদি কোন সদস্য শাখা পরিবর্তন করিয়া এসোসিয়েশনের কোন শাখা নেই এমন স্থানে স্থানান্তরিত হন, তবে তিনি যে সময়কালের জন্য তার শাখা কর্তৃক তার সদস্যপদের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলে অংশ প্রদান করা হইয়াছে সেই সময়ের জন্য সদস্যপদের সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করিবেন। এরপর তার সদস্যপদ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের যে কোন শাখায় স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে।	যদি কোন সদস্য স্থায়ী ভাবে কোন শাখা পরিত্যাগ করেন এবং অন্য কোন শাখায় **সদস্যপদ** স্থানান্তরিত করেন, তবে তিনি অবশ্যই পূর্ববর্তী শাখার সকল পাওনা পরিশোধ করবেন এবং চলতি বছরের সমাপ্তি পর্যন্ত পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে এমন সার্টিফিকেট প্রদান পূর্বক বাড়তি চাঁদা প্রদান না করে নতুন শাখার সদস্য হতে পারবেন। তাকে অবশ্য ১লা জানুয়ারী থেকে নতুন শাখায় পরবর্তী বছরের জন্য চাঁদা প্রদান করতে হবে। তার শাখা বদলের ঘটনা স্বাভাবিক ভাবে সেই শাখা কর্তৃক কেন্দ্রে অবগত করতে হবে। যদি কোন সদস্য শাখা পরিবর্তন করে এসোসিয়েশনের কোন শাখা নেই এমন স্থানে স্থানান্তরিত হন, তবে তিনি যে সময়কালের জন্য তার শাখা কর্তৃক তার সদস্যপদের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলে অংশ প্রদান করা হয়েছে সেই সময়ের জন্য সদস্যপদের সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন। এরপর তার সদস্যপদ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের যে কোন শাখায় স্থানান্তরিত করা যেতে পারে।
২.	সদস্য পদ বাতিল, স্থগিত ও পুনরায় অন্তর্ভূক্তি ঃ	সদস্য পদ বাতিল, স্থগিত ও পুনরায় অন্তর্ভূক্তি ঃ

২.১	পদত্যাগের মাধ্যমে- যে কোন সদস্য লিখিতভাবে শাখার সাধারণ সম্পাদকের নিকট ৩০দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া লিখিত ভাবে পদত্যাগ করিতে পারে।	পদত্যাগের মাধ্যমে- যে কোন সদস্য লিখিতভাবে শাখার সাধারণ সম্পাদকের নিকট ৩০দিনের নোটিশ প্রদান করে লিখিত ভাবে পদত্যাগ করতে পারে।
	পদত্যাগকারী সদস্য তার কাছে প্রাপ্য সকল পাওনা পরিশোধ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট শাখার সাধারণ সম্পাদক তার কাছে প্রাপ্য লেন-দেনের হিসাবে দাখিল করিবেন। এই পাওনা পরিশোধের পর একটি ছাড়পত্র দেওয়া হইবে এবং তাহার পদত্যাগ পত্র কেন্দ্রের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহনের জন্য পেশ করা হইবে।	পদত্যাগকারী সদস্য তার কাছে প্রাপ্য সকল পাওনা পরিশোধ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট শাখার সাধারণ সম্পাদক তার কাছে প্রাপ্য লেন-দেনের হিসাবে দাখিল করবেন। এই পাওনা পরিশোধের পর একটি ছাড়পত্র দেওয়া হবে এবং তার পদত্যাগ পত্র এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পেশ করা হবে। এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সভায় তা অনুমোদিত হলে সদস্যপদ বাতিল বা শুণ্য বলে গণ্য হবে।
২.২	অবাঞ্ছিত আচরনের জন্য অপসারণ ঃ	অবাঞ্ছিত আচরনের জন্য অপসারণ ঃ
২.২.১	যদি কোন সদস্যের আচরণ সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থী হয় কিংবা তাহার আচরন পেশার মর্যাদা পরিকল্পিতভাবে বিনষ্ট করে তবে শাখার কার্যনির্বাহী কমিটি সেই সদস্যকে তাহার আচরনের জন্য ১ মাসের মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা দাবী করিতে পারে। যদি তাহার ব্যাখ্যা সন্তোষজনক বিবেচিত না হয় তবে সেই সদস্যকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে কিংবা এসোসিয়েশন হইতে পদত্যাগ করিতে বলা হইবে। যদি সেই সদস্য সম্মত হন তবে তাহার ক্ষমা প্রার্থনা বা পদত্যাগ গৃহিত হইতে পারে। ভবিষ্যতে রেফারেন্স ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য গোপনীয় নোটসহ বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।	যদি কোন সদস্যের আচরণ সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থী হয় কিংবা তাহার আচরন পেশার মর্যাদা পরিকল্পিতভাবে বিনষ্ট করে তবে শাখা কার্যকরী পরিষদের সুপারিশে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সেই সদস্যকে তার আচরনের জন্য ১ মাসের মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা দাবী করিতে পারে। যদি তার ব্যাখ্যা সন্তোষজনক বিবেচিত না হয় তবে সেই সদস্যকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে কিংবা এসোসিয়েশন থেকে পদত্যাগ করতে বলা হবে। যদি সেই সদস্য সম্মত হন তবে তাহার ক্ষমা প্রার্থনা বা পদত্যাগ গৃহীত হতে পারে। ভবিষ্যতে রেফারেন্স ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য গোপনীয় নোটসহ বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
	যদি উক্ত সদস্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বা পদত্যাগ করিতে অসম্মতি জানান তবে এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য শাখার সাধারণ সভা আহবান করা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যকে সভার ৭ দিনের নোটিশ প্রদান করা হইবে যাহাতে তিনি ইচ্ছা করিলে তাহার আচরণ ব্যাখ্যা করার সুযোগ পান।	যদি উক্ত সদস্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বা পদত্যাগ করতে অসম্মতি জানান তবে এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য শাখা কার্যকরী পরিষদের সুপারিশে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সভায় সংশ্লিষ্ট সদস্যকে সভার ৭ দিনের নোটিশ প্রদান করা হবে যাতে তিনি ইচ্ছা করলে তার আচরণ ব্যাখ্যা করার সুযোগ পান।
	যদি সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্য তাহার নাম সদস্য পদ হইতে অপসারনের পক্ষে ভোট প্রদান করেন, তবে এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে প্রেরণ করা হইবে এবং এই অনুমোদন লাভের পর তাহার	যদি কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্য তার নাম সদস্য পদ হতে অপসারনের পক্ষে ভোট প্রদান করেন, তবে এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে প্রেরণ করা হবে এবং এই অনুমোদন লাভের পর তার নাম শাখার

	নাম শাখার সদস্য তালিকা হইতে অপসারিত হইবে। ইতিমধ্যে তিনি সদস্য পদের অধিকার ও সুবিধাদি গ্রহণ হইতে বাঞ্চিত হইবেন।	সদস্য তালিকা থেকে অপসারিত হবে। ইতোমধ্যে তিনি সদস্য পদের অধিকার ও সুবিধাদি গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবেন।
২.২.২	কোন বিচারালয় কর্তৃক অপরাধ প্রমাণে শাস্তি প্রদানের ফলে নাম কাটা যাওয়া।	কোন আদালত কর্তৃক অপরাধ প্রমাণে শাস্তি প্রদান হলে।
২.২.৩	নৈতিক অসচ্চরিত্রের জন্য কোন বিচারালয়ে দন্ডাদেশ লাভ করিলে।	নৈতিক স্খলনজনিত কারণে কোন আদালতের দ্বারা দন্ডপ্রাপ্ত হলে।
২.২.৪	যে মেডিক্যাল রেজিষ্ট্রেশনের ভিত্তিতে তিনি সদস্য পদের উপযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা বাতিল হইলে।	যে মেডিক্যাল রেজিষ্ট্রেশনের ভিত্তিতে তিনি সদস্য পদের উপযুক্ত হয়েছিলেন, তা বাতিল হলে।
২.৩	নিম্নবর্ণিত উপায়ে চাঁদা প্রদানের ব্যর্থতার জন্য সদস্যদের সদস্য পদ সাময়িকভাবে স্থগিত করা।	নিম্নবর্ণিত উপায়ে চাঁদা প্রদানের ব্যর্থতার জন্য সদস্যদের সদস্য পদ সাময়িকভাবে স্থগিত করা।
	যদি কোন সদস্যের চাঁদা দেয় তরিখের তিন মাসের মধ্যে প্রদান করা না হয়, তবে সদস্যকে তার এই ত্রুটির কথা জানাইতে হইবে। এই নোটিশ প্রদান করিয়া স্পষ্টভাবে জ্ঞাতার্থে আনিতে হইবে যে, তিনি যদি নোটিশ প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে চাঁদা পরিশোধ না করেন তবে তাহার সদস্য পদের সকল সুযোগ সুবিধা স্থগিত করা হইবে। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সংক্রান্ত যথাযথ সংবাদ জানাইতে হইবে। যদি এর পরও তাহার পাওনা পরিশোধ করা না হয় তবে জার্নাল ও পত্রিকা সরবরাহসহ তাহার সদস্যপদের সকল সুযোগ সুবিধাদি স্থগিত করা হইবে এবং এই বিষয়টি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যথাযথ সংবাদ পাঠনো হইবে।	যদি কোন সদস্যের চাঁদা দেয় তরিখের তিন মাসের মধ্যে প্রদান করা না হয়, তবে সদস্যকে তার এই ত্রুটির কথা জানাতে হবে। এই নোটিশ প্রদান করে স্পষ্টভাবে জ্ঞাতার্থে আনতে হবে যে, তিনি যদি নোটিশ প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে চাঁদা পরিশোধ না করেন তবে তার সদস্য পদের সকল সুযোগ সুবিধা স্থগিত করা হবে। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সংক্রান্ত যথাযথ সংবাদ জানাতে হবে। যদি এরপরও তার পাওনা পরিশোধ করা না হয় তবে জার্নাল ও পত্রিকা সরবরাহসহ তার সদস্যপদের সকল সুযোগ সুবিধাদি স্থগিত করা হবে এবং এই বিষয়টি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যথাযথ সংবাদ পাঠনো হবে।
২.৪	পুনরায় অর্ন্তভুক্তি ঃ	পুনরায় অর্ন্তভুক্তি ঃ
	২.১ ও ২.২ বিধি অনুযায়ী সদস্যদের সদস্যপদ রহিত হইলে তাহার নতুন আবেদনপত্র পেশের মাধ্যমে এবং সদস্য পদ হারানোর সময় হইতে অদ্যাবধি তাহার সকল পাওনা পরিশোধ করিয়া পুনরায় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিবেন। তবে, সংশ্লিষ্ট শাখার সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থের সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ মওকুফ করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। যে সকল সদস্যের সদস্যপদ ২.৩ বিধি অনুযায়ী বাতিল করা হইয়াছে,	২.১ ও ২.২ বিধি অনুযায়ী সদস্যদের সদস্যপদ রহিত হলে তার নতুন আবেদনপত্র পেশের মাধ্যমে এবং সদস্য পদ হারানোর সময় থেকে অদ্যাবধি তার সকল পাওনা পরিশোধ করে পুনরায় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন। তবে, সংশ্লিষ্ট শাখার সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে তার নিকট থেকে প্রাপ্য অর্থের সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ মওকুফ করার ক্ষমতা রয়েছে। যে সকল সদস্যের সদস্যপদ ২.৩ বিধি অনুযায়ী বাতিল করা হয়েছে, তার আবেদনপত্র দশজন সদস্যদের দ্বারা অন্তবর্তীকালীন সময়

	তাহার আবেদন পত্র দশজন সদস্যদের দ্বারা অন্তবর্তীকালীন সময় তিনি সদাচারনের পরিচয় দিয়েছেন এই সত্যায়নসহ সমর্থিত হইলে দুই বছর বা অধিককাল পরে তাহাকে পুনরায় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা যাইবে। কিন্তু যিনি এই বিধির অধীনে পদত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সংশ্লিষ্ট শাখার সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিকট গ্রহনযোগ্য লিখিত ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পুনরায় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিবেন।	তিনি সদাচারনের পরিচয় দিয়েছেন এই সত্যায়নসহ সমর্থিত হলে দুই বছর বা অধিককাল পরে তাকে পুনরায় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে। কিন্তু যিনি এই বিধির অধীনে পদত্যাগ করেছেন, তিনি সংশ্লিষ্ট শাখার সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিকট গ্রহনযোগ্য লিখিত ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পুনরায় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন।
৩.	শাখা গঠন ঃ	শাখা গঠন ঃ এসোসিয়েশনের লক্ষ্য সমূহ আরও কার্যকরভাবে অর্জন করার জন্য এসোসিয়েশনের নীতিমালা, বিধি ও উপধারার অধীনে শাখা সমূহ গঠিত ও পরিচালিত হবে এবং শাখা সমূহ তাদের সকল কাজের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। তবে শাখা পরিচালনায় আয়-ব্যয়ের বিষয়ে প্রত্যেক শাখা নিজ নিজ শাখার সদস্যদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।
৩.১	বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে পেশার উপযুক্ত সদস্যগণ যাহারা একস্থানে বসবাস চাকুরী কিংবা প্র্যাকটিস করেন তাহাদের সমবায়ে শাখা কমিটি গঠিত হইবে। শাখার এসোসিয়েশনের মডেল অনুযায়ী বিধি ও নিয়ম থাকিবে।	(ক) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রতিটি প্রশাসনিক জেলায় এসোসিয়েশনের একটি করে শাখা থাকবে যা সংশ্লিষ্ট জেলার নামে নামকরণ হবে এবং এই গঠনতন্ত্রের বিদ্যমান ধারা-উপধারা অনুযায়ী তা গঠিত ও পরিচালিত হবে। (খ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্তে ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের অনুমোদনে বাংলাদেশের বাহিরে যেকোন দেশে বসবাসরত ও এসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার যোগ্য বাংলাদেশী চিকিৎসকগণ এসোসিয়েশনের সদস্যপদ গ্রহন করে শাখা গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে। দেশের অভ্যন্তরে শাখা গঠন ও পরিচালনায় যে ধরনের নিয়ম ও বিধি রয়েছে দেশের বাহিরে শাখা গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম ও বিধি প্রযোজ্য হবে।
	শাখাসমূহে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত উপধারা থাকিতে পারিবে। শাখা এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শাখা কর্মকর্তাদের নাম, সদস্যপদের আবেদন পত্র অনুযায়ী সদস্যদের বিবরণ ও সদস্যদের চাঁদা হইতে কেন্দ্রীয়	বৈদেশিক শাখাসমূহের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত উপধারা থাকতে পারবে। শাখা এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শাখা কর্মকর্তাদের নাম, সদস্যপদের আবেদনপত্র অনুযায়ী সদস্যদের বিবরণ ও সদস্যদের চাঁদা থেকে

	তহবিলে দেয় অংশ প্রেরণ করিবে। এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর শাখা কার্য্যকর হইবে।	কেন্দ্রীয় তহবিলে দেয় অংশ প্রেরণ করবে। এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর শাখা কার্যকর হবে।
৩.২	শাখাসমূহের সাধারণ বিধি ঃ	শাখাসমূহের সাধারণ বিধি ঃ
৩.২.১	একস্থানে বা কাছাকাছি জায়গায় কর্মরত/প্র্যাকটিসরত/বসবাসকারী অনূন্য ৪০ জন সদস্য একটি স্থানীয় শাখা গঠন করিতে পারিবে। ঢাকা জেলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ-দোহার শাখা, নীলফামারী জেলার অন্তর্গত সৈয়দপুর শাখা ও মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত শ্রীমঙ্গল শাখা ব্যতীত নতুন করে কোন অবস্থায় একই ভৌগলিক জেলায় একাধিক শাখা গঠিত হইবে না।	**বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল প্রশাসনিক জেলায় একটি করে শাখা থাকবে।** ঢাকা জেলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ-দোহার শাখা, নীলফামারী জেলার অন্তর্গত সৈয়দপুর শাখা ও মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত শ্রীমঙ্গল শাখা ব্যতীত নতুন করে কোন অবস্থায় একই **প্রশাসনিক** জেলায় একাধিক শাখা গঠন করা যাবে না। ঢাকা মহানগরী শাখার কোন কার্যকরী পরিষদ থাকবে না, ইহা সরাসরি কেন্দ্রের অধীনে থাকবে।
৩.২.২	শাখাসমূহ বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য প্রতি ছয় মাস অন্তর অক্টোবর ও এপ্রিলের শেষ দিনে সদস্যদের তালিকা, চাঁদা বাকি পড়েছে এমন সদস্যদের নাম সম্ভব হইলে যাহারা শাখা পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাদের নতুন ঠিকানা এবং শাখার কার্যক্রমের বিবরণীর দুই কপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পেশ করিবে। শাখাসমূহ নতুন সদস্যদের নাম ও সদস্যদের ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জানাইবে। কেন্দ্রীয় কার্যালয় যাহাতে তাহার সকল শাখার কার্যক্রম সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবহিত থাকে সেই জন্য শাখাসমূহ নিয়মিত ভাবে কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।	শাখাসমূহ বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য প্রতি ছয় মাস অন্তর অক্টোবর ও এপ্রিলের শেষ দিনে সদস্যদের তালিকা, চাঁদা বাকি পড়েছে এমন সদস্যদের নাম সম্ভব হলে যারা শাখা পরিত্যাগ করেছেন তাদের নতুন ঠিকানা এবং শাখার কার্যক্রমের বিবরণীর দুই কপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পেশ করবে। শাখাসমূহ নতুন সদস্যদের নাম ও সদস্যদের ঠিকানা পরিবর্তিত হলে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জানাবে। কেন্দ্রীয় কার্যালয় যাতে তার সকল শাখার কার্যক্রম সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবহিত থাকে সেই জন্য শাখাসমূহ নিয়মিত ভাবে কার্যালয়ে সদস্য তথ্য প্রেরণ করবে।
৩.২.৩	আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শাখাসমূহ স্বায়ত্বশাসিত হইবে। তাহাদের বিধি-বিধানসমূহ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (কেন্দ্র) এর অনুরূপ হইবে। তবে, তাহার স্থানীয় অবস্থার বিবেচনায় নিজস্ব উপধারা প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং ইহা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।	শাখার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শাখাসমূহ স্বায়ত্বশাসিত হবে। তাহাদের বিধি-বিধানসমূহ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (কেন্দ্র) এর অনুরূপ হবে।
৩.২.৪	বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (কেন্দ্র) তার কোন শাখার ঋণ বা দায়ের জন্য দায়ী থাকিবে না। অনুরূপভাবে, কোন শাখা ও কেন্দ্রের ঋণ বা দায়ের জন্য দায়ী থাকিবে না।	বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (কেন্দ্র) তার কোন শাখার ঋণ বা দায়ের জন্য দায়ী থাকবে না। অনুরূপভাবে, কোন শাখা ও কেন্দ্রের ঋণ বা দায়ের জন্য দায়ী থাকবে না। **কেন্দ্র কর্তৃক কোন শাখাকে কোনরূপ আর্থিক অনুদান বা সহায়তা প্রদান করলে তা যে উদ্দেশ্যে প্রদান করা হবে সেই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যয় করে কেন্দ্রকে হিসাব প্রদান করতে হবে।**

৩.২.৫		
		কোন শাখা স্বাভাবিক মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর নির্বাচন অনুষ্ঠানে অসমর্থ হলে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বিদ্যমান শাখা কার্যকরী পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠনসহ যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহন করতে পারবে। এডহক কমিটি এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন সম্পন্ন করবে এবং নতুন শাখা কার্যকরী পরিষদ নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথে এডহক কমিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, এডহক কমিটির মেয়াদ কোনভাবেই ১২০ (একশত বিশ) দিনের অধিক হবে না। এডহক কমিটি ১২০ দিনের মধ্যে শাখার সাধারণ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে নতুন শাখা কার্যকরী পরিষদ নির্বাচিত করতে ব্যর্থ হলে এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ নিজ তত্ত্বাবধানে শাখা কার্যকরী কমিটি গঠন করবে। কোন শাখার নির্বাচন নিয়ে বা অন্য কোন কারণে বা শাখা পরিচালনায় বিরোধের কারণে কোন আদালতে মামলা চলমান থাকলে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এসোসিয়েশনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও শাখার স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ এডহক কমিটি গঠন করতে পারবে। এবং আদালতের মামলা নিষ্পত্তি হয়ে গেলে রায় বাস্তবায়ন করা হবে এবং এডহক কমিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
২.২.৬		শাখা সমুহের নিজস্ব মেডিকেল জার্নাল বা প্রকাশনা থাকতে পারবে। মেডিকেল জার্নাল প্রকাশের জন্যে কেন্দ্রীয় মেডিকেল জার্নাল কমিটির অনুরূপ জার্নাল কমিটি থাকবে এবং জার্নাল কমিটির চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে শাখা কার্যকরী পরিষদের সদস্য হবেন।
৩.৩	শাখার ব্যবস্থাপনা ঃ	শাখার ব্যবস্থাপনা ঃ
	শাখার ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবে নির্বাচিত শাখা কার্যকরী কমিটি।	শাখার ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম পরিচালনা এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক সময়ে সময়ে ঘোষিত কর্মসূচি ও যে কোন নির্দেশনা বাস্তবায়নে

		দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে শাখা কার্যকরী পরিষদ। শাখার ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের স্মারকলিপি, ধারা ও উপধারার বিধান অনুযায়ী পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।
৩.৩.১	শাখার সাধারণ সভা ঃ ইহা হইবে শাখার সর্বোচ্চ পরিষদ।	শাখার সাধারণ সভা ঃ সাধারণ সভা হবে শাখার সর্বোচ্চ পরিষদ। শাখার সদস্যদের সমন্বয়ে এটা গঠিত হবে।
৩.৩.২	এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য শাখা কার্যকরী কমিটি নিম্নবর্ণিত ভাবে গঠিত হইবে।	শাখা কার্যকরী পরিষদ ঃ এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন ও শাখা ব্যবস্থাপনার জন্য শাখা কার্যকরী পরিষদ নিম্নবর্ণিত ভাবে গঠিত হবে।
	সভাপতি ঃ ১ জন	সভাপতি ঃ ১ জন
	সহ-সভাপতি ঃ ১ বা ২ জন	সহ-সভাপতি ঃ ২ জন
	কোষাধ্যক্ষ ঃ ১ জন	সাধারণ সম্পাদক ঃ ১ জন
	সাধারণ সম্পাদক ঃ ১ জন	কোষাধ্যক্ষ ঃ ১ জন
	যুগ্ম সম্পাদক ঃ ১ জন	যুগ্ম সম্পাদক ঃ ১ জন
	সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ ১ জন	সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ ১ জন
	বিভাগীয় সম্পাদক ঃ ৬ জন (কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির অনুরূপ, তবে শাখায় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকের পদ থাকিবে না) ।	বিভাগীয় সম্পাদক ঃ ৭ জন (কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অনুরূপ, তবে শাখায় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদ থাকবে না) ।
	সদস্য ঃ ৪ হইতে ১০ জন	সদস্য ঃ ১০ জন
	পদাধিকার বলে সদস্য ঃ	পদাধিকার বলে সদস্য ঃ
	অব্যবহিত প্রাক্তন সভাপতি	অব্যবহিত প্রাক্তন সভাপতি
	অব্যবহিত প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক	অব্যবহিত প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক
	শাখা হইতে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ ঃ	শাখা হইতে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ
	কো-অপ্টেড সদস্য ২ জন	কো-অপ্টেড সদস্য ২ জন
	শাখার সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক পুনরায় নির্বাচিত হলে তাহার বা তাহাদের স্থলে অতিরিক্ত অরেকজন করে কো-অপ্টেড সদস্য করা যাবে।	শাখার সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক পুনরায় নির্বাচিত হলে তার বা তাদের স্থলে অতিরিক্ত অরেকজন করে কো-অপ্টেড সদস্য করা যাবে। সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে মেডিকেল জার্নাল প্রকাশিত হলে জার্নালের চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে শাখা কার্যকরী পরিষদের সদস্য হবেন।

৩.৩.৩	এক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখার সদস্যদের দ্বারা প্রতি দুই বছর অন্তর শাখার কার্যকরী পরিষদ গঠিত হইবে এবং কর্মকর্তা ও শাখার কার্যকরী পরিষদের নাম নির্বাচনের কার্য বিবরণীসহ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।	একক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখার সদস্যদের দ্বারা প্রতি ০৩ (তিন) বছর অন্তর অন্তর শাখার কার্যকরী পরিষদ গঠিত হইবে। **শাখার নির্বাচনী কার্যক্রম এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি, ধারা ও উপধারা অনুযায়ী পরিচালিত হবে এবং সময়ে সময়ে তা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নথি সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করতে হবে।**
৪.	সাধারণ পরিষদ ঃ	সাধারণ পরিষদ ঃ
৪.১	কাজ ও ক্ষমতা ঃ	কাজ ও ক্ষমতা ঃ
	সাধারণ পরিষদ এসোসিয়েশনের সাধারণ কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং ইহা নিম্নোক্ত ক্ষমতা থাকিবে ঃ	সাধারণ পরিষদ এসোসিয়েশনের সাধারণ কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তার নিম্নোক্ত ক্ষমতা থাকবে ঃ
৪.১.১	সংগঠনের কক্ষ, লাইব্রেরী ও সম্পত্তির প্রশাসন এবং প্রকাশনা সমূহের সংগঠন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন বা রদ করা।	সংগঠনের কক্ষ, লাইব্রেরী ও সম্পত্তির প্রশাসন এবং প্রকাশনা সমূহের সংগঠন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন বা রদ করা।
৪.১.২	এসোসিয়েশনের বিধি ও উপধারাসমূহ প্রণয়ন, সংশোধন বা রদ করা।	এসোসিয়েশনের বিধি ও উপধারাসমূহ প্রণয়ন, সংশোধন বা রদ করা।
৪.১.৩	কমিটি বা স্থায়ী কমিটি যথা অর্থ কমিটি, গবেষণা কমিটি ইত্যাদি গঠন করা।	
৪.১.৪	সরকার অথবা যথাযথভাবে গঠিত কর্তৃপক্ষের নিকট, এসোসিয়েশন বা চিকিৎসা পেশার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে প্রতিনিধি প্রেরণ করা।	
৪.১.৫	কোন সদস্যের পদত্যাগ এবং কোন শাখা বা সদস্যের বিরুদ্ধে শৃংখলাজনিত কার্যক্রম বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা।	কোন সদস্যের পদত্যাগ এবং কোন শাখা বা সদস্যের বিরুদ্ধে শৃংখলাজনিত কার্যক্রম বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা।
৪.১.৬	প্রয়োজনবোধে কোন সদস্য বা শাখার বাকি পাওনার সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ মওকুফ করা।	প্রয়োজনবোধে কোন সদস্য বা শাখার বাকি পাওনার সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ মওকুফ করা।
৪.১.৭	বিধি পরিবর্তন ব্যতিরেকে অন্যান্য কয়েকটি বা সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের পরবর্তী সভা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা।	বিধি পরিবর্তন ব্যতিরেকে অন্যান্য কয়েকটি বা সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের পরবর্তী সভা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা।
৪.১.৮	সংগঠনের জন্য বেতনভূক্ত কর্মচারী নিয়োগ বা চাকুরীচ্যুত করা।	

৪.১.৯	এই সকল বিধি দ্বারা প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট ছাড়াও সংগঠনের সাধারণ সভায় সুনির্দিষ্ট ভাবে আইনগত ভাবে ব্যাখ্যা করা নাই সংগঠনের পক্ষে এমন কোন কাজেও নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করা।	এই সকল বিধি দ্বারা প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট ছাড়াও সংগঠনের সাধারণ সভায় সুনির্দিষ্ট ভাবে আইনগত ভাবে ব্যাখ্যা করা নাই সংগঠনের পক্ষে এমন কোন কাজেও নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করা।
	পাদটিকা এই সকল বিধি বহির্ভূত অন্যান্য সকল বিষয়েও সাধারন সভার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।	পাদটিকা এই সকল বিধি বহির্ভূত অন্যান্য সকল বিষয়েও সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
	সাধারণ পরিষদের তিন ধরনের সভা হইতে পারে ঃ	সাধারণ পরিষদের তিন ধরনের সভা হতে পারে ঃ
	১. বার্ষিক সাধারণ সভা।	১. বার্ষিক সাধারণ সভা।
	২. তলবী সভা।	২. তলবী সভা।
	৩. জরুরী বা বিশেষ সভা।	৩. জরুরী বা বিশেষ সভা।
৪.২	সাধারণ পরিষদের সভা ঃ	সাধারণ পরিষদের সভা ঃ
	সাধারণ পরিষদের সভার অহ্বানের পদ্ধতি নিম্নরুপ ঃ	সাধারণ পরিষদের সভার অহ্বানের পদ্ধতি নিম্নরুপ ঃ
৪.২.১	বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সিদ্ধান্তক্রমে একটি সুবিধাজনক স্থান, তারিখ ও সময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। বার্ষিক সাধারণ সভা সাধারণভাবে বার্ষিক সম্মেলনের স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।	বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সিদ্ধান্তক্রমে একটি সুবিধাজনক স্থান, তারিখ ও সময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। বার্ষিক সাধারণ সভা সাধারণভাবে বার্ষিক সম্মেলনের স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।
৪.২.২	তলবী সভা ঃ অনুন্য ১০০০ জন সদস্যের স্বাক্ষরিত তলবী সভা আহ্বানের আলোচ্যসূচী জানাইয়া আবেদন লাভের ছয় সপ্তাহের মধ্যে সাধারণ পরিষদের তলবী সভা আহ্বান করিতে হইবে। সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে মহাসচিব সময়, স্থান ও তারিখ স্থির করিবেন।	তলবী সভা ঃ অনুন্যন২০০০ জন সদস্যের স্বাক্ষরিত তলবী সভা আহ্বানের আলোচ্যসূচী জানায়ে আবেদন লাভের ছয় সপ্তাহের মধ্যে সাধারণ পরিষদের তলবী সভা আহ্বান করতে হবে। সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে মহাসচিব সময়, স্থান ও তারিখ স্থির করবেন।
৪.২.৩	জরুরী বা বিশেষ সভা ঃ সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে মহাসচিব আহ্বান করিবেন। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মহাসচিব সভা আহ্বান করিতে ব্যর্থ হন তবে সভাপতি সভা আহ্বানের অধিকার সংরক্ষন করেন।	জরুরী বা বিশেষ সভা ঃ সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে মহাসচিব আহ্বান করবেন। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মহাসচিব সভা আহ্বান করতে ব্যর্থ হন তবে সভাপতি সভা আহ্বানের অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৪.৩	বিজ্ঞপ্তি ঃ	বিজ্ঞপ্তি ঃ

	সকল সদস্যদের সভার স্থান, তারিখ ও সময় এবং সভার আলোচ্য সূচী জানিয়ে অন্ততঃ পক্ষে ৩০ দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। জরুরী অবস্থায় মহাসচিবের ক্ষমতাক্রমে সভাপতির সহিত পরামর্শে আরও অল্প সময়ের নোটিশে সভা আহ্বান করা যাইতে পারে, তবে ইহা কোন অবস্থায় ১৫ দিনের কম হইতে পারিবে না। বার্ষিক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ৩ মাসের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।	সকল সদস্যদের সভার স্থান, তারিখ ও সময় এবং সভার আলোচ্য সূচী জানিয়ে অন্ততঃ পক্ষে ৩০ দিনের নোটিশ প্রদান করতে হবে। জরুরী অবস্থায় মহাসচিবের ক্ষমতাক্রমে সভাপতির সাথে পরামর্শে আরও অল্প সময়ের নোটিশে সভা আহ্বান করা যেতে পারে, তবে তা কোন অবস্থায় ৭ দিনের কম হতে পারবে না। বার্ষিক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ২ মাসের নোটিশ প্রদান করতে হবে।
৪.৪	কোরাম ঃ	কোরাম ঃ
	বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ বা জরুরী সভায় ৩০০ জনে এবং তলবী সভায় ১০০০ জনে কোরাম হইবে।	বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ বা জরুরী সভায় কোরাম হবে ১০০০ জনে। এবং তলবী সভায় কোরাম হবে ২০০০ জনে ।
৪.৫	সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ	সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ
	বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি আলোচিত হইবে ঃ	বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি আলোচিত হবে ঃ
৪.৫.১	প্রয়োজনবোধে (সভাপতির অনুপস্থিতিতে) সভাপতি নির্বাচন।	প্রয়োজনবোধে (সভাপতির অনুপস্থিতিতে) সভাপতি নির্বাচন।
৪.৫.২	মহাসচিবের পূর্ববর্তী বৎসরের বার্ষিক রিপোর্ট।	মহাসচিবের পূর্ববর্তী বছরের বার্ষিক রিপোর্ট।
৪.৫.৩	কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট ও অডিটকৃত হিসাব নিকাশ গ্রহণ।	কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট ও অডিটকৃত হিসাব নিকাশ গ্রহণ।
৪.৫.৪	আগামী বৎসরের বাজেট বিবেচনা।	আগামী বৎসরের বাজেট বিবেচনা।
৪.৫.৫	অডিটর নিয়োগ।	অডিটর নিয়োগ।
৪.৫.৬	শাখা সমূহ হইতে প্রদত্ত প্রস্তাব সমূহ।	শাখা সমূহ থেকে প্রদত্ত প্রস্তাব সমূহ।
৪.৫.৭	এসোসিয়েশনের সদস্যদের নিকট হইতে প্রস্তাব সমূহ।	এসোসিয়েশনের সদস্যদের নিকট থেকে প্রস্তাব সমূহ।

৪.৫.৮	সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য যে কোন বিষয়।	সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য যে কোন বিষয়।
৪.৫.৯		এসোসিয়েশনের সদস্যদের নিকট থেকে গঠনতন্ত্র সংশোধন সম্পর্কিত প্রস্তাব সমূহ (যদি থাকে)।
৪.৬	সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার সাধারণ নিয়মাবলী ঃ	সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার সাধারণ নিয়মাবলী ঃ
৪.৬.১	সভাপতির বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে পূর্ব নোটিশ দেওয়া ও যথারীতি আলোচ্যসূচীর সহিত বিতরণ করা হয়নি এই ধরনের কোন প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করা যাইবে না।	সভাপতির বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে পূর্ব নোটিশ দেওয়া ও যথারীতি আলোচ্যসূচীর সাথে বিতরণ করা হয়নি এই ধরনের কোন প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করা যাবে না।
৪.৬.২	বিভিন্ন সদস্যের পেশকৃত প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মহাসচিবের নিকট পৌছাইতে হইবে। তবে সংশ্লিষ্ট শাখার নিকট কপি পাঠাইয়া, প্রস্তাব সরাসরি বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মহাসচিবের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন।	বিভিন্ন সদস্যের পেশকৃত প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মহাসচিবের নিকট পৌঁছাতে হবে। তবে সংশ্লিষ্ট শাখার নিকট কপি পাঠায়ে, প্রস্তাব সরাসরি বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মহাসচিবের নিকট প্রেরণ করতে পারবেন।
৪.৬.৩	সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় পেশ করার জন্য প্রস্তাবের নোটিশ সভার নির্দিষ্ট তারিখের অন্ততঃ এক মাস পূর্বে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মহাসচিবের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন।	সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় পেশ করার জন্য প্রস্তাবের নোটিশ সভার নির্দিষ্ট তারিখের অন্ততঃ ১৫ (পনের) দিন পূর্বে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মহাসচিবের নিকট প্রেরণ করতে পারবেন।
৪.৭	সভার কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ নিয়মাবলী ঃ	সভার কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ নিয়মাবলী ঃ
৪.৭.১	সকল সভার কার্যবিবরণী সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সাধারণ সভার সভাপতি কর্তৃক শুদ্ধ ও যথার্থ বলিয়া ঘোষিত হইতে হইবে।	সকল সভার কার্যবিবরণী সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সাধারণ সভার সভাপতি কর্তৃক শুদ্ধ ও যথার্থ বলিয়া ঘোষিত হতে হবে।
৪.৭.২	সভায় কোন প্রস্তাব গৃহীত বা নাকচ হইলে, তাহা সাধারণ পরিষদ বা এসোসিয়েশনের এক পঞ্চমাংশ সদস্যের স্বাক্ষর সহ পুনর্বিবেচনার জন্য রিকুইজিশন না প্রদান করিলে ৬ মাসের জন্য বিবেচিত হইবে না।	

৪.৭.৩	সভায় সভাপতি সভা মূলতবী ঘোষণা করিতে পারেন এবং যদি উপস্থিত সদস্যদের অর্ধেকের বেশী মূলতবী চায় তবে মূলতবী ঘোষণা করিবেন। মূলতবী সভায় শুধু মাত্র অসমাপ্ত আলোচ্যসূচী আলোচিত হইবে।	সভায় সভাপতি সভা মূলতবী ঘোষণা করতে পারেন এবং যদি উপস্থিত সদস্যদের অর্ধেকের বেশী মূলতবী চায় তবে মূলতবী ঘোষণা করবেন। মূলতবী সভায় শুধু মাত্র অসমাপ্ত আলোচ্যসূচী আলোচিত হবে।
৪.৭.৪	যে সকল বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রায়োজন, তাহাদের ব্যতিরেকে সভায় পেশকৃত প্রস্তাব সমূহে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। সাধারণ ভাবে হাত তুলিয়া ভোট গ্রহন করা হইবে। কিন্তু সভাপতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে কিংবা উপস্থিত সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ দাবী করিলে ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।	যে সকল বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রায়োজন, তাদের ব্যতিরেকে সভায় পেশকৃত প্রস্তাব সমূহে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সাধারণ ভাবে হাত তুলে ভোট গ্রহন করা হবে। কিন্তু সভাপতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে কিংবা উপস্থিত সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ দাবী করলে ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
৪.৭.৫	সভার সভাপতি উভয়পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইলে কাষ্টিং ভোট প্রদান করিবেন।	সভার সভাপতি উভয়পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হলে কাষ্টিং ভোট প্রদান করবেন।
৪.৭.৬	তলবী ও বিশেষ সভায় যে আলোচ্যসূচীর জন্য সভা আহ্বান করা হইয়াছে, তাহা ব্যাতিরেকে অন্য কোন বিষয় আলোচনা করিতে পারিবে না।	তলবী ও বিশেষ সভায় যে আলোচ্যসূচীর জন্য সভা আহ্বান করা হয়েছে, তা ব্যাতিরেকে অন্য কোন বিষয় আলোচনা করতে পারবে না।
৪.৭.৭	কোন শূন্যপদ, বেআইনী নিযুক্তি, কোন সদস্যের নির্বাচন বা অসাবধানতাবশতঃ কোন সদস্যকে নোটিশ প্রদানে ভ্রান্তির কারণে সভার কার্যবিবরণী অবৈধ হইবে না।	কোন শূন্যপদ, বেআইনী নিযুক্তি, কোন সদস্যের নির্বাচন বা অসাবধানতাবশতঃ কোন সদস্যকে নোটিশ প্রদানে ভ্রান্তির কারণে সভার কার্যবিবরণী অবৈধ হবে না।
৪.৮	জরুরী অথবা তলবী সভার কার্যক্রম ঃ	জরুরী অথবা তলবী সভার কার্যক্রম ঃ
৪.৮.১	যে আলোচ্যসূচীর জন্য সভা আহ্বান করা হইয়াছে, তাহা ব্যতিরেকে অন্য কোন বিষয় জরুরী বা তলবী সভায় আলোচনা করা যাইবে না।	যে আলোচ্যসূচীর জন্য সভা আহ্বান করা হয়েছে, তা ব্যতিরেকে অন্য কোন বিষয় জরুরী বা তলবী সভায় আলোচনা করা যাবে না।
৪.৮.২	যদি কোন সভা সদস্যদের রিকুইজিশনে আহ্বান করা হয় এবং সভার নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘন্টার মধ্যে কোরাম না হয় তবে সভা বাতিল হইবে। কিন্তু জরুরী সভার ক্ষেত্রে সভা মুলতবী থাকিবে এবং সভার সহিত পরামর্শক্রমে মহাসচিব পুনরায় সভা আহ্বান করিবেন এবং সভার স্থান, তারিখ ও সময় স্থির করা হইবে। মূলতবী সভায় কোন কোরামের প্রয়োজন পড়িবে না।	যদি কোন সভা সদস্যদের রিকুইজিশনে আহ্বান করা হয় এবং সভার নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘন্টার মধ্যে কোরাম না হয় তবে সভা বাতিল হবে। কিন্তু জরুরী সভার ক্ষেত্রে সভা মুলতবী থাকবে এবং সভার সাথে পরামর্শক্রমে মহাসচিব পুনরায় সভা আহ্বান করবেন এবং সভার স্থান, তারিখ ও সময় স্থির করা হবে। মূলতবী সভায় কোন কোরামের প্রয়োজন পড়বে না।

৫.	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ঃ	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ঃ
৫.১	ক্ষমতা ও কর্তব্য ঃ	ক্ষমতা ও কর্তব্য ঃ
	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি ও উপধারা সমূহ অনুযায়ী এসোসিয়েশনের সাধারণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিবেন। সাধারণ পরিষদের গৃহীত প্রস্ড়াব সমূহ বাস্ড়বায়ণ করা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের দায়িত্ব। ইহা সাধারন ভাবে প্রতি তিন মাস অন্ড়র বৈঠকে বসিবে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও কর্তব্য থাকিবে ঃ	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি, ধারা ও উপধারা সমূহ অনুযায়ী এসোসিয়েশনের সাধারণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবেন। সাধারণ পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব সমূহ বাস্তবায়ন করা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সাধারণভাবে প্রতি তিন মাস অন্তর বৈঠকে বসবে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও কর্তব্য থাকবেঃ
৫.১.১	শাখা সমূহ গঠন অনুমোদন করা এবং কোন শাখা বা সদস্যের বিরুদ্ধে শৃংখলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	শাখা সমূহ গঠন অনুমোদন করা এবং কোন শাখা বা সদস্যের বিরুদ্ধে শৃংখলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৫.১.২	সভাপতি ও মহাসচিব ব্যতিরেকে কর্মকর্তাদের কোন পদ শূণ্য হইলে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্যকে কার্য্যভার গ্রহণ করিবার দায়িত্ব প্রদান করা।	সভাপতি ও মহাসচিব ব্যতিরেকে কর্মকর্তাদের কোন পদ শূণ্য হলে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্যকে কার্যভার গ্রহণ করিবার দায়িত্ব প্রদান করা।
৫.১.৩	বিশেষ কাউন্সিল, কমিটি, উপ-পরিষদ, বোর্ড বা অন্যান্য সংস্থা নিয়োগ করা এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের কোন কোন ক্ষমতা তহাদের উপর অর্পণ করা।	বিশেষ কাউন্সিল, কমিটি, উপ-পরিষদ, বোর্ড বা অন্যান্য সংস্থা নিয়োগ করা এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের কোন কোন ক্ষমতা তাদের উপর অর্পণ করা।
৫.১.৪	সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে এসোসিয়েশনের বিধি বা উপধারা প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বাতিল করা।	সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে এসোসিয়েশনের বিধি বা উপধারা প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বাতিল করা।
৫.১.৫	সাধারণ পরিষদের সম্মতি সাপেক্ষে এসোসিয়েশনের কক্ষ, লাইব্রেরী ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনের জন্য এবং প্রকাশনাসমূহ সংগঠিত ও পরিচালনার জন্য বিধি ও উপধারা সমূহ প্রণয়ন, সংশোধন বা বাতিল করা।	সাধারণ পরিষদের সম্মতি সাপেক্ষে এসোসিয়েশনের কক্ষ, লাইব্রেরী ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনের জন্য এবং প্রকাশনাসমূহ সংগঠিত ও পরিচালনার জন্য বিধি ও উপধারা সমূহ প্রণয়ন, সংশোধন বা বাতিল করা।
৫.১.৬	১৪নং ধারার অধীনে গঠিত “কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদের” সংরক্ষিত নির্ধারিত কার্যক্রম ও বিধি সমূহ পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্য্যাবলী ব্যাতিরেকে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল তার সকল বা কিছু ক্ষমতা অন্যদের উপর অর্পন করিতে পরিবে।	১৪নং ধারার অধীনে গঠিত “কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের” সংরক্ষিত নির্ধারিত কার্যক্রম ও বিধি সমূহ পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যাবলী ব্যতিরেকে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল তার সকল বা কিছু ক্ষমতা অন্যদের উপর অর্পণ করতে পারবে।

৫.১.৭	সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, প্রয়োজন বিবেচনা করিলে কোন শাখার কিংবা অপর কোন পাওনার সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ মওকুফ করিতে পারিবে।	সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, প্রয়োজন বিবেচনা করলে কোন শাখার কিংবা অপর কোন পাওনার সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ মওকুফ করতে পারবে।
৫.১.৮	এসোসিয়েশনের বা চিকিৎসা পেশার স্বার্থে প্রভাবিত হইতেছে বিবেচনা করিলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সরকার, কোন সংস্থা বা যথাযথভাবে গঠিত কর্তৃপক্ষের নিকট কোন বিষয়ে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবে।	
৫.১.৯	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল মূল জাতীয় স্বাস্থ্য বিষয়াদি যথা জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, মেডিক্যাল শিক্ষা, ঔষধনীতি, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন সমূহ ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহন করিবে। যদি কোন বিশেষ কারণে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ এই সকল বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় তবে স্বল্পতম সময়ে ও সুযোগে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় ইহা অনুমোদন করাইতে হইবে।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল মূল জাতীয় স্বাস্থ্য বিষয়াদি যথা জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, চিকিৎসা শিক্ষা, ঔষধনীতি, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন সমূহ ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যদি কোন বিশেষ কারণে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ এই সকল বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তবে স্বল্পতম সময়ে ও সুযোগে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় তা অনুমোদন করাতে হবে।
৫.১.১০	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ যাহাতে বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় করে তাহা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল তত্ত্বাবধান করিবে। যদি কোন বিশেষ কারণে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ইহা পরিবর্তন করে তবে তাহা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় অনুমোদন করাইতে হইবে।	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ যাতে বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় করে তা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল তত্ত্বাবধান করবে। যদি কোন বিশেষ কারণে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ বাজেটে কোন পরিবর্তন করে তবে তা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় অনুমোদন করাতে হবে।
		কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের কোন সদস্য এসোসিয়েশনের সভাপতির পূর্বানুমতি ব্যতীত পর পর ০৩ (তিন) টি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।
৫.১.১১	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এই সকল বিধি অনুযায়ী প্রত্যক্ষভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা সমূহের বাইরেও এসোসিয়েশনের জন্য সকল কাজ করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এই সকল বিধি অনুযায়ী প্রত্যক্ষভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা সমূহের বাইরেও এসোসিয়েশনের জন্য সকল কাজ করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।
৬.	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভা ঃ	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভা ঃ
	সাধারনভাবে প্রতি তিন মাসে একবার কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভা আহ্বান করা হইবে। সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে মহাসচিবের সিদ্ধান্তে সুবিধাজনক স্থানে, তারিখ ও সময়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।	সাধারনভাবে প্রতি ৯০ দিনে একবার কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভা আহ্বান করা হবে। সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে মহাসচিব সুবিধাজনক স্থানে, তারিখ ও সময়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের অন্ততঃপক্ষে ১০ জন সদস্য স্বাক্ষরিত ও লিখিত ভাবে কি বিষয় আলোচনার জন্য বিশেষ সভা আহ্বান করা প্রয়োজন জানাইয়া রিকুইজিশন পেশ করিলে ইহার ৪ সপ্তাহের মধ্যে মহাসচিব সভাপতির পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বিশেষ তলবী সভা আহ্বান করিবেন।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের অন্ততঃপক্ষে ৩০ জন সদস্য স্বাক্ষরিত ও লিখিত ভাবে কি বিষয় আলোচনার জন্য বিশেষ সভা আহ্বান করা প্রয়োজন জানাইয়া রিকুইজিশন পেশ করলে এর ১৫দিনের মধ্যে মহাসচিব সভাপতির পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বিশেষ তলবী সভা আহ্বান করবেন।
৭.	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভার বিজ্ঞপ্তি ঃ	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভার বিজ্ঞপ্তি ঃ
	সভার স্থান, তারিখ ও সময় এবং আলোচ্য সূচী জানাইয়া সকল সদস্যকে অন্ততঃপক্ষে ২ সপ্তাহের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।	সভার স্থান, তারিখ ও সময় এবং আলোচ্য সূচী জানাইয়া সকল সদস্যকে অন্ততঃপক্ষে ১৫ দিনের নোটিশ প্রদান করতে হবে।
	জরুরী অবস্থায় সভাপতির পরামর্শক্রমে মহাসচিবের সিদ্ধান্তে আরো অল্প নোটিশে সভা আহ্বান করা যাইবে, তবে ইহা কোন ক্ষেত্রে চার দিনের কম হইবে না।	জরুরী অবস্থায় সভাপতির পরামর্শক্রমে মহাসচিব আরো অল্প নোটিশে সভা আহ্বান করা যাবে, তবে তা কোন ক্ষেত্রে চার দিনের কম হবে না।
৮.	কোরামঃ	কোরামঃ
	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভার কোরাম হইবে ৫০ জন, তাহাদের অন্ততঃ দুইজন এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের বাহিরের ব্যক্তি হইতে হইবে। বিশেষ তলবী সভার কোরাম হইবে ১০০ জন।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভার কোরাম হবে ৫০ জন, এর মধ্যে অন্ততঃ দুইজন এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য এবং অন্তত ১০জন শাখা থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হতে হবে। বিশেষ তলবী সভার কোরাম হবে ১০০ জন।
৯.	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সভার আলোচ্য সূচী ঃ	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সভার আলোচ্য সূচী ঃ
	বার্ষিক সাধারণ সভার স্থলে ইহার অব্যবহিত পূর্বে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এই সভাকে “কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সভা” বলিয়া অভিহিত করা হইবে এবং সভায় অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয় আলোচিত হইবে ঃ	বার্ষিক সাধারণ সভার অব্যবহিত পূর্বে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাকে “কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সভা” বলে অভিহিত করা হবে এবং সভায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নবর্ণিত বিষয় আলোচিত হবে ঃ
৯.১	এসোসিয়েশনের বিগত বৎসরের কার্যক্রমের নিম্নোক্ত রিপোর্ট গ্রহণ।	এসোসিয়েশনের বিগত বছরের কার্যক্রমের নিম্নোক্ত রিপোর্ট গ্রহণ।
৯.১.১	মহাসচিবের রিপোর্ট।	মহাসচিবের রিপোর্ট।

৯.১.২	বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের জার্নালের ম্যানেজিং সেক্রেটারীর রিপোর্ট।	বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের জার্নালের ম্যানেজিং সেক্রেটারীর রিপোর্ট।
৯.২	কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক পেশকৃত বিগত বৎসরের অডিটকৃত হিসাব নিকাশ।	কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক পেশকৃত বিগত বছরের অডিটকৃত হিসাব নিকাশ।
৯.৩	কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক পেশকৃত আগামী বৎসরের বাজেট।	কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক পেশকৃত আগামী বছরের বাজেট।
৯.৪	অডিটর নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনা।	অডিটর নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনা।
৯.৫	আইনজ্ঞ পরামর্শদাতা নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনা।	আইনজ্ঞ পরামর্শদাতা নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনা।
৯.৬	গঠনতন্ত্রের উপধারা সমূহের প্রস্তাবিত সংশোধনী (যদি থাকে) বিবেচনা।	গঠনতন্ত্রের উপধারা সমূহের প্রস্তাবিত সংশোধনী (যদি থাকে) বিবেচনা।
৯.৭	বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করার জন্য প্রস্তাব সমূহ বিবেচনা।	বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করার জন্য প্রস্তাব সমূহ বিবেচনা।
৯.৮	সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য কোন বিষয়।	সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য কোন বিষয়।
১০.	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সাধারণভাবে সভার সাধারণ নিয়মাবলী ঃ	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সাধারণভাবে সভার সাধারণ নিয়মাবলী ঃ
১০.১	পূর্ব নোটিশ প্রদান ও যথারীতি বিতরণ ব্যতিরেকে, সভাপতির বিশেষ অনুমতি ছাড়া, অন্য কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সভায় আলোচিত হইবে না।	পূর্ব নোটিশ প্রদান ও যথারীতি বিতরণ ব্যতিরেকে, সভাপতির বিশেষ অনুমতি ছাড়া, অন্য কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বার্ষিক সভায় আলোচিত হবে না।
১০.২	সদস্যদের দ্বারা পেশকৃত প্রস্তাব সমূহ স্থানীয় শাখার মাধ্যমে মহাসচিবের নিকট পৌছাইতে হইবে। কিন্তু স্থানীয় শাখায় কপি প্রেরণ করিয়া যে কোন সদস্য তাহার প্রস্তাব সরাসরি মহাসচিবের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন।	সদস্যদের দ্বারা পেশকৃত প্রস্তাব সমূহ স্থানীয় শাখার মাধ্যমে মহাসচিবের নিকট পৌঁছাতে হবে। কিন্তু স্থানীয় শাখায় কপি প্রেরণ করে যে কোন সদস্য তার প্রস্তাব সরাসরি মহাসচিবের নিকট প্রেরণ করতে পারবেন।
১০.৩	সভায় প্রস্তাব পেশ করার নোটিশ মহাসচিবের নিকট কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভার অন্ততঃ ১ সপ্তাহ পূর্বে পৌছাইতে হইবে।	সভায় প্রস্তাব পেশ করার নোটিশ মহাসচিবের নিকট কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভার অন্ততঃ ৭ দিন পূর্বে পৌঁছাতে হবে।
১১.	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ঃ	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ঃ
১১.১	কাজ ও ক্ষমতা ঃ	কাজ ও ক্ষমতা ঃ

	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষ থাকিবে এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়িত করার অধিকারী হইবে ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিকট এই জন্য দায়ী থাকবে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে।	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষ থাকবে এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার অধিকারী হবে ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিকট এ জন্য দায়ী থাকবে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকবে।
১১.১.১	এসোসিয়েশনের যথাযথ কাজকর্ম এবং এসোসিয়েশনের কক্ষ, লাইব্রেরী ও সম্পত্তির প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষন এবং ইহার প্রকাশনা সমূহের সংগঠন ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বিধি ও নির্দেশ প্রদান।	এসোসিয়েশনের যথাযথ কাজকর্ম এবং এসোসিয়েশনের কক্ষ, লাইব্রেরী ও সম্পত্তির প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষন এবং ইহার প্রকাশনা সমূহের সংগঠন ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ধারা বা উপধারা ও নির্দেশ প্রদান।
১১.১.২	যখন প্রয়োজন মনে হয় কমিটি, উপ-পরিষদ, এডহক কমিটি স্থায়ী কমিটি নিয়োগ।	যখন প্রয়োজন মনে হয় কমিটি, উপ-পরিষদ, এডহক কমিটি স্থায়ী কমিটি নিয়োগ।
১১.১.৩	এসোসিয়েশন অথবা চিকিৎসা পেশার স্বার্থ ব্যহত হইতেছে বিবেচনা করিলে যে কোন বিষয়ে সরকার, কোন গণ সংগঠন কিংবা যথাযথভাবে গঠিত কর্তৃপক্ষের সম্মুখে প্রতিনিধি প্রেরণ করা।	এসোসিয়েশন অথবা চিকিৎসা পেশার স্বার্থ ব্যহত হচ্ছে বিবেচনা করলে যে কোন বিষয়ে সরকার, কোন গণ সংগঠন কিংবা যথাযথভাবে গঠিত কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রতিনিধি প্রেরণ করা।
১১.১.৪	কোন সদস্যপদ অথবা শাখা বিবেচিত হইলে স্থগিত ঘোষণা করা এবং কোন শাখা বা সদস্যের বিরুদ্ধে অসদাচরণ, ইচ্ছাকৃত অবহেলা বা ব্যর্থতার জন্য যে শৃঙ্খলা জনিত ব্যবস্থা যথাযথ বিবেচিত হয় তাহা গ্রহণ করা।	কোন সদস্যপদ বা নির্বাচিত শাখা কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্য বা শাখা বিবেচিত হলে স্থগিত ঘোষণা করা এবং কোন শাখা বা নির্বাচিত শাখা কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্য বা এসোসিয়েশনের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অসদাচরণ, ইচ্ছাকৃত অবহেলা বা ব্যর্থতা বা গঠনতন্ত্র মোতাবেক শাখা পরিচালনায় ব্যর্থতার জন্য যে শৃঙ্খলা জনিত ব্যবস্থা যথাযথ বলে বিবেচিত হয় তা গ্রহণ করা।
১১.১.৫	এসোসিয়েশনের বেতনভূক্ত কর্মচারীদের নিয়োগ ও অপসারণ করা।	এসোসিয়েশনের বেতনভূক্ত কর্মচারীদের নিয়োগ ও অপসারণ করা।
১১.১.৬	এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা, জার্নাল, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ, এডহক কমিটি, উপ-পরিষদ সমূহের সদস্যদের ভ্রমনভাতা স্থির করা।	এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা, জার্নাল, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ, এডহক কমিটি, উপ-পরিষদ সমূহের সদস্যদের ভ্রমনভাতা স্থির করা।
১১.১.৭	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে আলোচনার পূর্বে সকল বিষয় বিবেচনা করা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করা।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে আলোচনার পূর্বে সকল বিষয় বিবেচনা করা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করা।

১১.১.৮	বিধি ও বিধান সমূহের অধীনে, এই সকল ক্ষমতা ছাড়াও, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক ন্যস্ত হইলে, অন্যান্য কাজ ও দায়িত্ব পালন করা।	এসোসিয়েশনের ধারা, উপধারা ও বিধান সমূহের অধীনে, এই সকল ক্ষমতা ছাড়াও, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক ন্যস্ত হইলে, অন্যান্য কাজ ও দায়িত্ব পালন করা।
১১.১.৯		গঠনতন্ত্র মোতাবেক এসোসিয়েশন পরিচালনা করা।
১২.	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভা ঃ	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভা ঃ
১২.১	ইহা প্রয়োজন মত অনুষ্ঠান করিবে। তবে সাধারণভাবে মাসে একবার সভা অনুষ্ঠিত হইবে।	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভা প্রয়োজন মত অনুষ্ঠিত হবে। তবে সাধারণভাবে ৩০দিনে একবার সভা অনুষ্ঠিত হবে।
১২.২	বিজ্ঞপ্তি ঃ	বিজ্ঞপ্তি ঃ
	সভার স্থান, তারিখ ও সময় জানাইয়া সকল সদস্যকে অন্ততঃ ৭ দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। সভার আলোচ্য সূচী নোটিশের সাথে প্রেরণ করা হইবে।	সভার স্থান, তারিখ ও সময় জানায়ে সকল সদস্যকে অন্ততঃ ৭ দিনের নোটিশ প্রদান করতে হবে। সভার আলোচ্য সূচী নোটিশের সাথে প্রেরণ করা হবে।
	কোন জরুরী অবস্থায়, সভাপতির সম্মতিক্রমে মহাসচিব আরো কম সময়ের নোটিশে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভা আহ্বান করিতে পারেন।	কোন জরুরী অবস্থায়, সভাপতির সম্মতিক্রমে মহাসচিব আরো কম সময়ের নোটিশে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবেন।
১২.৩	সভার কোরাম হইবে ৯ জন, যাহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন কর্মকর্তাদের বাইরে থাকিবেন।	সভার কোরাম হবে ১৭ জন। যাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন কর্মকর্তাদের বাইরে থাকবেন।
১২.৪	স্থান ঃ মহাসচিব সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভার সুবিধাজনক স্থান, সময় ও তারিখ স্থির করিবেন।	স্থান ঃ মহাসচিব সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভার সুবিধাজনক স্থান, সময় ও তারিখ স্থির করবেন।
১৩.	সভা সমূহের সাধারণ নিয়মাবলী ঃ	সভা সমূহের সাধারণ নিয়মাবলী ঃ

১৩.১	সভার কার্য্যবিবরণী শুদ্ধভাবে রক্ষিত হইবে এবং যথারীতি পরবর্তী কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদের, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বা সাধারণ পরিষদের সভায় যথার্থ বলিয়া ঘোষিত হইবে।	সভার কার্যবিবরণী শুদ্ধভাবে রক্ষিত হবে এবং যথারীতি পরবর্তী কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভায় যথার্থ বলে ঘোষিত হবে।
১৩.২	সভার কোন প্রস্তাব গৃহীত বা নাকচ হইলে তাহা ৬ মাস পূর্ণ কিংবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল বা সংশ্লিষ্ট উপ-পরিষদের এক পঞ্চমাংশ সদস্য পুনর্বিবেচনার জন্য লিখিত ভাবে দাবী না করিলে পুনর্বিবেচিত হইবে না।	
১৩.৩	বিশেষত ঃ সভায় উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশ মুলতবীর পক্ষে থাকিলে, প্রয়োজন মনে করিলে সভার সভাপতি সভা মূলতবী ঘোষণা করিতে পারিবেন। মূলতবী সভায় শুধুমাত্র সভার অসমাপ্ত বিষয়াদি বিবেচিত হইবে।	কোন সভায় উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশ মুলতবীর পক্ষে থাকলে, প্রয়োজন মনে করলে সভার সভাপতি সভা মূলতবী ঘোষণা করতে পারবেন। মূলতবী সভায় শুধুমাত্র সভার অসমাপ্ত বিষয়াদি বিবেচিত হবে।
১৩.৪	বিশেষ ও তলবী সভায় আলোচ্যসূচীর বাইরে অন্য কোন বিষয় আলোচিত হইবে না।	বিশেষ ও তলবী সভায় আলোচ্যসূচীর বাইরে অন্য কোন বিষয় আলোচিত হবে না।
১৩.৫	যে কোন সদস্যের উপর এসোসিয়েশনের কোন কর্মচারী দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং এর মারফত ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া নোটিশ প্রদান করা যাইতে পারে।	যে কোন সদস্যের নিকট এসোসিয়েশনের কোন কর্মচারী দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং এর মারফত ডাকযোগে প্রেরণ করে নোটিশ প্রদান করা যেতে পারে।
১৩.৬	সদস্যদের রিকুইজিশনে আহুত সভার সভাপতি কর্তৃক স্থিরকৃত নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘন্টার মধ্যে কোরাম না হইলে সভা বাতিল হইবে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে সভা মূলতবী থাকিবে এবং পরবর্তীতে মহাসচিব কর্তৃক সভাপতির পরামর্শক্রমে পুনরায় আহ্বান করা যাইবে এবং সেই সভায় যে সংখ্যক সদস্যই উপস্থিত থাকেন কোরাম গঠন করিবেন ও সভার কার্য্য চালাইয়া যাইবেন।	সদস্যদের রিকুইজিশনে আহুত তলবি সভার সভাপতি কর্তৃক স্থিরকৃত নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘন্টার মধ্যে কোরাম না হলে সভা বাতিল হবে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে সভা মূলতবী থাকবে এবং পরবর্তীতে মহাসচিব কর্তৃক সভাপতির পরামর্শক্রমে পুনরায় আহ্বান করা যাবে এবং সেই সভায় যে সংখ্যক সদস্যই উপস্থিত থাকেন কোরাম গঠন করবেন ও সভার কার্য চলমান থাকবে।
১৪.	এসোসিয়েশনের জার্নাল/পত্রিকা ঃ	এসোসিয়েশনের জার্নাল/পত্রিকা ঃ
	এসোসিয়েশনের আনুষ্ঠানিক মুখপত্র হিসাবে এসোসিয়েশনের জার্নালের পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদ সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ও সম্পাদক সহ একটি সম্পাদক মন্ডলী এবং ব্যবস্থাপক সহ একটি ব্যবস্থাপক কমিটি নির্বাচিত করিবেন। এসোসিয়েশন একটি মেডিক্যাল পত্রিকা ও একটি	এসোসিয়েশনের আনুষ্ঠানিক মুখপত্র হিসাবে এসোসিয়েশনের জার্নালের পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ও সম্পাদক সহ একটি সম্পাদক মন্ডলী এবং ব্যবস্থাপক সহ একটি ব্যবস্থাপক কমিটি নির্বাচিত করবে। এসোসিয়েশন একটি মেডিক্যাল পত্রিকা ও একটি সাময়িকী প্রকাশ করবে। যা

	সাময়িকী প্রকাশ করিবেন। যাহা বিএমএ’র সংবাদ সহ চিকিৎসা বিষয়ক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খবরা-খবর পরিবেশন করিবে।	বিএমএ’র সংবাদ সহ চিকিৎসা বিষয়ক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খবরা-খবর পরিবেশন করবে।
১৫.	আয় ঃ	আয় ঃ
	নিম্নলিখিত সূত্র হইতে এসোসিয়েশনের আয় বা তহবিল আসিবে ঃ	নিম্নলিখিত সূত্র হইতে এসোসিয়েশনের আয় বা তহবিল আসবে ঃ
১৫.১	শাখার সদস্য তালিকা বাবদ কেন্দ্রীয় তহবিলে দেয় অংশ।	শাখার সদস্য তালিকা বাবদ কেন্দ্রীয় তহবিলে দেয় অংশ।
১৫.২	সরাসরি অথবা শাখা সমূহের মাধ্যমে বিশেষ চাঁদা বা দানের দ্বারা।	সরাসরি অথবা শাখা সমূহের মাধ্যমে বিশেষ চাঁদা বা দানের দ্বারা।
১৫.৩	এসোসিয়েশনের জার্নাল, পত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশনার মাধ্যমে।	এসোসিয়েশনের জার্নাল, পত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশনার মাধ্যমে।
১৫.৪	বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলনে শাখা সমূহের চাঁদা এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলনের আয়।	বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলনে শাখা সমূহের চাঁদা এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলনের আয়।
১৫.৫	যে সকল ব্যক্তি এসোসিয়েশনে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সাহায্যে।	যে সকল ব্যক্তি এসোসিয়েশনে সাহায্য করতে ইচ্ছুক তাদের সাহায্যে।
১৫.৬	দ্বিতীয় খন্ডের ১৯ ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের চাঁদা।	
১৫.৭	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল বা কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন উৎস।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল বা কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন উৎস।
১৬.	সংরক্ষিত তহবিল ঃ	সংরক্ষিত তহবিল ঃ
	এসোসিয়েশনের একটি সংরক্ষিত তহবিল থাকিবে। প্রতি বছরের উদ্ধৃত্ত অর্থের অন্ততঃ শতকরা ৩০ ভাগ এই তহবিলে জমা হইবে। যথারীতি নোটিশ প্রদান করিয়া আহুত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত সদস্যদের তিন চতুর্থাংশ অংশদ্বারা সমর্থিত বিশেষ প্রস্তাবের মাধ্যমে এই তহবিল হইতে অর্থ তোলা যাইবে।	এসোসিয়েশনের একটি সংরক্ষিত তহবিল থাকবে। প্রতি বছরের উদ্ধৃত্ত অর্থের অন্ততঃ শতকরা ৩০ ভাগ এই তহবিলে জমা হবে। যথারীতি নোটিশ প্রদান করে আহুত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত সদস্যদের তিন চতুর্থাংশ অংশদ্বারা সমর্থিত বিশেষ প্রস্তাবের মাধ্যমে এই তহবিল থেকে অর্থ তোলা যাবে।
১৭.	ব্যয় ঃ	ব্যয় ঃ

	এসোসিয়েশনের কার্যক্রম চালানোর জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অথবা কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদ এসোসিয়েশনের তহবিল হইতে সকল সাধারণ খরচ এবং প্রয়োজন মত ভাড়া, বেতন ও অন্যান্য খরচ করিবেন। ইহার মধ্যে জার্নাল ও অন্যান্য প্রকাশনা বাবদ স্বীকৃত ব্যয় রহিয়াছে। তাহারা এসোসিয়েশনের লক্ষ্য সমূহ অগ্রসর করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি, সম্মেলন অনুষ্ঠান, পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদান এবং অন্যান্য কাজে ব্যয় করার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।	এসোসিয়েশনের কার্যক্রম চালানোর জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অথবা কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ এসোসিয়েশনের তহবিল থেকে সকল সাধারণ খরচ এবং প্রয়োজন মত ভাড়া, বেতন ও অন্যান্য খরচ করবেন। এরমধ্যে জার্নাল ও অন্যান্য প্রকাশনা বাবদ স্বীকৃত ব্যয় রয়েছে। তারা এসোসিয়েশনের লক্ষ্য সমূহ অগ্রসর করার জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি, সম্মেলন অনুষ্ঠান, পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদান এবং অন্যান্য কাজে ব্যয় করার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন।
	ব্যাংক একাউন্ট সভাপতি, মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষের যে কোন দুইজন পরিচলনা করিবেন।	এসোসিয়েশনের যাবতীয় আয়-ব্যয় নির্বাহের জন্য দেশের তফসিলভুক্ত রাষ্ট্রায়াত্ব বা বেসরকারী মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের নামে এক বা একাধিক ব্যাংক হিসাব থাকবে। এসোসিয়েশনের পক্ষে সভাপতি, মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ ব্যাংক হিসাব সমূহ পরিচালনা করবেন। ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে কোষাধ্যক্ষ সহ মহাসচিব বা সভাপতি যে কোন দুইজনের স্বাক্ষর আবশ্যক হবে।
১৮.	সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ ঃ	
	সংগঠনের কার্যাবলীর যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ সংগঠনের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন। তাঁরা সাধারণভাবে প্রতি দুই বছর অন্তর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত অন্যান্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের সহিত নির্বাচিত হইবেন।	
	সভাপতি ঃ একজন	
	সহ-সভাপতি ঃ ঢাকা মহানগরীর জন্য একজন এবং বাংলাদেশের প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগের জন্য একজন করিয়া।	
	মহাসচিব ঃ একজন যিনি ঢাকা মহানগরীতে বসবাসকারী।	
	কোষাধ্যক্ষ ঃ একজন যিনি ঢাকা মহানগরীতে বসবাসকারী।	
	যুগ্ম মহাসচিব ঃ একজন	
	সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ একজন	
	বিভাগীয় সম্পাদক ঃ ৭ জন (বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক, দপ্তর সম্পাদক, প্রচার ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, সংস্কৃতি ও আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক, গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক)।	

	বিজ্ঞপ্তি ঃ কোন ব্যক্তি সংগঠনের কোষাগার হইতে বেতন লাভ করিলে, তিনি সংগঠনের কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য অথবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য হইতে পারিবেন না। "বেতন" বলিতে যাতায়াত ও অন্যান্য ভাতা কিংবা সম্মানী বুঝাইবে না।	
১৯.	কার্য্যকালের সময়সীমা ঃ	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের কার্যকালের সময়সীমা ঃ
১৯.১	প্রতি দুই বছর অন্তর উত্তরাধিকার নির্বাচিত ঘোষিত না হওয়া অবধি কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদের সদস্য ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ স্বীয় দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। এই নিয়ম শাখা সমূহের কার্য্যকরী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যের কার্যকালের মেয়াদ বা সময়সীমা হবে দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর পর্যন্ত। তবে দেশের সরকার বা আইনানুগ কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত মহামারি, অতিমারি, রাস্ট্রীয় বিশেষ জরুরী অবস্থা জারি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা দৈব দূর্বিপাকের কারণে যথাসময়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে, ক্ষেত্রমতে মেয়াদ উত্তীর্ণের পরবর্তী ১২০(একশত বিশ) দিনের মধ্যে বা যে কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নাই সেই কারণ বিদ্যমান না থাকলে বা এর অবসান ঘটলে তদপরবর্তী ১২০(একশত বিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রত্যেকে স্বীয় পদের দায়িত্ব পালন করবেন।
১৯.২	কর্মকর্তা ও কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদের কোন সদস্য কোন যথাযথ কারণ ব্যতিরেকে কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদের পরপর তিনটি নিয়মিত সভায় উপস্থিত না থাকিলে তাহার সদস্যপদ হারাইতে হইবে।	এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্য কোন যথাযথ কারণ ব্যতিরেকে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের পরপর তিনটি নিয়মিত সভায় উপস্থিত

		না থাকলে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। শাখা কার্যকরী পরিষদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।
২০.	কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ	কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের বিভিন্ন পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ
২০.১	সভাপতি ঃ	সভাপতি ঃ
২০.১.১	সংগঠনের কার্য্যকরী পরিষদ, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কোন কমিটির তিনি সদস্য থাকিলে এই সকল সভায় তিনি সভাপতিত্ব করিবেন।	এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কোন কমিটির তিনি সদস্য থাকলে এই সকল কমিটির সভায় তিনি সভাপতিত্ব করবেন।
২০.১.২	বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলন, সেমিনার, সম্মেলন ও অন্যান্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।	বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলন, সেমিনার, সম্মেলন ও বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
২০.১.৩	সংগঠনকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন।	এসোসিয়েশন পরিচালনা করবেন।
২০.১.৪	সভা সমূহের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রণ এবং সন্দেহযুক্ত বিষয় সমূহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।	সভা সমূহের কার্যাবলী পরিচালনা এবং বিরোধপূর্ণ বা সন্দেহযুক্ত বিষয় সমূহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।
২০.১.৫	তাহার সাধারণ ভোটের অতিরিক্ত উভয়পক্ষে ভোটের সমতা দেখা দিলে কাষ্টিং ভোটের অধিকার থাকিবেন।	সভাপতি সাধারণ ভোটের অতিরিক্ত উভয়পক্ষে ভোটের সমতা দেখা দিলে কাষ্টিং ভোটের অধিকারী থাকবেন।
২০.১.৬	তিনি পদাধিকার বলে বিএমএ ডক্টরস ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য থাকিবেন।	তিনি পদাধিকার বলে বিএমএ ডক্টরস ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য থাকবেন।
২০.১.৭	বিজ্ঞপ্তি ঃ	
	সভাপতি দীর্ঘকালীন অসুস্থ, মৃত্যু, কারাবরণ, পদত্যাগ কিংবা বাংলাদেশ থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ অনুপস্থিত থাকিলে, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। সভাপতি পদত্যাগ করিলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মত হইলেই ইহা কার্য্যকর হইবে এবং এই পদত্যাগপত্রের প্রতি এই সম্মতি প্রদানের পূর্ব পর্য্যন্ত একজন সহ-সভাপতি কার্য্য পরিচালনা করিবেন।	সভাপতি দীর্ঘকালীণ অসুস্থতা, মৃত্যুবরণ, কারাবরণ, পদত্যাগ কিংবা বাংলাদেশ থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ অনুপস্থিত থাকলে, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতি পদত্যাগ করলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মত হলেই তা কার্যকর হবে এবং এই পদত্যাগপত্রের প্রতি এই সম্মতি প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত একজন সহ-সভাপতি কার্য পরিচালনা করবেন।

২০.২	সহ-সভাপতি ঃ	সহ-সভাপতি ঃ
২০.২.১	সভাপতির অনুপস্থিতিতে একজন সহ-সভাপতি কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদ, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এবং সাধারণ অধিবেশনের সভার সভাপতিত্ব করিবেন। তাহারা সভাপতি কর্তৃক কোন কার্য্যভার প্রদান করিলে তাহা পালন করিবেন।	সভাপতির অনুপস্থিতিতে একজন সহ-সভাপতি কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এবং সাধারণ পরিষদের সভার সভাপতিত্ব করবেন। তারা সভাপতি কর্তৃক কোন কার্যভার প্রদান করলে তা পালন করবেন।
২০.২.২	যে বিভাগের জন্য সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইবেন সে বিভাগের সকল শাখার সহযোগিতায় অন্ততঃ একটি বিভাগীয় সম্মেলন আয়োজন করিবেন এবং শাখাসমূহের নৈকট্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখিবেন।	যিনি যে বিভাগের জন্য সহ-সভাপতি নির্বাচিত হবেন তিনি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সে বিভাগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদককে সঙ্গে নিয়ে বিভাগের অর্ন্তগত সকল শাখার সহযোগিতায় অন্ততঃ একটি বিভাগীয় সম্মেলন আয়োজন করবেন এবং শাখাসমূহের নৈকট্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখবেন।
২০.৩	মহাসচিব ঃ	মহাসচিব ঃ
	যুগ্ম মহাসচিব, সাংগঠনিক সম্পাদক ও বিভাগীয় সম্পাদকের সহযোগিতায় মহাসচিব	যুগ্ম মহাসচিব, সাংগঠনিক সম্পাদক ও বিভাগীয় সম্পাদকের সহযোগিতায় মহাসচিব
২০.৩.১	কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ের দায়িত্বে থাকিবেন।	কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দায়িত্বে থাকবেন।
২০.৩.২	সকল চিঠিপত্র প্রদান করিবেন।	এসোসিয়েশনের পক্ষে সকল চিঠিপত্র আদান প্রদান করবেন।
২০.৩.৩	হিসাবের বহি তত্ত্বাবধান করিবেন, বিল পাশ করিবেন ও বিলের অর্থ প্রদান করিবেন এবং চেক সহি করিবেন।	হিসাবের বহি তত্ত্বাবধান করবেন, বিল পাশ করবেন ও বিলের অর্থ প্রদান করবেন এবং চেক সহি করবেন।
২০.৩.৪	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক গ্রহণের জন্য অডিটরদের দ্বারা যথাযথভাবে অডিটকৃত বাৎসরিক হিসাব নিকাশ সম্মানী কোষাধ্যক্ষের দ্বারা প্রস্তুত করাইবেন।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক গ্রহণের জন্য অডিটরদের দ্বারা যথাযথভাবে অডিটকৃত বার্ষিক হিসাব নিকাশ সম্মানী কোষাধ্যক্ষের দ্বারা প্রস্তুত করাবেন।
২০.৩.৫	তিনি সভা সম্মেলন, বক্তৃতামালা ও প্রচারনামূলক কার্যক্রম আহ্বান, ব্যবস্থাপনা ও সংগঠিত করিবেন।	তিনি সভা, সম্মেলন, বক্তৃতামালা ও প্রচারনামূলক কার্যক্রম আহ্বান, ব্যবস্থাপনা ও সংগঠিত করবেন।
২০.৩.৬	তিনি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদের সভা সমূহে অংশ গ্রহন করিবেন এবং ইহার কার্য্যবিবরণী রক্ষা করিবেন।	তিনি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভা আহবান, সভা সমূহে অংশগ্রহণ ও পরিচালনা করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করবেন।
২০.৩.৭	তিনি সকল কমিটির পদাধিকার বলে সদস্য থাকিবেন।	তিনি এসোসিয়েশনের সকল কমিটিতে পদাধিকার বলে সদস্য থাকবেন।

২০.৩.৮	তিনি সংগঠনের সকল সদস্যের নির্ভূল ও আপটুডেট তালিকার রেজিষ্ট্রার সাংগঠনিক সম্পাদকের মাধ্যমে রক্ষা করিবেন।	তিনি এসোসিয়েশনের সকল সদস্যের নির্ভূল ও আপটুডেট তালিকার রেজিষ্ট্রার সাংগঠনিক সম্পাদকের মাধ্যমে সংরক্ষণ করবেন। **এবং নতুন সদস্য অর্ন্তভুক্তির আবেদন অনুমোদন করবেন।**
২০.৩.৯	তিনি সাংগঠনিক সম্পাদকের সহযোগিতায় সংগঠনের প্রতি সাধারণ আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া এবং যে সকল স্থলে শাখা নেই সেই এলাকায় শাখা গঠন উৎসাহিত করিয়া সংগঠনকে জোরদার করিবেন।	তিনি সাংগঠনিক সম্পাদকের সহযোগিতায় এসোসিয়েশনের প্রতি সাধারণ আগ্রহ সৃষ্টি করে। **নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।**
২০.৩.১০	তিনি কোন বিষয় সংগঠনের স্বার্থে প্রয়োজন বিবেচনা করিলে তাহা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অথবা কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদের নজরে পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করিবেন।	তিনি কোন বিষয় এসোসিয়েশনের স্বার্থে প্রয়োজন বিবেচনা করলে তা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অথবা কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নজরে পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করবেন।
২০.৩.১১	তিনি বিভাগীয় সম্পাদকের কার্যক্রম তদারক ও সহযোগিতা করিবেন।	তিনি বিভাগীয় সম্পাদকের কার্যক্রম তদারক ও সহযোগিতা করবেন।
২০.৩.১২	তিনি অন্যান্য পেশাজীবি ও সামাজিক সংগঠনের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।	তিনি বিভিন্ন পেশাজীবি, সামাজিক সংগঠন ও বিভিন্ন সংস্থায় **এসোসিয়েশনের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব** করবেন।
২০.৩.১৩	তিনি পদাধিকার বলে বিএমএ ডক্টরস ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য থাকিবেন।	তিনি পদাধিকার বলে বিএমএ ডক্টরস ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য থাকবেন।
২০.৪	কোষাধ্যক্ষ ঃ	কোষাধ্যক্ষ ঃ
২০.৪.১	তিনি সংগঠনের সকল অর্থ গ্রহণ করিবেন এবং সংগঠনের নামে কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংক বা ব্যাংক সমূহে জমা দিবেন এবং সংগঠনের ব্যাংক একাউন্ট যুক্তভাবে সভাপতি অথবা মহাসচিবের সহিত পরিচালনা করিবেন।	তিনি এসোসিয়েশনের সকল অর্থ গ্রহণ করবেন এবং এসোসিয়েশনের নামে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংক বা ব্যাংক সমূহে জমা দিবেন এবং এসোসিয়েশনের ব্যাংক একাউন্ট যুক্তভাবে সভাপতি অথবা মহাসচিবের সাথে পরিচালনা করবেন।
২০.৪.২	তিনি সকল ধরনের অর্থ সংগ্রহের দায়িত্বে থাকিবেন এবং এই সংক্রান্ত চিঠিপত্র লিখিবেন।	তিনি সকল ধরনের অর্থ সংগ্রহের দায়িত্বে থাকবেন এবং এই সংক্রান্ত চিঠিপত্র লিখবেন।

২০.৪.৩	তিনি মহাসচিব কর্তৃক অনুমোদিত এবং কেবলমাত্র তার লিখিত নির্দেশে বিল সমূহের অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।	তিনি মহাসচিব কর্তৃক অনুমোদিত এবং কেবলমাত্র তার লিখিত নির্দেশে বিল সমূহের অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।
২০.৪.৪	তার মহাসচিবের অর্থ প্রদানের নির্দেশের কোন ভ্রান্তি কিংবা অসামঞ্জস্য তুলে ধরে সেই নির্দেশ তার মতামতের জন্য পুনরায় প্রেরণের অধিকার রহিয়াছে। এরপরও মহসচিব ও কোষাধ্যক্ষের মধ্যে মতানৈক্য বজায় থাকিলে বিষয়টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সভাপতির নিকট পেশ করা হইবে।	মহাসচিবের অর্থ প্রদানের নির্দেশের কোন ভ্রান্তি কিংবা অসামঞ্জস্য তুলে ধরে সেই নির্দেশ তার মতামতের জন্য পুনরায় প্রেরণের অধিকার রয়েছে। এরপরও মহসচিব ও কোষাধ্যক্ষের মধ্যে মতানৈক্য বজায় থাকিলে বিষয়টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সভাপতির নিকট পেশ করা হবে।
২০.৪.৫	তিনি সংগঠনের হিসাব-নিকাশের পুস্তক আপটুডেট রাখিয়া একাউন্টস রাখিবার দায়িত্বে থাকিবেন।	তিনি এসোসিয়েশনের হিসাব-নিকাশের পুস্তক হালনাগাদ রেখে একাউন্টস রাখার দায়িত্বে থাকবেন।
২০.৪.৬	তিনি সংগঠনের অডিটর দ্বারা হিসাব নিকাশ অডিট করাইবেন।	তিনি এসোসিয়েশনের অডিটর দ্বারা হিসাব নিকাশ অডিট করাবেন।
২০.৪.৭	তিনি কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিকট পেশ করিবার জন্য বিভিন্ন সময় হিসাবের বিবরণী প্রস্তুত করিবেন।	তিনি কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিকট পেশ করার জন্য বিভিন্ন সময় হিসাবের বিবরণী প্রস্তুত করবেন।
২০.৪.৮	তিনি সংগঠনের আর্থিক অবস্থা বিবৃত করে বার্ষিক হিসাব নিকাশ ও ব্যালেন্সশীট প্রস্তুত করিবেন, ইহা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত অডিটর দ্বারা অডিট করাইবেন এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিকট গ্রহণ করার জন্য পেশ করিবেন।	তিনি এসোসিয়েশনের আর্থিক অবস্থা বিবৃত করে বার্ষিক হিসাব নিকাশ ও ব্যালেন্সশীট প্রস্তুত করবেন, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত অডিটর দ্বারা অডিট করাবেন এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিকট গ্রহণ করার জন্য পেশ করবেন।
২০.৫	যুগ্ম মহাসচিব ঃ	যুগ্ম মহাসচিব ঃ
	যুগ্ম মহাসচিব মহাসচিবকে কার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য করিবেন এবং মহাসচিবের অবর্তমানে মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন।	যুগ্ম মহাসচিব মহাসচিবকে কার্য পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য করবেন এবং মহাসচিবের অবর্তমানে মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।
২০.৬	সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ	সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ
২০.৬.১	মহাসচিবের সাধারণ পরামর্শের ভিত্তিতে সংগঠনের স্বার্থ রক্ষার্থে ও যে স্থানে শাখা নেই সে এলাকায় শাখা গঠনের ব্যাপারে সাহায্য করিবেন। সদস্যগণের তালিকা নিবন্ধিকরণ ও নিয়মিত করণ করিবেন।	মহাসচিবের সাধারণ পরামর্শের ভিত্তিতে সংগঠনের স্বার্থ রক্ষার্থে ঢাকা মহানগরে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন ও বহিঃবিশ্বে এসোসিয়েশনের শাখা গঠনে দায়িত্ব পালন করবেন। নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির আবেদন যাচাই বাছাই করে সুপারিশ প্রণয়ন, সদস্যগণের তালিকা নিবন্ধিকরণ ও নিয়মিতকরণ করবেন।

২০.৬.২		সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহ-সভাপতি ও সহসাংগঠনিক সম্পাদকদের সাথে সমন্বয় করে বিভাগীয় সম্মেলন আয়োজন করবেন। এসোসিয়েশনের সকল শাখার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এসোসিয়েশনের সার্বিক কার্যক্রমে সহযোগীতা করবেন।
২০.৭	বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক ঃ	বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক ঃ
২০.৭.১	বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ কেন্দ্রীয় ও শাখা ভিত্তিক নিয়মিতভাবে সম্পাদন করিবেন।	কেন্দ্রীয়ভাবে ও সকল শাখায় বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ নিয়মিতভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করবেন।
২০.৭.২	স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রচার করবেন।	স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচার করবেন।
২০.৭.৩	কন্টিনিউইং মেডিক্যাল এডুকেশন কার্যক্রম কেন্দ্রে ও শাখায় নিয়মিতভাবে পরিচালনা করিবেন।	কেন্দ্রীয়ভাবে ও সকল শাখায় কন্টিনিউইং মেডিক্যাল এডুকেশন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনা করবেন।
২০.৮	দপ্তর সম্পাদক ঃ	দপ্তর সম্পাদক ঃ
২০.৮.১	কেন্দ্রীয় দপ্তরের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।	এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
২০.৮.২	কেন্দ্রীয় দপ্তরের সমূদয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষন, বেতনভূক্ত কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব পালন করিবেন।	কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সমূদয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ, বেতনভূক্ত কর্মচারীদের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করবেন।
২০.৮.৩		এসোসিয়েশনের পক্ষে লিখিত বিবৃতি সমূহ চূড়ান্ত করণের পর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার নিশ্চিত করবেন।
২০.৯	প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক ঃ	প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক ঃ
২০.৯.১	এসোসিয়েশনের বিবৃতি সমূহ চূড়ান্ত করণের পর প্রচার মাধ্যমসমূহে প্রচার নিশ্চিত করিবেন।	এসোসিয়েশনের সকল ধরনের প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

২০.৯.২	এসোসিয়েশনের সকল ধরনের প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।	বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং ভাবধারা বিনিময় করবেন।
২০.৯.৩	বিভিন্ন সংস্থা, গণমাধ্যম ও ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং ভাবধারা বিনিময় করিবেন।	
২০.১০	গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ	গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ
২০.১০.১	বিএমএ গ্রন্থাগারের পরিচালনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্বে থাকিবেন।	বিএমএ গ্রন্থাগারের পরিচালনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্বে থাকবেন।
২০.১০.২	এসোসিয়েশনের মেডিক্যাল জার্নাল ও সাময়িকী নিয়মিত প্রকাশ করিবেন।	এসোসিয়েশনের মেডিক্যাল জার্নাল ও সাময়িকী নিয়মিত প্রকাশ করবেন।
২০.১০.৩	এসোসিয়েশনের সকল ধরনে প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।	এসোসিয়েশনের সকল ধরনে প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
২০.১১	সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ	সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ
২০.১১.১	পদাধিকার বলে বিএমএ ডক্টরস ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট্রের ট্রাষ্ট্রি বোর্ডের সদস্য থাকিবেন।	পদাধিকার বলে বিএমএ ডক্টরস ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট্রের ট্রাষ্ট্রি বোর্ডের সদস্য থাকবেন।
২০.১১.২	ফ্রি ক্লিনিক পরিচালনার দায়িত্বে থাকিবেন।	ফ্রি ক্লিনিক পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন।
২০.১১.৩	স্বাস্থ্য বিষয়ক সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবেন।	স্বাস্থ্য বিষয়ক সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন।
২০.১১.৪	জাতীয় দূর্যোগে বিএমএ’র পক্ষ থেকে ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা করিবেন।	জাতীয় দূর্যোগে বিএমএ’র পক্ষ থেকে ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা করবেন।
২০.১২	সংস্কৃতি ও আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক ঃ	সংস্কৃতি ও আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক ঃ
২০.১২.১	বিভিন্ন জাতীয় দিবস সমূহ উদযাপন।	বিভিন্ন জাতীয় দিবস সমূহ উদযাপন।
২০.১২.২	শহীদ ডাঃ মিলন দিবস উদযাপন।	শহীদ ডা. মিলন দিবস পালন।
২০.১২.৩	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবেন।	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন।

২০.১২.৪	তিনি বিএমএ’র বিবিধ অনুষ্ঠানের আপ্যায়ন কার্যক্রম করিবেন।	তিনি বিএমএ’র বিবিধ অনুষ্ঠানের আপ্যায়ন কার্যক্রম করবেন।
২০.১৩	আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ঃ	আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ঃ
২০.১৩.১	তিনি বহিঃবিশ্বে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, ভাবধারা বিনিময় ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্যাদি আহরন ও সংরক্ষণ করিবেন।	তিনি বহিঃবিশ্বে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, ভাবধারা বিনিময় ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্যাদি আহরন ও সংরক্ষণ করবেন।
২০.১৩.২	তিনি বহিঃবিশ্বে উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান এর সুযোগ সম্পর্কে যোগাযোগ ও সদস্যদের অবহিত করিবেন।	তিনি বহিঃবিশ্বে উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান এর সুযোগ সম্পর্কে যোগাযোগ ও সদস্যদের অবহিত করবেন।
২০.১৪		**বেসরকারী স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সম্পাদক ঃ**
২০.১৪.১		বেসরকারী চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান ও সেখানে কর্মরত চিকিৎসকগণ ও চিকিৎসাসেবা কর্মীদের সমস্যাদি নিয়ে এসোসিয়েশনের সভাপতি ও মহাসচিবের সাথে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করবেন।
২১.	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নির্বাচন ঃ	২১. এসোসিয়েশনের নির্বাচন সমূহ ঃ (ক) এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ এসোসিয়েশনের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে একক গোপন ব্যালটে নির্বাচিত হবেন। এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি, ধারা ও উপধারা বা বিধি অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন বা নির্বাচন পরিচালনা কমিটি দ্বারা নির্বাচন সমূহ পরিচালিত বা অনুষ্ঠিত হবে। (খ) সাধারনভাবে প্রতি ০৩ (তিন) বছর অন্তর অন্তর এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। (গ) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের স্বাভাবিক মেয়াদ পুর্তির ১২০(একশত বিশ) দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হবে।

		(ঘ) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের যে সভায় উভয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হবে সেই সভাতেই নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। **(ঙ) তবে দেশের সরকার বা আইনানুগ কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত মহামারি, অতিমারি, রাস্ট্রীয় বিশেষ জরুরী অবস্থা জারি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা দৈব দূর্বিপাকের কারণে যথাসময়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে, ক্ষেত্রমতে মেয়াদ উত্তীর্ণের পরবর্তী ১২০(একশত বিশ) দিনের মধ্যে বা যে কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নাই সেই কারণ বিদ্যমান না থাকলে বা এর অবসান ঘটলে তার পরবর্তী ১২০(একশত বিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের বিদ্যমান কমিটি বলবৎ থাকবে এবং প্রত্যেকে স্বীয় পদের দায়িত্ব পালন করবেন।**
২১.১	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন সাধারণভাবে প্রতি দুই বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হইবে। নির্বাচনের তারিখ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অন্ততঃপক্ষে সাতমাস পূর্বে ঘোষণা করিবে।	২১.১ এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নির্বাচন ঃ ২১.১.১ সাধারনভাবে প্রতি ০৩ (তিন) বছর অন্তর অন্তর এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যগণ নির্বাচিত হয়ে **দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর পর্যন্ত স্বীয় পদে দায়িত্ব পালন করবেন। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের স্বাভাবিক মেয়াদ পুর্তির ১২০(একশত বিশ) দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের** নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হবে। ২১.১.২ কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নির্বাচন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার সাথে সাথে গঠিত একটি নির্বাচন কমিশন দ্বারা পরিচালিত হবে। ২১.১.৩ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ যেদিন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন সেদিনই কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যগণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে।
		২১.২ এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন ঃ

২১.২.১ সাধারনভাবে প্রতি ০৩ (তিন) বছর অন্তর অন্তর এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন ক্ষেত্রমতে এসোসিয়েশনের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটে অনুষ্ঠিত হবে।

২১.২.২ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের স্বাভাবিক মেয়াদ পুর্তির ১২০(একশত বিশ) দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হবে।

২১.২.৩ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার সাথে সাথে গঠিত একটি নির্বাচন কমিশন দ্বারা পরিচালিত হবে।

২১.২.৪ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর পর্যন্ত স্বীয় পদে দায়িত্ব পালন করবেন।

২১.২.৫ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের চুড়ান্ত অফিসিয়াল ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার ০৭(সাত) দিনের মধ্যে বিদ্যমান কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ, নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন।

তবে উল্লেখ থাকে যে, বিদ্যমান কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করতে অসমর্থ হলে বা না করলে ০৭(সাত) দিন অতিক্রম হওয়ামাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয়ে যাবে।

২১.২.৬ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যের কার্যকালের মেয়াদ বা সময়সীমা হবে দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর পর্যন্ত। তবে কোন বিশেষ কারণে বা দৈব দূর্বিপাকে যথাসময়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভবপর না হয় সেক্ষেত্রে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রত্যেকে স্বীয় পদের দায়িত্ব পালন করবেন।

২১.২	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নির্বাচন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার সাথে সাথে গঠিত একটি নির্বাচন কমিশন দ্বারা পরিচালিত হইবে। নির্বাচন কমিশনে থাকিবেন একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক ও তিন জন সদস্য।	
২১.৩	নির্বাচিত পরিষদ ঘোষিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচিত পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে হইবে। নতুবা পরবর্তী দিবস হইতে আপনা আপনি দায়িত্বভার নব নির্বাচিত পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত হইবে।	
২১.৪	নির্বাচনে অপপ্রচার, কুৎসা ও পেশার স্বার্থবিরোধী কোন কাজ করা যাইবে না।	নির্বাচনে অপপ্রচার, কুৎসা ও পেশার স্বার্থবিরোধী কোন কাজ করা যাবে না এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে মেনে চলতে হবে।
২১.৫	নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ	২১.৫ নির্বাচন কমিশন গঠন এবং কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ ২১.৫.১ এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি, ধারা ও উপধারা বা বিধি অনুযায়ী এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অন্যূন ০৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবে। এর মধ্যে একজন নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান, একজন সদস্য সচিব ও অন্যরা সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। ২১.৫.২ নির্বাচনী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে এসোসিয়েশন নির্বাচন কমিশনকে পৃথক অফিস বরাদ্দ, প্রয়োজনীয় সাপোর্টিং স্টাফ সরবরাহ, নির্বাচনী বাজেট প্রদানসহ নির্বাচন কমিশন চাহিত সকল ধরনের সহযোগীতা প্রদান করবেন। ২১.৫.৩ নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান কমিশনের সভায় সভাপতিত্ব করবেন ও সদস্য সচিব কমিশনের নির্বাহী প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন। যে কোন সিদ্ধান্তের বিষয়ে কমিশন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অসমর্থ হলে সংখ্যাগরিষ্টের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এবং প্রয়োজনে কমিশনের চেয়ারম্যান কাষ্টিং ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন।

২১.৫.৪ নির্বাচন কমিশন গঠিত হওয়ার পর কমিশন সভা করে এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এসোসিয়েশনের হালনাগাদ সদস্য তালিকার উপর ভিত্তি করে নির্বাচনী খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করবেন এবং নির্বাচনের সার্বিক কার্যক্রম সম্বলিত নির্বাচনী তফসিল প্রণয়ন ও ঘোষণা করবেন। নির্বাচনী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সম্পন্ন করার জন্যে যথাসময়ে প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করবেন।

২১.৫.৫ নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের বিভিন্ন পদ উল্লেখ করে মনোনয়নপত্র ও প্রত্যাহারপত্র সরবরাহ, মনোনয়নপত্র আহবান, বিভিন্ন পদের বিপরীতে প্রাপ্ত মনোনয়নপত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহারপত্র সমূহ যাচাই বাছাই করা, বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের খসড়া ও চূড়ান্ত নামের তালিকা প্রকাশ, নির্বাচনী নির্দেশিকা প্রচার, পদ ও প্রার্থীর নাম সম্বলিত নির্বাচনী ব্যালট পেপার প্রস্তুত ও প্রত্যেক কেন্দ্রে সরবরাহ নিশ্চিত করা, নির্বাচন শেষে সকল কেন্দ্রের প্রাপ্ত ভোট গণনা করা, সকল কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফল একত্রিকরণ করে কমিশন সভায় কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নির্বাচিত প্রার্থীদের নামের তালিকা চূড়ান্ত করা এবং নির্বাচিত প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা করবেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণায় আচরণ বিধি প্রণয়ন করবেন

২১.৫.৬ নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করবেন। কমিশন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের চূড়ান্ত নামের তালিকা প্রকাশ সহ অন্যান্য বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সভায় চূড়ান্ত করে ঘোষণা প্রদান করবেন।

২১.৫.৭ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখে প্রত্যেক শাখা বা ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ ও ভোট গণনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করবেন। এদের মধ্যে একজন প্রিসাইডিং অফিসার যিনি সংশ্লিষ্ট শাখা বা ভোট কেন্দ্রের প্রধান ভোট গ্রহন কর্মকর্তা ও অন্য একজন সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার নিযুক্ত করবেন । ভোটার সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয়

		সংখ্যক অন্যান্য ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবেন। উল্লিখিত নির্বাচনী কর্মকর্তাগণ নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হবেন এবং তাদের সকল কর্মকান্ডের জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট দায়ী থাকবেন। শাখার নির্বাচনী কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন চাইলে সংশ্লিষ্ট শাখার কার্যকরী পরিষদের সহায়তা নিতে পারবেন। ২১.৫.০৮ নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্য সচিব বা যে কোন সদস্য বা কমিশনের সকল সদস্য যে কোন কারণ দেখিয়ে এসোসিয়েশনের সভাপতি বরাবরে লিখিতভাবে পদত্যাগ করতে পারবেন বা পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন। এসোসিয়েশনের সভাপতি পদত্যাগপত্র পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের জরুরী সভা আহবান করে উক্ত পদত্যাগপত্রের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সভায় পদত্যাগ পত্র গৃহীত ও তদস্থলে অর্ন্তবর্তী সময়ের জন্য শুন্যপদ পূরণ করবে।
	নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের যথাযথ ও সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার জন্য দায়ী থাকিবেন। নির্বাচন কমিশন ভোটারলিষ্ট প্রকাশ, নমিনেশন পেপার ও প্রত্যাহার পত্র ইস্যু করা, নমিনেশন আহ্বান, নমিনেশন ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার পত্র সমূহ বাছাই করা, নির্বাচন পদ প্রার্থীদের নাম প্রকাশ, ব্যালট পেপার ইস্যু এবং ভোট সমূহ চূড়ান্ত গণনার পর নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করিবেন। নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে সকল বিষয় নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।	নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রতিপালন করে, সুষ্ঠু ভাবে, গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সম্পন্ন করবেন এবং নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার জন্য দায়ী থাকবেন। নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ থেকে সকল প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর প্রতি ন্যায়সঙ্গত ও সমান আচরন করবেন এবং কারো প্রতি কোন ধরনের বৈষম্য বা পক্ষপাত করবেন না। নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে সকল বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
২১.৬	ভোটার হইবার নিমিত্তে সদস্য তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্তির জন্য আবেদনপত্র দাখিলের সর্বশেষ তারিখ হইবে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার অন্ততঃ ৬০ দিন পর।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের যে সভায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে সেদিন থেকে সর্বোচ্চ ৩০দিনের মধ্যে ভোটার হওয়ার নিমিত্তে সদস্য তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্তির জন্য আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে ।
২১.৭	শাখা সমূহ ২১.৬ বর্ণিত সর্বশেষ তারিখের ১৫ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় শেয়ার সহ সদস্য তালিকা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিবেন। এর পরবর্তীতে কোন সদস্য এই নির্বাচনের জন্য ভোটার হিসাবে গণ্য হইবেন না।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের যে সভায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে সেদিন থেকে সর্বোচ্চ ৩৫দিনের মধ্যে শাখা সমূহ সদস্য চাঁদার কেন্দ্রীয় শেয়ার সহ সদস্য তালিকা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

২১.৮	নির্বাচন কমিশন ২১.৬ বর্ণিত সর্বশেষ তারিখের একমাসের মধ্যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করিবেন। এর পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে খসড়া ভোটার তালিকায় সংশোধনী থাকিলে তাহা নির্বাচন কমিশনের নিকট দাখিল করিতে হইবে।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের যে সভায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে সেদিন থেকে সর্বোচ্চ ৪৫দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে । খসড়া ভোটার তালিকায় কোন সংশোধনী থাকলে তা নির্বাচন কমিশনের নিকট দাখিল করতে হবে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের যে সভায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে সেদিন থেকে সর্বোচ্চ ৫০দিনের মধ্যে ।
২১.৯	নির্বাচন কমিশন খসড়া ভোটার লিষ্ট প্রকাশের এক মাসের মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার লিষ্ট প্রকাশ করিবেন।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের যে সভায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে সেদিন থেকে সর্বোচ্চ ৫৭দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে ।
২১.১০	নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখের অন্ততঃ ৭৫ দিন পূর্বে কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদের সদস্য ও শাখা সমূহ হইতে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য পদের জন্য নমিনেশনপত্র আহ্বান করিবেন। এবং প্রতিটি সদস্যের জন্য নমিনেশন পেপার ও প্রত্যাহার পত্রের নমুনা ইস্যু করিবেন। এই নমুনা এসোসিয়েশনের নোটিশ বোর্ডে লাগানো হইবে এবং এসোসিয়েশনের সকল শাখার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।	কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের যে সভায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে সেদিন থেকে সর্বোচ্চ ৬৭দিনের মধ্যে, নির্বাচন কমিশন এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সকল পদের ও শাখা সমূহ থেকে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য পদের জন্য মনোনয়নপত্র আহ্বান করবেন । এবং নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে আগ্রহী সদস্যের জন্য মনোনয়নপত্র ও প্রত্যাহার পত্রের নমুনা ইস্যু করবেন। এই নমুনা এসোসিয়েশনের নোটিশ বোর্ডে লাগানো হবে এবং এসোসিয়েশনের সকল শাখার নিকট প্রেরণ করতে হবে।
২১.১১	নির্বাচনের তারিখের অন্ততঃপক্ষে ৪৫ দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশনের নিকট নমুনা অনুযায়ী যথাযথভাবে পূরণ করিয়া বিভিন্ন পদের জন্য নমিনেশন পেপার পেশ করিতে হইবে।	নির্বাচন কমিশনের নিকট নমুনা অনুযায়ী যথাযথভাবে পূরণ করে বিভিন্ন পদের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের যে সভায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে সেদিন থেকে সর্বোচ্চ ৭৭দিনের মধ্যে।
		নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত নমিনেশনপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর বাতিলকৃত মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ (এসোসিয়েশনের অর্থাৎ বিএমএ’র নোঠিশ বোর্ড ও দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে) করবেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের যে সভায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে সেদিন থেকে সর্বোচ্চ ৮২দিনের মধ্যে।

		নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বাতিলকৃত মনোনয়নপত্র পূর্নবিবেচনার জন্য নির্বাচন কমিশনে আপিল দায়ের করতে হবে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের যে সভায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে সেদিন থেকে সর্বোচ্চ ৮৫দিনের মধ্যে।
২১.১২	প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের সর্বশেষ তারিখ হইবে নমিনেশন পেপার প্রদানের সর্বশেষ তারিখের ১৫ দিন পর এবং নির্বাচন প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা এসোসিয়েশনের নোটিশ বোর্ডে নির্বাচনের তারিখের অন্ততঃ ৩০ দিন পূর্বে প্রকাশ করিতে হইবে। কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদের সদস্য ও সংশ্লিষ্ট শাখার কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য পদপ্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা এসোসিয়েশনের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা সমূহে প্রেরণ করিতে হইবে।	প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের সর্বশেষ তারিখ হবে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের যে সভায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে সেদিন থেকে সর্বোচ্চ ৯০দিনের মধ্যে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের যে সভায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে সেদিন থেকে সর্বোচ্চ ৯৫দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবেন । এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সকল পদের ও সংশ্লিষ্ট শাখার কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য পদপ্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা এসোসিয়েশনের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশের দিন থেকে ৫দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা সমূহে প্রেরণ করতে হবে।
২১.১৩	নির্বাচনের তারিখে প্রতিটি শাখায় এসোসিয়েশনের সদস্যদের বৈধ ভোটারদের গোপন ব্যালট পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।	নির্বাচনের তারিখে প্রত্যেক শাখায় বা ভোট কেন্দ্রে এসোসিয়েশনের সদস্যদের বৈধ ভোটারদের গোপন ব্যালট পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
২১.১৪	প্রতিটি শাখা সংশ্লিষ্ট শাখায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একজন প্রেসাইডিং অফিসার নিয়োগ করিবেন এবং তাহার নাম নির্বাচন কমিশনের নিকট নির্বাচনের তারিখের অন্ততঃপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে প্রেরণ করিবেন। এই সকল প্রেসাইডিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহারা কেবল নির্বাচন কমিশনের নিকট দায়ী থাকিবেন। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রেসাইডিং অফিসার প্রয়োজবোধে কয়েকজন সহকারী গ্রহন করিতে পারিবেন।	নির্বাচনের তারিখ থেকে কমপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে প্রতিটি শাখা সংশ্লিষ্ট শাখায় নির্বাচন পরিচালনার জন্য একজন প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ করবেন। এই সকল প্রিসাইডিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি বলে গণ্য হবেন এবং তারা কেবল নির্বাচন কমিশনের নিকট দায়ী থাকবেন। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রিসাইডিং অফিসার প্রয়োজনবোধে কয়েকজন সহকারী গ্রহন করতে পারবেন
২১.১৫	যদি কোন শাখার কার্য্যকরী পরিষদ প্রেসাইডিং অফিসারের নাম নির্বাচনের তারিখের ১৫ দিন পূর্বে প্রেরণ করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে নির্বাচন কমিশন সেই শাখার জন্য একজন প্রেসাইডিং অফিসার নিয়োগ করিবেন।	যদি কোন শাখার কার্যকরী পরিষদ প্রিসাইডিং অফিসারের নাম নির্বাচনের তারিখের ১৫ দিন পূর্বে প্রেরণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে নির্বাচন কমিশন সেই শাখার জন্য একজন প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ করবেন ।

		ভোট প্রয়োগের লক্ষ্যে বিদ্যমান শাখা থেকে অন্য শাখায় সদস্য পদ স্থানান্তরের আবেদন নির্বাচন কমিশনে প্রেরণের সর্বশেষ তারিখ হবে নির্বাচনের তারিখ থেকে কমপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে।
২১.১৬	নির্বচন কমিশন নির্বাচনের তারিখের পূর্বে শাখার প্রেসাইডিং অফিসারের নিকট সংশ্লিষ্ট শাখার ভোটার লিষ্ট ও দুই ধরনের ব্যালট পেপার ইস্যু করিবেন। একটিতে থাকিবে কর্মকর্তা ও কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদের সদস্য পদ প্রার্থীদের নামের তালিকা এবং অপরটিতে সংশ্লিষ্ট শাখার কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য পদপ্রার্থীদের নামের তালিকা। প্রেসাইডিং অফিসার ব্যালট পেপার সমূহের নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষন, ভোটার তালিকা অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা এবং বৈধ ভোট সমূহ গণনার জন্য দায়ী থাকিবেন। ভোট সমূহ গণনার পর প্রেসাইডিং অফিসার অবিলম্বে শাখার ফলাফল নির্বাচন কমিশনের নিকট ব্যক্তিগতভাবে কিংবা রেজিষ্টার্ড পোষ্টে চিঠি মারফত জানাইবেন। তিনি নির্বাচন কমিশনের নিকট গণনা করা ও অব্যবহৃত ব্যালট পেপার সমূহ যথাযথভাবে সিল করা খামে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং নির্বাচন কমিশন ইহাদের পরবর্তী নির্বাচন ঘোষণা অবধি সংরক্ষণ করিবেন।	নির্বচন কমিশন নির্বাচনের তারিখের পূর্বে শাখার বা ভোট কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট সংশ্লিষ্ট শাখার বা কেন্দ্রের ভোটার তালিকা ও দুই ধরনের ব্যালট পেপার ইস্যু করবেন। একটিতে থাকবে কর্মকর্তা ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য পদ প্রার্থীদের নামের তালিকা এবং অপরটিতে সংশ্লিষ্ট শাখার কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য পদপ্রার্থীদের নামের তালিকা। প্রিসাইডিং অফিসার ব্যালট পেপার সমূহের নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণ, ভোটার তালিকা অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা এবং বৈধ ভোট সমূহ গণনার জন্য দায়ী থাকবেন। ভোট সমূহ গণনার পর প্রিসাইডিং অফিসার অবিলম্বে শাখার ফলাফল নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিয়া নিজের ও পোলিং এজেন্টের দস্তখতসহ নির্বাচন কমিশনের নিকট ব্যক্তিগতভাবে কিংবা রেজিষ্টার্ড পোষ্টে চিঠি মারফত বা বাহক মারফরত জানাবেন। তিনি নির্বাচন কমিশনের নিকট গণনাকৃত ও অব্যবহৃত ব্যালট পেপার সমূহ যথাযথভাবে সিলমোহরযুক্ত খামে নির্বাচন কমিশনের নিকট বাহক মারফত প্রেরণ করবেন এবং নির্বাচন কমিশন তা পরবর্তী নির্বাচন ঘোষণা অবধি সংরক্ষণ করবেন।
২১.১৭	প্রার্থীগন কিংবা তাদের নির্ধারিত সংখ্যক প্রতিনিধিগন ভোট কেন্দ্র এবং গণনার সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।	নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহনের দিন প্রতি কেন্দ্রের ভোটগ্রহন কক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পক্ষ থেকে মনোনীত নির্ধারিত সংখ্যক পোলিং এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ দিতে পারবেন এবং ভোট গণনার সময় উক্ত পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থেকে ভোট গণনা প্রত্যক্ষ করবেন এবং ফলাফল শীটে স্বাক্ষর করবেন। কিংবা তাদের নির্ধারিত সংখ্যক প্রতিনিধিগন ভোট কেন্দ্র এবং গণনার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন।
২১.১৮	শাখা সমূহের প্রেসাইডিং অফিসারের যথাযথ স্বাক্ষরের পর নির্বাচন তারিখের ১০ দিনের মধ্যে শাখায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল নির্বাচন কমিশনের নিকট পৌছাইতে হইবে। এই নির্ধারিত সময়ের পর প্রাপ্ত ফলাফল হিসাবে আনা হইবে না।	ভোট গণনা শেষ হওয়া মাত্র শাখা বা ভোট কেন্দ্র সমূহের প্রিসাইডিং অফিসারের যথাযথ স্বাক্ষরযুক্ত ফলাফল শীটের অবিকল স্ক্যান কপি তাৎক্ষনিকভাবে নির্বাচন কমিশনের দাপ্তরিক ই-মেইল বা হোয়াটসঅ্যাপ বা অনুমোদিত কোন মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে এবং ফলাফল শীটের মুলকপি নির্বাচন তারিখের ০২ (দুই) দিনের মধ্যে বাহক মারফত নির্বাচন কমিশনের নিকট পৌঁছাতে হবে। এই নির্ধারিত সময়ের পর প্রাপ্ত ফলাফল হিসাবে গণ্য হবে না।

২১.১৯	নির্বাচন কমিশন শাখা সমূহ হইতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত নির্বাচনের ফলাফল সমূহ জমা করিবেন, সর্বমোট নির্বাচন ফলাফল সমূহ গণনা করিবেন এবং নির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা করিবেন।	নির্বাচন কমিশন শাখা বা ভোট কেন্দ্র সমূহ থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত নির্বাচনের ফলাফল সমূহ একত্রিতকরণ করবেন এবং বিভিন্ন পদে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা ও প্রকাশ করবেন।
২১.২০	যে সকল শাখা উপরোক্ত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল নির্বাচনে কোন কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহাদের ফলাফল প্রেরণে ব্যর্থ হন, তাহারা কেন্দ্রীয় নির্বাচনের তারিখের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা হইতে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন।	যে সকল শাখা বা ভোট কেন্দ্র উপরোক্ত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল নির্বাচনে কোন কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের ফলাফল প্রেরণে ব্যর্থ হবেন, তারা কেন্দ্রীয় নির্বাচনের তারিখের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন।
২১.২১	নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর কোন নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ উত্থাপিত হইলে তাহা এসোসিয়েশনের ২০ ধারা অনুযায়ী ট্রাইবুনালের উপর ন্যস্ত করা হইবে।	নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর কোন নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ উত্থাপিত হলে তা এসোসিয়েশনের ২০ ধারা অনুযায়ী নির্বাচনী ট্রাইবুনালের উপর ন্যস্ত করা হবে।
		২২. কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের বিভিন্ন পদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতাবলীঃ এসোসিয়েশনের যে কোন পদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্যে প্রার্থীকে যথাসময়ে এসোসিয়েশনের বৈধ সদস্য থাকতে হবে। ২২.১ কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য পদের নির্বাচনে প্রার্থী হতে হলে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থীকে এসোসিয়েশনের সংশ্লিষ্ট শাখার সদস্য হিসাবে ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ০৩ (তিন) বছরের সদস্য থাকতে হবে।
২২.	সভাপতির প্রার্থীপদের যোগ্যতা ঃ	সভাপতি পদে প্রার্থীর যোগ্যতা ঃ
	এসোসিয়েশনের সভাপতি পদপ্রার্থী ব্যক্তিকে নমিনেশন পত্র দাখিলের সময় এসোসিয়েশনের ধারাবাহিকভাবে অন্ততঃ পাঁচ বছরের সদস্য পদ থাকিতে হইবে।	(ক) এসোসিয়েশনের সভাপতি পদপ্রার্থীকে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থীকে এসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ১৫ (পনের) বছরের সদস্য থাকতে হবে।

		(খ) কোন সদস্য একাধিক্রমে পরপর ২ (দুই) মেয়াদের বেশি সভাপতি পদে প্রার্থী হতে পারবেন না। তবে একবার বিরতি দিয়ে বা অন্য কোন পদে নির্বাচনে অংশগ্রহন করে পরবর্তীতে সভাপতি পদে প্রার্থী হতে পারবেন।
২৩.	অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রার্থীপদের যোগ্যতা ঃ	এসোসিয়েশনের মহাসচিব, কোষাধ্যক্ষ ও যুগ্ম-মহাসচিব ও অন্যান্য পদের প্রার্থীদের যোগ্যতা ঃ
	এসোসিয়েশনের অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রার্থীপদের নমিনেশনপত্র দাখিলের সময় এসোসিয়েশনের ধারাবাহিতভাবে অন্ততঃ তিন বছরের সদস্যপদ থাকিতে হইবে। তবে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের ক্ষেত্রে নতুন তালিকাভুক্ত সদস্যগণ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার উপযুক্ত।	২৩.১ এসোসিয়েশনের মহাসচিব পদে প্রার্থী হওয়ার ন্যুনতম যোগ্যতা ঃ (ক) এসোসিয়েশনের মহাসচিব পদপ্রার্থীকে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থীকে এসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ১২ (বার) বছরের সদস্য থাকতে হবে। (খ) মহাসচিব পদপ্রার্থীকে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় অবশ্যই ঢাকা মহানগরীতে কর্মরত বা বসবাসকারী হতে হবে। তিনি ঢাকা মহানগরীতে কর্মরত বা বসবাসরত অবস্থায় থেকে নির্বাচিত হলে এবং পরবর্তীতে কোন কারণে ০৩(তিন) মাসের অধিক সময় ঢাকা মহানগরীর বাহিরে অবস্থান করলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল তার পদ শুণ্য ঘোষণা করে যুগ্মমহাসচিবকে মহাসচিব পদের ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব প্রদান করবে। (ঘ) কোন সদস্য একাধিক্রমে পরপর ২ (দুই) মেয়াদের বেশি মহাসচিব পদে প্রার্থী হতে পারবেন না। তবে একবার বিরতি দিয়ে বা অন্য কোন পদে নির্বাচনে অংশগ্রহন করে পরবর্তীতে মহাসচিব পদে প্রার্থী হতে পারবেন। ২৩.২ এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ ও যুগ্ম-মহাসচিব পদে প্রার্থী হওয়ার ন্যুনতম যোগ্যতা ঃ এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ ও যুগ্ম-মহাসচিব পদে প্রার্থী হওয়ার ন্যুনতম যোগ্যতা হবে ২৩.১ উপধারায় উল্লিখিত মহাসচিব পদের অনুরূপ যোগ্যতা। ২৩.৩ এসোসিয়েশনের অন্যান্য কর্মকর্তা পদে প্রার্থী হওয়ার ন্যুনতম যোগ্যতা ঃ

		(ক) এসোসিয়েশনের অন্যান্য কর্মকর্তা পদপ্রার্থীকে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থীকে এসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ০৬ (ছয়) বছরের সদস্য থাকতে হবে। ২৩.৪ এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার ন্যুনতম যোগ্যতা ঃ (ক) এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য পদপ্রার্থীকে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থীকে এসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ০৪ (চার) বছরের সদস্য থাকতে হবে।
২৪.	অডিটরদের নিয়োগ ঃ	অডিটরদের নিয়োগ ঃ
	নিম্নবর্ণিত উপায়ে এসোসিয়েশনের এবং ইহার জার্নাল ও অন্যান্য প্রকাশনার হিসাব-নিকাশ অডিট করিবার জন্য বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলনের সময় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় অডিটরগণ নিযুক্ত হইবেন এবং সম্মেলনের সাধারণ পরিষদে এই নিযুক্তি অনুমোদিত হইবে।	নিম্নবর্ণিত উপায়ে এসোসিয়েশনের এবং ইহার জার্নাল ও অন্যান্য প্রকাশনার হিসাব-নিকাশ অডিট করিবার জন্য বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলনের সময় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় অডিটরগণ নিযুক্ত হইবেন এবং সম্মেলনের সাধারণ পরিষদে এই নিযুক্তি অনুমোদিত হবে।
২৪.১	সাধারণ সভা কিংবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অথবা সভাপতির ইচ্ছাক্রমে যে কোন সময় হিসাবসমূহ অডিট করিবেন এবং ইহার যথার্থতা সম্পর্কে সত্যায়ন করিবেন।	সাধারণ সভা কিংবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অথবা সভাপতির ইচ্ছাক্রমে যে কোন সময় হিসাবসমূহ অডিট করবেন এবং ইহার যথার্থতা সম্পর্কে সত্যায়ন করবেন।
২৪.২	হিসাবসমূহ যথারীতি রক্ষার জন্য পরামর্শ প্রদান করিবেন।	হিসাবসমূহ যথারীতি রক্ষার জন্য পরামর্শ প্রদান করবেন।
২৫.	সম্মানী আইন পরামর্শদাতা ঃ	সম্মানী আইন পরামর্শদাতা ঃ
	সম্মানী আইন পরামর্শদাতা বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলনের সময় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় নির্বাচিত হইবে।	সম্মানী আইন পরামর্শদাতা বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলনের সময় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় নির্বাচিত হবে।
২৬.	বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলন ঃ	বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলন ঃ

২৬.১	এসোসিয়েশনের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুবিধাজনক সময় ও তারিখে প্রতি বছর কিংবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোন সময় বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। এসোসিয়েশনের শাখাসমূহ সম্মেলনে স্বাগতিক নগর হইবার অধিকার রাখে।	এসোসিয়েশনের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুবিধাজনক সময় ও তারিখে প্রতি বছর কিংবা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোন সময় বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এসোসিয়েশনের শাখাসমূহ সম্মেলনে স্বাগতিক নগর হওয়ার অধিকার রাখে।
২৬.২	সম্মেলনের স্থান ঃ	সম্মেলনের স্থান ঃ
	মহাসচিব প্রস্তাবিত বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলনের অন্ততঃ তিনমাস পূর্বে পরবর্তী বৎসর সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানাইতে আগ্রহী কিনা জানিতে চাহিয়া সকল শাখাকে সার্কুলার প্রেরণ করিবেন। কোন আমন্ত্রণ আসিলে পরবর্তী বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলন অনুষ্ঠানের স্থান স্থির করিবার জন্য, ইহা এসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদে পেশ করা হইবে। সম্মেলনের অধিবেশনে এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হইবে।	মহাসচিব প্রস্তাবিত বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলনের অন্ততঃ তিনমাস পূর্বে পরবর্তী বছরের সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানাতে আগ্রহী কিনা জানতে চেয়ে সকল শাখাকে পত্র প্রেরণ করবেন। কোন আমন্ত্রণ আসলে পরবর্তী বাংলাদেশ মেডিক্যাল সম্মেলন অনুষ্ঠানের স্থান স্থির করার জন্য, তা এসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদে পেশ করা হবে। সম্মেলনের অধিবেশনে এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।
২৭.	স্থানীয় শাখার কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন ঃ	**এসোসিয়েশনের স্থানীয় শাখার কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন ঃ** (ক) এসোসিয়েশনের স্থানীয় শাখা কার্যকরী পরিষদের বিভিন্ন পদের নির্বাচন এসোসিয়েশনের সংশ্লিষ্ট শাখার সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে একক গোপন ব্যালটে অনুষ্ঠিত হবে। এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি, ধারা ও উপধারা বা বিধি অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন পরিচালনা কমিটি দ্বারা নির্বাচন পরিচালিত বা অনুষ্ঠিত হবে। **(খ) সাধারনভাবে প্রতি ০৩ (তিন) বছর অন্তর অন্তর এসোসিয়েশনের স্থানীয় শাখা কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।** (গ) স্থানীয় শাখা কার্যকরী পরিষদের স্বাভাবিক মেয়াদ পুর্তির ১২০(একশত) দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট শাখার বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হবে। (ঘ) তবে দেশের সরকার বা আইনানুগ কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত মহামারি, অতিমারি, রাস্ট্রীয় বিশেষ জরুরী অবস্থা জারি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা দৈব

		দূর্বিপাকের কারণে যথাসময়ে স্থানীয় শাখা কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে, ক্ষেত্রমতে মেয়াদ উত্তীর্ণের পরবর্তী ১২০(একশত) দিনের মধ্যে বা যে কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নাই সেই কারণ বিদ্যমান না থাকলে বা এর অবসান ঘটলে তার পরবর্তী ১২০(একশত) দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচিত শাখা কার্যকরী পরিষদের বিদ্যমান কমিটি বলবৎ থাকবে ও প্রত্যেকে স্বীয় পদের দায়িত্ব পালন করবেন। তবে শর্ত থাকে যে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
২৮.১	এসোসিয়েশনের স্থানীয় শাখার কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন সাধারণভাবে প্রতি দুই বৎসর অন্তর শাখার সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে গোপন ব্যালট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে।	
		সংশ্লিষ্ট শাখার যে বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হবে সে সভাতেই নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠিত হবে। শাখা কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত ও বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে ১জন আহবায়ক, ১জন সদস্য সচিব ও একজন সদস্য থাকবে। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের অনুরূপ হবে। তবে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনের সাথে যদি কোন শাখার কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে পরিচালিত নির্বাচনী তফসিল বা কার্যক্রম অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
		নির্বাচন পরিচালনা কমিটি সংশ্লিষ্ট শাখার সাধারণ সভায় গৃহীত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করবেন। ভোটার তালিকা প্রণয়নে কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন এবং প্রচার প্রচারণার জন্য চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকে ভোটের দিন পর্যন্ত কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় নির্ধারণ করবেন। নির্বাচন পরিচালনা কমিটি মনোনয়নপত্র আহবান ও দাখিলের শেষ তারিখ, বিভিন্ন পদের বিপরীতে প্রাপ্ত মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই করে খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের চুড়ান্ত নামের তালিকা প্রকাশ সহ অন্যান্য বিষয়ে নির্বাচন পরিচালনা কমটির সভায় চুড়ান্ত করে ঘোষণা প্রদান করবেন।

		নির্বাচন পরিচালনা কমিটি চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ ও ঘোষণা করবেন এবং ফলাফল এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বাহক মারফত প্রেরণ করবেন। নির্বাচন সম্পর্কে কোন বিরোধ নির্বাচনের পরে ২০ নং ধারা অনুযায়ী নির্বচনী ট্রাইব্যুনালের নিকট পেশ করা যাবে। শাখা কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে প্রার্থী হওয়ার ন্যুনতম যোগ্যতাঃ (ক) শাখা কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থীদেরকে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট শাখার সদস্য হিসাবে ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ০৬ (ছয়) বছরের সদস্য থাকতে হবে। (খ) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থীদের কেউ সংশ্লিষ্ট শাখায় কর্মরত থেকে নির্বাচিত হলে এবং পরবর্তীতে ০৩ (তিন) মাসের অধিক সময় উল্লিখিত শাখার বাহিরে অবস্থান করলে শাখা কার্যকরী পরিষদ সভায় সংশ্লিষ্ট পদ শুণ্য ঘোষণা করে ক্ষেত্রমতে সহ-সভাপতি বা যুগ্ম সম্পাদককে শুণ্যপদের দায়িত্ব প্রদান করবেন। কোষাধ্যক্ষের ক্ষেত্রে কার্যকরী পরিষদের কোন উপযুক্ত সদস্যকে দায়িত্ব প্রদান করবেন এবং এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন গ্রহন করতে হবে। শাখা কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য পদে প্রার্থী হওয়ার ন্যুনতম যোগ্যতা হবে নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখার বৈধ সদস্য থাকা।
২৮.২	শাখার কার্যকরী পরিষদ সমূহের নির্বাচন এসোসিয়েশনের বর্ষের প্রথম তিন মাসের মধ্যে কিংবা কেন্দ্রীয় নির্বাচনের সময় হইলে ভালো।	
২৮.৩	প্রতিটি স্থানীয় শাখায় শাখা কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন শাখার কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত একটি "নির্বাচন কমিটি" দ্বারা পরিচালিত হইবে। নির্বাচন কমিটি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হইবে ঃ	

	আহবায়ক - ১ জন	
	সদস্য ২-৩ জন	
২৮.৪	শাখার কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচনের তারিখ অন্ততঃ পক্ষে ৭৫ দিন পূর্বে ঘোষণা করিতে হইবে।	
২৮.৫	ভোটার হিসাবে অন্তর্ভূক্তির সর্বশেষ তারিখ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পাশাপাশি অন্ততঃ পক্ষে ১ মাস পূর্বে ঘোষিত হইবে।	
২৮.৬	নির্বাচন কমিটি নির্বাচনের অন্ততঃ ৪০ দিন পূর্বে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করিবেন এবং ভোটার তালিকায় কোন ত্রুটি সংশোধনের আবেদন ইহা প্রকাশের পাঁচ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিটিকে জানাইতে হইবে।	
২৮.৭	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নির্বাচনের অন্ততঃ পক্ষে ৩০ দিন পূর্বে প্রকাশ করিতে হইবে।	
২৮.৮	নির্বাচন কমিটি কর্তৃক ৩.৩.২ উপধারা অনুযায়ী শাখা কার্যকরী পরিষদের বিভিন্ন পদের জন্য নির্ধারিত ফর্মে নির্বাচনের অন্ততঃ পক্ষে ৩০ দিন পূর্বে নমিনেশন পেপার আহ্বান করা হইবে।	
২৮.৯	নির্বাচন কমিটি নমিনেশন পেপার ও প্রত্যাহার পত্রের নির্ধারিত ফর্ম শাখার সদস্যদের জন্য ইস্যু করিবেন এবং ফর্মসমূহ শাখার নোটিশ বোর্ডে ঝুলাইয়া দিবেন।	
২৮.১০	ইহার পর নির্বাচন কমিশন নমিনেশন পেপারসমূহ যাচাই করিবেন এবং নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করিবেন।	
২৮.১১	নির্বাচন কমিশন নমিনেশন পেপার গ্রহণের সর্বশেষ তরিখের ৫ দিনের মধ্যে প্রার্থীদের নিকট হইতে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার পত্র নির্ধারিত ফর্মে গ্রহণ করিবেন।	

২৮.১২	নির্বাচন কমিটি নির্বাচনের প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা নির্বাচনের ১৫ দিন পূর্বে প্রকাশ করিবেন।	
২৮.১৩	প্রার্থীরা নিজে কিংবা তাহাদের নির্ধারিত সংখ্যক প্রতিনিধিগণ ভোট কেন্দ্রে ও গণনাস্থলে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।	
২৮.১৪	নির্বাচন কমিটি নির্বাচন পরিচালনা, ব্যালট পেপার গণনা, নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা এবং এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নির্বাচনের ফলাফল জানাইবেন।	
২৮.১৫	নির্বাচন সম্পর্কে কোন বিরোধ নির্বাচনের পরে ২০ নং ধারা অনুযায়ী নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের নিকট পেশ করা যাইবে।	
২৯		উপদেষ্টা পরিষদ গঠন: সময়ে সময়ে এসোসিয়েশনকে পরামর্শ প্রদানের জন্য ৬৫ বা তদূর্ধ্ব বয়সের সদস্যদের দ্বারা ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। বিএমএ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভায় এই উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে।
	সমাপ্ত	সমাপ্ত